রহস্য পিরামিড্ সিরিজ। নবম গ্রন্থ।

শয়তানের খেলা।

মল্লিদার সম্পাদিত।

ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

মূল্য রেশমী বাঁধাই পাঁচসিকা। কাগজের মলাট একটাকা।

Published by
J. Mallick
The London Library,
Lindsay Mansions,
Calcutta.

Printed by
Saroda Prosad Mondal,
At the Sree Ram Press,
162, Bowbazar Street,
Calcutta.

"A Writer of no Ordinary Merit."

MALLIDAR'S NOVELS.

"We cannot but welcome a really well-told story by "Mallidar," a curious pseudonym used by its joint editors who, we have reasons to believe, will produce exceptionally powerful stories worthy of Gaboriau or Poe."

The Telegraph.

"The authors have displayed great artistic skill and nicety of judgment in drawing the different characters."

The Amrita Bazar Patrika.

The editor who chooses to appear under the curious pseudonym of "Mallidar" seems to be a writer of no ordinary merit.

The Bengalee.

শয়তানের খেলা।

(১)

লীলা-বৈচিত্র্যময় অতীতের এক যবনিকা তুলিয়া আমার আখ্যায়িকা আরম্ভ করিব।

হায়! এমন কত জিনিষ আছে যাহা বর্ণনার অতীত, এমন কত দৃশ্য নয়ন গোচর হইয়াছে যাহাদের স্মৃতি এখনও আমায় মুগ্ধ করে এবং এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা এরূপ অভাবনীয় এবং এরূপ ভীতিবহ যে সেগুলির কল্পনা করিতেও আতঙ্কে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

বাঙ্গালী জীবনের এই বিষাদপূর্ণ ও রহস্যময় অভিনয়ের ভূমিকা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অভিনীত হইয়াছিল। অতি দুঃখের জীবনের দিনগুলিও অপেক্ষা না করিয়া যেমন ধীরে ধীরে চলিয়া যায়—সেইরূপ বিষাদ,

চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া আমার কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। তবু আমার জীবন পথ কেবল মাত্র নিরাশা সমুদ্রের মরুময় বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রসারিত হয় নাই। এই দীর্ঘ দিনের ঘোর অমা-নিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি সুন্দর মুখের প্রীতি-বিস্ফারিত দুইটি নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতি মধ্যে মধ্যে আশার আলোক সম্পাতিত করিয়া আমার হৃদয়কে অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দিয়াছে। তখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য মিলিত হইয়া অসীম শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে এবং অক্ষয় পীযূষ ধারায় আমার চির পিপাসাতুর প্রাণে নির্ব্বাণ সুখ ঢালিয়া দিয়াছে।

এই বিস্ময়জনক আখ্যায়িকায় প্রেম ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, তীব্র ঘৃণা, ঘোরতর ষড়যন্ত্র, গুপ্ত পাপের বিভীষিকাময় নারকীয় চিত্রাবলীর মধ্য দিয়া আমি শ্রীদেবেন্দ্র নাথ রায় আমার আত্মকথা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শয়তানের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, এখন আমি আমার শোকাবহ জীবনের এক অধ্যায় ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের গুরুভার দূর করিব।

অতি শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় এবং পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতা আমার কোন বাসনাই অতৃপ্ত

রাখেন নাই এবং সেজন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাবার আব্দারে ছেলে ছিলাম বলিয়া দুঃখের কষাঘাত আমায় কখনও সহ্য করিতে হয় নাই এবং কলেজের পাঠ্য শেষ করিয়াও চাকুরির জন্য কাহারও উমেদারি করিতে হয় নাই—করিবার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ পিতৃদেব বার্দ্ধক্যের অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া যখন লোকান্তরিত হইলেন তখন তাঁহার বিপুল সম্পত্তির আমিই একমাত্র ওয়ারিশ। কথায় বলে —'নেই কাজ ত খই ভাজ'—আমারও জীবনটা অবলম্বন শূন্য হইয়া একটা ভবঘুরের জীবনে পরিণত হইয়াছিল। স্নেহ মমতার কোমল স্পর্শ আমার হৃদয়কে সরস করিয়া তুলে নাই।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে। বসন্তের পত্র শোভা আর নাই। কুহুরব প্রায় নিস্তব্ধ, গ্রীষ্মের খরতাপে বঙ্গদেশ ম্রিয়মান। আমার কর্ম্ম শূন্য জীবন ভারবহ হইয়া উঠিয়াছে, কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এমন সময় একদিন আমার শৈশবের সহচর যোগেশ আসিয়া আমার সহিত দেখা করিল। অনেক দিনের পর যোগেশ আসিয়াছে, প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল।

একদিন যোগেশ কথাচ্ছলে বলিয়া ফেলিল, "ভাল দেবেন, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি আমায় বল্‌তে পার?"

আমি—"আমার আবার জীবনের উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে, যোগেশ? শৈশবে মাতৃহীন, বাবার স্নেহে ও যত্নে মায়ের অভাব কখনও আমায় বুঝতে হয় নি। আজ সে স্নেহ হতেও বঞ্চিত। ভগবানের কৃপায় বাবা আমার কোন অভাবই রেখে যাননি। চির-দিন স্বাধীনভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার্‌ব এমন সংস্থান করে দিয়ে গেছেন। আজ যদি পেটের দায়ে কারুর দ্বারস্থ হ'তে হ'ত, তা হ'লে আমার মাথা কাটা যেত। চিরদিন স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এত দিন কেটে গেছে। আশীর্ব্বাদ কর বাকী জীবনটাও যেন এই রকম ভাবেই কেটে যায়।"

যোগেশ—"তা কাটে না, দেবেন। সংসার বড় ভয়ানক স্থান। বিশেষতঃ তোমার মত অভিমানী ভাবপ্রবণ যুবকের পক্ষে পদে পদে বাধা পাওয়াই সম্ভব। সংসারে থাকতে গেলে নিজের মনোভাব অনেক স্থলে খর্ব্ব করে নিয়ে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে হয়। খামখেয়ালী হওয়া সব সময় ঠিক নয়। কেননা সমাজ তার পাওনা

গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে বুঝে নেবে। ছেলে বেলা থেকেই দেখে আসছি তোমার প্রকৃতিটা কেমন উচ্ছৃঙ্খল। নিজের জিদ্‌টা সব সময়ই বজায় রাখা চলে না। আচ্ছা দেবেন, তুমিই সব ঠিক বুঝ আর জগৎটা একবারে ভ্রান্ত এরূপ মনে করা কতটা ভুল একবার ভেবে দেখ দেখি। আমার মনে হয় একটা দেখে শুনে যদি বিয়ে কর তাহ'লে তোমার অনেক দোষ কেটে যাবে, তা ছাড়া জীবনে একটা নূতন সুখ পাবে। তোমার বাবা অনেক দিনই এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু তোমার প্রকৃতি দেখে জোর করে কথনও বল্‌তে সাহস করেন নি। এখন এ বিষয়ে তোমার বন্ধুবান্ধব ছাড়া জোর করবার আর কেউ নেই। তাই বলি একটা বিয়ে ক'রে বাবার ইচ্ছা সফল কর।"

আমি—"না যোগেশ এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করা চলে না। যার উপর সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে, সে মনের মত না হ'লে মিছে গলায় ফাঁসি পর্‌বো না। তার উপর ছেলে বেলা থেকেই কেমন একটা সৌন্দর্য্য লিপ্সা আছে যা'তে চোখে না লাগ্‌লে শুধু পাঁজি পুঁথি দেখে কোষ্ঠীর মিল হলেই একজনকে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী করতে পারবো

না। যদি মনের মত হয় তবে সমাজের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি নিয়ে মাথা ঘামাবো না। এতে সমাজ আমায় ত্যাগ করে তাও সহ্য করবো, যোগেশ।”

যোগেশ—“এত বড় গোঁ নিয়ে সমাজে বাস করা চলে না। এ তোমার পাগলামি। সমাজে থেকে তাকে পদদলিত করলে সমাজ বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে। তোমার মত শিক্ষিত লোক যদি এমন কথা বলে দেবেন, তবে সমাজ কার উপর ভর করে দাঁড়াবে?”

আমি—“তা বলে কি তুমি মনে কর যে সমাজ চির-দিনই একভাবে চলে যাবে। দেশের অবস্থার অনুসারে সমাজকে নূতন করে গড়ে তুলতে হ'বে, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী থেকে সমাজকে টেনে এনে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নূতন বিধি ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বলছি না যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের সংস্কার সমূলে উৎপাটিত করতে হ'বে। তবে বলতে চাই যে পুরাতনকে বজায় রেখে যতটা পারা যায় সমাজকে নূতনের সাজ পরাতে হবে।”

যোগেশ—“স্বীকার করি, কিন্তু সমাজ সংস্কারের নামে নিজের ব্যক্তিগত সুখের দিকে তাকালে ত চলবে না—এ যে ঘোর স্বার্থপরতা!”

আমি—“আমি কি তাই বলছি। নূতন কিছু করতে

গেলেই একজনকে না একজনকে তার পথ দেখিয়ে দিতে হ'বে। আমার জীবনেই যদি এমন কিছু ব্যতিক্রম ঘটে সেটা প্রথমে স্বার্থপরতা বলেইত বোধ হ'বে, কিন্তু উপায় নেই। সমস্ত সমাজ এক হয়ে একটা কাজ কখনও করেনি, করবেও না। আমিই যদি একটা কিছু করে ফেলি, আর সেটা সমাজের হিসাবে যদি ভাল হয় তবে আজ না হয় দুদিন পরেও সমাজকে সেটা গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু যদি মন্দই হয় আমার উপর দিয়ে না হয় একটা পরীক্ষা হ'য়ে যাবে। এর জন্য যদি সমাজের নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় তাতেও পেছপা হ'ব না। থাক্ ও কথা এখন। আমি বলছিলাম যে অনেক দিন দেশে থেকে মনটা যেন কেমন খিঁচড়ে গেছে, দিন কতক পশ্চিম অঞ্চলে একটু ঘুরে এলে ভাল হয় না? তোমারও ত এখন বেশ অবসর আছে।"

যোগেশ—"আমারও তাই ইচ্ছা, তবে পশ্চিমে এখন বড় গরম। চলনা হিমালয় অঞ্চলে একবার ঘুরে আসা যাক্। আমি এ অঞ্চলে অনেকবার গিয়েছি, এমন মনোরম দৃশ্য কোথাও দেখি নি। তার উপর, এ সময়টা সেখানে তত ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়।"

যোগেশের প্রস্তাব আমার বেশ মনোমত হইল। দেশের বিষয়-আশয়ের ভার পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী

নিবারণের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলাম এবং আমাদের পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া সেবার হিমালয় অঞ্চলের নিওরা নামক ক্ষুদ্রপল্লীতে যোগেশের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যোগেশ চিরকালই অলস ও নিদ্রালু, সেইজন্য অধিকাংশ সময়ই আমি অদূরে প্রবহমানা 'করেতা' নামক পার্ব্বত্য নদীর ধারে ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত একাই ভ্রমণ করিতাম। এই করেতার উভয় তীরে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ফুল ও ফলভারে অবনত হইয়া এই রমণীয় পার্ব্বত্য দেশের আরণ্য শোভাকে অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একদিন নদীর তীর ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছিলাম। সূর্য্য তখন পাটে বসিয়াছিল; রক্তাভ কিরণে পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত হইয়া গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় সেই রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। করেতার স্বচ্ছ সলিলে সেই স্বর্ণ কিরণ প্রতিভাত হইয়া ছল ছল করিতেছিল, সমস্ত বনভূমি তখন নীরব, নিথর হইয়া এই প্রকৃতির রমণীয় প্রদেশটিকে এক অতি অপরূপ ম্লান গাম্ভীর্য্যে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একটু দ্রুত পদ সঞ্চালনে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় দেখি তটস্থ বনরাজি ভেদ করিয়া একটি সূক্ষ্ম পথ করেতার সৈকত ভূমিতে

যেখানে মিলিত হইয়াছে, তাহারই অনতিদূরে এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি নীলবাসে স্বীয় গৌরতনু আবৃত করিয়া ঘাট হইতে উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য চারি চক্ষের মিলন হওয়াতে রমণীর নয়ন পল্লব ঈষৎ কম্পিত হইয়া মুখ নত হইয়া গেল। এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, এই নির্জ্জন নদীতটে এ অপূর্ব্ব রমণীর আবির্ভাব কোথা হইতে হইল! প্রকৃতির বিজন ভূমিতে বিধাতার এ ললাম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল! যুবতীর চাল, চলন, হাবভাব ও বেশবিন্যাসে, এ দেশীয় রমণী বলিয়া ত বোধ হয় না। যাহা হউক কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুই একপদ অগ্রসর হইলে রমণী আমার প্রতি ব্রীড়া সঙ্কুচিত অপাঙ্গে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। রমণী একাকিনী, সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, স্বীয় গন্তব্যস্থানে একাকিনী যাইতে পারিবে কিনা এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ছলে আমি নিকটে গিয়া বলিলাম "আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন, এ সন্ধ্যাকালে এই জনমানব শূন্য প্রান্তরে আপনাকে একা দেখে আপনি কে এবং কোথায় আপনার বাসস্থান জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারছি না।"

রমণী কোন ক্রমে ত্রস্তভাব সম্বরণ করিয়া মধুরকণ্ঠে বলিল—"আমার নাম, ধাম জানবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। এ অঞ্চলে লখিয়া বলেই আমায় সকলে জানে। এই

পর্য্যন্ত জেনেই আপনি ক্ষান্ত হন এবং আমি একাই আমার আবাসে পৌছিতে পারব এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

আমি বলিলাম—"আপনার কথাবার্ত্তায় আপনাকে বঙ্গ-ললনা ব'লে বোধ হচ্ছে। এ অঞ্চলে এসে অবধি বাঙ্গালীর মুখ দেখি নাই, সেইজন্য আপনার পরিচয় জানবার এতটা আগ্রহ মার্জ্জনা করবেন। যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে তবে আপনার প্রকৃত পরিচয় জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমাকে আপনার বন্ধু ব'লেই জানবেন।"

একেবারে এতটা আত্মীয়তা বেশ ভাল দেখাইল না, রমণীর গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমণী বলিল—"আমার বিশেষ পরিচয় আমি নিজেই জানি না—তবে এইটুকু মাত্র জানি যে আমি কায়স্থ কন্যা। বঙ্গদেশে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম—কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই সুদূর প্রদেশে বাস করছি। বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর অনেক দিন ধরে শুনি নি—আর কখনও যে শুনবো আমার এরূপ আশাও নেই"—এই কথা গুলি বলিতে বলিতে রমণীর গণ্ডদেশ বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কি অনির্দ্দিষ্ট কারণে রমণী এইরূপ নির্ব্বাসিতা তাহা জানিবার জন্য মন

ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; কিন্তু রমণী সে বিষয়ে কোন কথাই না বলিয়া—"সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, এখন আসি। যদি আপনি অন্যরূপ মনে না করেন পুনশ্চ এইস্থানে এইরূপ সময়ে আপনার সহিত দেখা হ'তে পারে"— এইরূপ বলিয়া বনমধ্যস্থিত সেই বক্রপথ ধরিয়া বনান্তরালে বিলীন হইয়া গেল। মরি! মরি! কি রূপ! আমি অমন রূপ যে কখনও দেখি নাই। রূপে, লাবণ্যে, বর্ণে, শরীরের দৈর্ঘ্যে—সে যেন কোন দক্ষ শিল্পকরের নির্ম্মিত একটি অপূর্ব্ব প্রতিমা। দূর হইতে যতদূর বুঝা গেল, তাহার এই প্রথম যৌবন। মরি! মরি! কি মুখ, কি চোখ, কি নাসিকা, কি বর্ণ, কি চলনভঙ্গিমা, সর্ব্বশেষ কি মধুমাখা কথাগুলি! তাহাকে আমি যতক্ষণ দেখিলাম, আমার বোধ হইল যেন এক রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহার পর সেই মোহন ছবি হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকিয়া লইয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন দেখি লখিয়ার মোহন ছবি আমার নয়নে নয়নে বিরাজ করিতেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য সে ছবি নয়ন ছাড়া করিতে পারিলাম না।

(২)

এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। প্রতি দিনই সন্ধ্যার ছায়ায় সেই ঘাটে লখিয়ার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল—প্রতিদিনই লখিয়াকে দেখিবার নেশা বাড়িতে লাগিল। দিবাভাগে যোগেশের সহিত নানা কথায় সময় কাটিয়া যাইত। যোগেশকে কিন্তু লখিয়ার কথা কিছুই শুনাই নাই। কেন যে শুনাই নাই তাহা ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় যোগেশকে লখিয়ার দর্শন সুখের অংশীদার করিতে পারিব না বলিয়া। সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত লখিয়ার সেই কমনীয় মানস ছবি খানিতে। জানি না কেন চুম্বকের আকর্ষণের স্তায়—আমার হৃদয় লখিয়ার দিকে সবলে আকর্ষিত হইতে লাগিল। ভুলিবার অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে মুখ কি ভুলা যায়,—লখিয়া যে আমার হৃদয়ের সমস্তটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম আলাপেই জানিয়াছি, লখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কায়স্থ কন্যা। সেই দিন হইতেই আশায় বুক বাঁধিয়াছি।—লখিয়া যে বিবাহিতা নয় তাহারও প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে, অথচ এইরূপ সুদূর বাসিনী,

স্বেচ্ছাচারিণী যুবতী কে তাহা জানিবার শত চেষ্টাও বিফল হইয়াছে। আর ত পারিনা, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছি। আর এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা বড়ই ক্লেশকর হইয়াছে। আজ যে কোনপ্রকারে পারি বালিকার সত্য পরিচয় জানিব এবং যাহা মনে করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনের বাধা দূর করিয়া বালিকার কাছে আত্মসমর্পণ করিব। এইভাবে কোমর বাঁধিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। চঞ্চল মনে লখিয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ পদ চালনা করিতেছি,—কিয়ৎক্ষণ পরেই লখিয়া তাহার সেই স্বভাবতঃ গম্ভীর ও বিষাদমাখা মুখখানি আরও বিষণ্ণ করিয়া সেই ঘাটে উপস্থিত হইল। আজ লখিয়ার মুখখানিতে কোন গুপ্ত বেদনার ছায়া সুস্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। আমাকে দেখিয়া লখিয়া তাহার মনোভাব সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। লখিয়ার মত সরল স্বভাব বালিকার পক্ষে মনোভাব গোপন করা অসম্ভব। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে লখিয়া একেবারে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, "আপনি আমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন বোধ হয়—আমার বিলম্ব হয়ে গেছে—কিছু মনে করবেন না।"

আমি বলিলাম—'না লখি, আমারই আসাটা আজ একটু সকাল সকাল হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে, তোমার দেরী

হয় নাই। দেখ লখি, আজ তোমাকে নির্লজ্জ ভাবে দু একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবো—তার উত্তরের উপর আমার শুভাশুভ—আমার জীবনের সুখ দুঃখ—আমার সর্ব্বস্ব নির্ভর করছে—তুমি অকপটে তার উত্তর দেবে কি?"—লখিয়া এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া ফেলিল—"কেন দেবেন্ বাবু, আমি কি আপনাকে কখনও মিথ্যা কথা ব'লে প্রবঞ্চনা কর্‌বার চেষ্টা করেছি। আপনার জীবনের শুভাশুভ সামান্য এক বালিকার মুখের কথার উপর নির্ভর কর্‌ছে কেন, দেবেন্ বাবু! একথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলুন, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না!"

আমি বলিলাম "লখি, তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে আমায় আজও অন্ধকারে রাখবার চেষ্টা করছ কেন?"

এই প্রশ্নে বালিকার শুভ্র ললাটে অসন্তোষের অস্পষ্ট ছায়া প্রকাশ পাইল। বালিকা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যেহেতু তা অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে কর্‌ছি।"—তার পর বিষাদ পরিপূর্ণ স্বরে বলিল "দেবেন্ বাবু আপনার সহিত আমার এই দেখাই বোধ হয় শেষ দেখা।"

আমি বল্লিলাম, "ও কথা বলো না লখি। আমার মন বলছে বাঙ্গলা দেশে তোমায় আমায় আবার দেখা হবে।"

বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনি ওরূপ কথা কেন আমায় বল্‌ছেন? আপনি আমার জীবনকে আরও বিষময় করবার কেন প্রয়াস পাচ্ছেন?"

আমি—"কারণ তুমি যখন আমার চোখের আড়ালে চলে যাবে তখন আমার জীবনের ধ্রুবতারা চিরদিনের জন্য নিভে যাবে! নিষ্ঠুর হয়ো না লখি।"

লখিয়া তাহার বড় বড় চোখ দুটি আমার মুখের উপর সংরক্ষিত করিয়া ধীর ভাবে বলিল—"আমি নিষ্ঠুর নই—আমি পাষাণও নই, গত কয়েকদিন ধরে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে সত্য, কিন্তু সময়োচিত এই ঘনিষ্ঠতাটুকুকে আপনি ভালবাসা মনে ক'রে ভুল করেছেন। আপনি বোধ হয় বল্‌তে চান যে আপনি আমাকে ভালবাসেন।"

আমি—"সত্য কথা লখিয়া! আমি তাই বল্‌তে চাই। যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখিছি—সেই মুহূর্ত্ত হতে তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে দেবীরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতি আমায় নূতন আলোক দেখিয়েছে।

যতবার তোমায় দেখেছি ততবারই আমার মনের মাঝে তোমার আসন পেতে পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। তুমি আমার হৃদয় মরুভূমে শীতল উৎস ছুটিয়েছ—আমায় মাতিয়েছ—আমায় ভাসিয়েছ।”

লখিয়া বাধা দিয়া বলিল, “স্থির হ'ন দেবেন্ বাবু। আমার অবস্থার কথা বল্‌তে দিন।”

আমি—“তোমার অবস্থার কথা শুন্‌তে চাই না—আমি কেবল তোমায় চাই লখিয়া।”—আবেগ ভরে লখিয়ার হাত দুখানি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিলাম, “লখিয়া! ভালবাসার ষোড়শোপচারে আমি তোমার পূজা করিছি। আকাশ তলে তোমায় যে দিন দেখেছি সেই দিন হ'তে এক নূতন সৌন্দর্য্যের দ্বার আমার চক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, জগৎকে তোমার সহিত জড়িত করে দেখেছি বলেই সবই প্রেমময়, সুধাময় ব'লে বোধ হয়েছে,—নদীর কলতানে তোমার ভাষার মূর্চ্ছনা শুনেছি, দূর গগণের নক্ষত্ররাজির মধ্যে তোমার নয়নের জ্যোতি দেখেছি—তোমার মধুর হাস্যে প্রকৃতি হাস্যময়ী হয়েছে। জীবনের কোন মূল্য আছে ব'লে এতদিন বোধ হয় নি,—আজ তোমায় ভালবেসে জীবনের মূল্য শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে, বাঁচবার কত সুখ তাহা এতদিনে উপলব্ধি করেছি।

প্রতি সন্ধ্যায় তোমার নিকট হ'তে বিদায় লওয়া অবধি আমি আকুল পিপাসায় দারুণ উৎকণ্ঠায় পরদিন সন্ধ্যার জন্ত অপেক্ষা করেছি, আমি তোমায় বার বার দেখ্‌তে চাই,—বার বার বল্‌তে চাই—লখিয়া! আমি তোমায় সত্যই ভাল-বাসি,—তুমি আমার হৃদয়ের রাণী,—তুমি আমায় ত্যাগ করো না।"

লখিয়ার বক্ষ বার বার স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহার কোমল কর-পল্লব দুখানি আমার কঠিন করে আবদ্ধ হইয়া গেল। সে ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনার পায়ে পড়ি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর আপনার পথে আসবো না, ইহা উভয়ের পক্ষেই পীড়াদায়ক। আমি আমার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপনার জীবনে এই অশান্তি এনেছি—আমার ন্যায় পাপিষ্ঠা এ জগতে আর কে আছে! আমার উচিত ছিল প্রথম সাক্ষাতের পর আপনাকে আর দেখা না দেওয়া।"

আমি—"নিষ্ঠুরের মত কথা বল্‌ছো কেন লখিয়া! তুমি কি এখনও বুঝ নাই যে, আমি তোমার জন্য পাগল হতে চলেছি।"

লখিয়া বলিল "আমি কিন্তু পূর্ব্ব হ'তে তা বুঝি

নাই। দেবেন বাবু! আমার আশা ছেড়ে দিন, আমায় মন হ'তে মুছে ফেলুন।"

আমি বলিলাম—"লখিয়া! তুমি আমার অস্তিত্ব মুছে ফেল্‌তে বলছো? কেন তুমি কি আর কারুর সহিত হৃদয় বিনিময় করেছ?"

লখিয়া—"না।"

আমি—"তবে আমার সুখের পথে আর কোনও বাধা আছে 'ক?"

লখিয়া—"হাঁ আছে এবং সে বাধা অলঙ্ঘ্য। সব ভেঙ্গে আমি বল্‌তে পার্‌বো না, কারণ, বিশেষ কোন এক কারণে আমি সে সব গোপন রাখ্‌তে চাই।"

আমি—"তা হ'লেও আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবো না কেন? লখিয়া! তুমি কি আমায় একটুও ভালবাস না?"

লখিয়া ঈষৎ মুখ নত করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় বলিল, "চুম্বকের আকর্ষণ লৌহ কি কখনও প্রতিরোধ ক'র্‌তে পারে? পূর্ণচন্দ্রের আকর্ষণে সাগর উচ্ছলিত না হ'য়ে থাকে কেমন করে? দেবেন বাবু, আমি আর কখনও ভালবাসি নি, তবুও আমাদের এ স্বপ্ন বিলীন হয়ে যাবে। আমি হৃদয়ের প্রতিরোধ কর্‌বার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু বৃথা

প্রয়াস—আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পরস্পরকে ভাল-বেসেছি, আর সেই জন্যই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য্য।”

আমি মৃদু ভৎ'সনার স্বরে বলিলাম—“লখিয়া! তবু কেন তুমি এরূপ নিষ্ঠুরভাবে আমায় প্রত্যাখ্যান করতে চাও আমায় বল্‌বে না।”

লখিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—“কিছুতেই না। আপনি বুঝ্‌বেন না। আমি সাহস করে আপনাকে ভালবাস্‌তে পারি না। এক আসন্ন বিপদ আমায় ঘিরে রেখেছে। যে তরবারি আমার মস্তকের উপর ঝুলছে, ছমাসের মধ্যে তা আমার জীবনতন্ত্রী ছিন্ন করতে পারে। যদি তাই হয়, যদি মরি, তবে দেবেন বাবু! আপনারই প্রেমমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে চক্ষু মুদ্রিত করবো,—কারণ আপনি ভিন্ন আমার এ জগতে আর কেউ নেই—কিছুই নেই!”

আর হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া আমি লখিয়াকে গাঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিলাম; অধরে অধর মিলিত হইল,—শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণের জন্য আবেশে বিভোর হইয়া রহিলাম।

পাঠক পাঠিকাগণ! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। এরূপ অবস্থায় আপনারা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন এবং হয় ত আমার আচরণ সমাজ বিরুদ্ধ এবং নীতি বিরুদ্ধ ভাবিয়া আমার দোষ দিবেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—আমি আত্মসংযম হারাইয়াছিলাম।

লখিয়া আমার বাহু পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বিচলিত কণ্ঠে বলিল—"আমাদের স্বপ্ন শেষ হ'ল। আজ হ'তে আমরা বন্ধুভাবে মিলিত হ'তে পারি, কিন্তু প্রণয়ীভাবে আর আমাদের মিলন হ'তে পারে না। আমাকে ভালবাসলে আপনার দারুণ বিপদের সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য বলছি, আপনি যদি আমায় প্রকৃতই ভালবাসেন তবে আমায় ভুলে যান।"

আমি—"তাহা প্রাণান্তেও পারবো না, লখিয়া! তোমার বিপদ কি আমায় বল্‌তে হবে।"

লখিয়া—"আমার বিপদ! হায়! এযে আমার জীবনের চিরসাথী, দুঃস্বপ্নের মত আমার বুকের উপর চেপে আছে। আপনার সহবাসে তা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি বটে কিন্তু আমার শেষ নিশ্বাস শীঘ্রই বায়ুতে মিশে

যাবে এ বিষয়ে আমি অনুক্ষণ জাগরুক আছি। সে বিপদ আস্‌তে কিছু বিলম্ব হ'লেও হ'তে পারে অথবা এত শীঘ্র তা ঘটতে পারে যে, হয় তো কল্যকার প্রভাত বায়ু আর আমার জন্য ব'বে না। কালই আমার শব ধূলি ধূসরিত হ'তে পারে।"

আমি—"তুমি কি কোন রোগের আশঙ্কায় এরূপ বলছো লখি ?"

লখিয়া—"না, আমার বিপদ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। যদি বলবার হ'ত তবে আপনাকে বল্‌তাম। হায়! এখন আমি সে কথা বল্‌তে পারি না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌লে আপনারও বিপদের সম্ভাবনা আছে, আগামী কল্য আমরা এ অঞ্চল ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যা'ব। এই আমাদের শেষ বিদায়!"

আমি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম,—"আচ্ছা লখি, আমি তোমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রতে পারি না কি? আমি তোমার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

লখিয়া দুঃখিত ভাবে বলিল—"তা ঠিক বল্‌তে পারি না। যদি আপনাকে দরকার হয় আপনার দেশের ঠিকানায় সংবাদ পাঠাব।"

উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলাম। এক গভীর মনো-বেদনায় আমি দগ্ধ হইতে লাগিলাম। তারপর লখিয়ার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম—"লখি! তুমি আমায় মনে রাখবে ত?"

লখিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল--"তোমায় ভুলতে পারব না। এমন দিন আস্তে পারে যখন তোমার ভালবাসার প্রকৃত পরিচয় পাব।"

আমি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলাম—"লখিয়া! তুমি আমায় পরীক্ষা করতে চাও। আমি তোমার জন্য করতে পারি না এমন কিছুই নাই। তুমি কি করতে বল—আমি ত প্রস্তুতই আছি।"

লখিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে দিন আসুক। আজ চল্লাম। কোথায় যা'ব জানি না। দেবেন বাবু, আপনি আমায় হাসি মুখে বিদায় দিন।" এই কথাগুলি বলিবার পর লখিয়ার নয়ন যুগল হইতে দর দর ধারায় অশ্রুবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। আমারও নয়ন শুষ্ক রহিল না। অনেক দিনের পর বুঝিলাম আমার চোখেও জল আসে। নয়ন মেলিয়া দেখি লখিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে বনের পথ ধরিয়া বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আমার হৃদয়ের আলো যেন নিভিয়া গেল। শূন্য মনে জ্যোৎস্না প্রদীপ্ত নদীর

তীর ধরিয়া গৃহে ফিরিলাম। আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। যোগেশ উৎকণ্ঠিত ভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। সে রাত্রে মোটেই নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে রঘুজী আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল—পত্র বাহকের আকার প্রকার ছাড়া রঘুজী অন্য কথা বলিতে পারিল না। আমি কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিয়া দেখিলাম, লখিয়ার নাম স্বাক্ষরিত। পড়িয়া দেখিলাম লেখা আছে—"আমার বিপদ আসন্ন। আমাকে এ অঞ্চলে আর দেখিতে পাইবেন না। আমার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিবেন না—এ জগতে লখিয়া বলিয়া কেহ ছিল এ কথা ভুলিয়া যান।—হতভাগিনী লখিয়া।"

আমি কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ হর্ম্ম্যতলে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রভাত কিরণোজ্জ্বল হিমাদ্রির তুষারধবল শৃঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া স্তব্ধ ভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। হায়! আমি তাহাকে পাইয়াও হারাইলাম, নিরাশার কঠিন ভার আমার হৃদয়ে চাপিয়া বসিল,—আমার ন্যায় হতভাগ্য কে?

(৩)

এই ঘটনার পর ছয় মাস গত হইয়াছে। লখিয়ার কোন সংবাদই পাই নাই। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। তাহার অস্তিত্ব আমার অস্তিত্বে এরূপ জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, একের বিলোপে আর কিছুই থাকে না। আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গিয়াছি। লখিয়াকে পাইলে আমার সবই পাওয়া হয়, তাহাকে বাদ দিলে আমার কিছুই থাকে না। এইরূপ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহবাস আমার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। অনেক দিন পরে দেশে ফিরিয়াছি। পিতার মৃত্যুর পর হইতে হরিরামপুরের শেষ আকর্ষণ চলিয়া গিয়াছে। শৈশবের ক্রীড়াভূমি হরিরামপুর, যেখানে পিতৃপুরুষগণ বংশপরম্পরায় বহুকাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন,— আমার জন্মভূমি যাহার প্রতি অণু পরমাণুর সঙ্গে আমার বাল্যের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, সেই বড় আদরের হরিরামপুর আজ আমার চক্ষে শ্মশানবৎ

প্রতীয়মান হইল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গত হইতে লাগিল কিন্তু লখিয়ার সংবাদ আসিল না। তবে কি লখিয়া আর এ জগতে নাই—সেই কোমল কুসুম কোরক ধরার উত্তাপে শুকাইয়া গেল কি? লখিয়া আমার ভালবাসা একদিন পরীক্ষা করিবে বলিয়াছিল। এই কি তাহার পরীক্ষা! হায় লখিয়া! তুমি যদি আমার হৃদয় বুঝিতে তাহা হইলে দেখিতে কাহার ছবি তাহাতে অঙ্কিত আছে।

এইরূপ সন্দেহ ও নিরাশায় কত দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন প্রভাতে আমার পাঠগৃহে অন্য মনে বসিয়া আছি এমন সময় রঘুজী আমার হস্তে একখানি টেলিগ্রাম দিয়া গেল। রুদ্ধশ্বাসে খুলিয়া দেখিলাম—লখিয়ার টেলিগ্রাম, মর্ম্ম এই—"আগত রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় পাটনায় গোলঘরের অনতিদূরে আমার দেখা পাইবেন।

—লখিয়া।"

অনেক দিনের পর লখিয়ার সংবাদ পাইয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইবে নিবারণকে এইরূপ জানাইলাম। নিবারণ এই পরিবারে অনেক দিন আসিয়াছে, সে বিশ্বাসী

এবং সৎপ্রকৃতি। বিষয় আশয়ের ভার উপযুক্ত পাত্রেই পিতা ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, আমায় কিছুই আর দেখিতে হইত না। পিতৃদেব যখন পশ্চিমে চাকুরি করিতেন, তখন হইতে রঘুজী এই সংসার ভুক্ত। সে আমায় মানুষ করিয়াছে, তাই আমার সঙ্গে থাকিতে পাইলে সে আর কিছুই চায় না; বিশেষতঃ সে সঙ্গে থাকিলে আমারও কোন অভাব বোধ হয় না। সেই জন্য রঘুজীকে সঙ্গে লইয়া সেই দিনই পাটনা যাত্রা করিলাম। শনিবার সন্ধ্যার কিছু পরেই প্রাচীন সৌধমালা সুশোভিত বৌদ্ধ লীলাভুমি পাটনা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। একটু সন্ধান করিয়া এক হোটেলে আশ্রয় লইলাম। দারুণ উদ্বেগে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন আহারান্তে একটু বিশ্রাম লাভের পর লখিয়ার নির্দ্দিষ্ট সেই সঙ্কেত স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গোলঘরের অনতিদূরে যখন উপস্থিত হইলাম তখন বেলা ৫॥৹টা বাজিয়াছে। আসিবে কিনা এইরূপ সন্দেহে অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর ঘড়িতে টং টং করিয়া ৬টা বাজিয়া গেল। আমার হৃদয় মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। এখনই লখিয়ার মাধুর্য্যমণ্ডিত মুখখানি আমার নয়নে পুনঃ প্রকাশ পাইবে, এই আশায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে কাহার পদধ্বনি আমার কর্ণে

প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ায় দেখিতে পাইলাম, এক মনুষ্যমূর্ত্তি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলাম এক বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান. বয়স ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর হইবে, ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, ঘন শ্মশ্রুরাজি, মুখে বর্ম্মাচুরুট। কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তুক প্রশ্ন করিল, "আশা করি আমি দেবেন্দ্র বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান।" আশ্চর্য্য হইয়া আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, আমারই নাম দেবেন্দ্র নাথ।" গম্ভীর স্বরে সে ব্যক্তি বলিল, "আমি আপনার নিকট এক সংবাদ এনেছি। যে রমণী আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিল এবং আজ এই সময়ে এবং এই স্থানে যার সহিত আপনার দেখা করবার কথা ছিল, সে জানিয়েছে যে বিশেষ গুরুতর কারণে সে আস্‌তে পার্‌লে না। টেলিগ্রামের দিন হ'তে এরূপ ঘটনা ঘটেছে, যাতে তার কোথাও যাওয়া আসা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে।" তার পর একটু থামিয়াই বিষণ্নভাবে বলিল, "কেবলমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট যাবার পথ উন্মুক্ত আছে।"

আমি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বলিয়া ফেলিলাম, "তবে কি লখিয়া জীবিত নাই?"

আগন্তুক বাধা দিয়া বলিল, "লখিয়া এখনও

জীবিত আছে। তবে নিয়তির বিধানে তার গতি মৃত্যুর অভিমুখে। আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া তার ললাটে অঙ্কিত রয়েছে, কিন্তু তবুও আপনার চিন্তা সে ত্যাগ করতে পারে নি।"

আমি অমনি বলিলাম, "আপনার কথা বড়ই রহস্যময়। আপনার সহিত আমার কোন পরিচয়ই নেই, অথচ লখিয়ার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে একথা আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন। যদি জান্‌লেন ত লখিয়ার আসন্ন বিপদের মূল কারণ কি আমায় জানাতে বাধা কি?"

আগন্তুক বলিল, "দুটি বাধা আছে। প্রথমতঃ আমি সে বিপদের আমূলবার্ত্তা জানি না—দ্বিতীয়তঃ আমি কোন কথা প্রকাশ ক'রব না এইরূপ লখিয়ার নিকট প্রতিশ্রুত আছি। কেবল মাত্র এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে তার বিপদ অতি ভীষণ—আপনি তাহা কল্পনাও করতে পারবেন না। আবশ্যক মত লখিয়ার সাহায্য করতে অঙ্গীকার করেছেন, আমি সেই জন্যই আপনার নিকট এসেছি।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমার সাধ্যে যা আছে তা অকাতরে ক'র্‌ব। যদি লখিয়া আমার নিকট আস্‌তে

নাই পারে, আপনি অনুগ্রহ করে আমায় তার নিকট নিয়ে চলুন।"

সে ব্যক্তি বলিল, "তাহা হ'লে আপনাকে দুটি সর্ত্তে বাধ্য থাক্‌তে হ'বে।"

আমি—"কি, কি?"

আগন্তুক বলিল—"আপনাদের উভয়ের কল্যাণের জন্য লখিয়াকে এখনও অজ্ঞাত বাস করতে হ'বে। সেই জন্য যে গাড়ীতে আপনি যা'বেন তার খড়খড়ি বন্ধ রাখ্‌তে হ'বে এবং আপনি যা কিছু দেখবেন তা অত্যন্ত কৌতূহল-দ্দীপক হ'লেও আপনি সে বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস পাবেন না। এই মর্ম্মে আপনাকে বাক্যদান করতে হ'বে। লখিয়ার জীবন রহস্যজালে জড়িত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে লখিয়ার বিপদ ভীষণ হ'তে ভীষণতর হবে এবং আপনার সমস্ত আশা ব্যর্থ হ'বে।"

আমি সন্দিগ্ধ ভাবে উত্তর করিলাম,—"অপরিচিতের সহিত এরূপ অদ্ভুত সর্ত্তে সম্মত হ'তে কুণ্ঠা বোধ করছি।"

আগন্তুক উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনার অসম্মতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমারও অধিক কিছু বলবার নেই,

যেহেতু আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি। যে রমণীকে আপনি ভালবেসেছেন সে আজ মৃত্যুর পথে। অন্তিম দশায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছে, আপনি কিন্তু অসম্মত। এ সংবাদ আমায় অবিলম্বে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। তবে আসি।"

সে ব্যক্তির বিদ্রূপ সূচক হাসি, আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে লোকটার প্রতি তীব্র ঘৃণার ভাব জাগিতেছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল তখন লখিয়ার আসন্ন বিপদ ভাবিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "অপেক্ষা করুন আমি আপনার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি। এখন আমার দ্বারা যা করাবেন তাই ক'রব।"

আগন্তুক বলিল, "তবে শপথ করুন।"

আমি তাহাতেও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শপথ করিলাম। "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি" এইরূপ বলিয়া আগন্তুক অদৃশ্য হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে একখানি সারসি-বন্ধ অশ্বযান আনিয়া আমাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল। তারপর গাড়ীর চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যখন বুঝিল গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের কোন জিনিষ দেখা যাইবে না, তখন কোচম্যানকে ইঙ্গিত

করিয়া দিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী ঘর ঘর শব্দে ছুটিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল ছুটিয়া অনেক মোড় ফিরিবার পর গাড়ী থামিল। আমার সঙ্গী আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেবেনবাবু, আর এক কথা আছে। গাড়ী হ'তে নামবার পূর্ব্বে আমি রুমালে আপনার চোখ বেঁধে দেবো।"

"পাছে আমি বাহিরের কিছু দেখতে পাই এই আশঙ্কায়।" আমি ঈষৎ হাসিয়া এই কথাগুলি বলিলাম।

সে ব্যক্তি ঘাড় নাড়িল। আমি পুনশ্চ বলিলাম,—"তবে তাই হোক!" বাধা দেওয়া অনর্থক কালক্ষয়মাত্র ভাবিয়া, কোনরূপ বাধা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। তারপর আমার চক্ষু বাঁধিয়া সে ব্যক্তি আমার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। তাহার হস্ত অবলম্বন করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি বাহিয়া এক বারান্দায় উঠিলাম বলিয়া বোধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, তিনটি ধাপ আমায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। অদূরে বৃক্ষ পত্রের শন্ শন্ শব্দ আমার কর্ণে গেল। বুঝিলাম নিকটে এবং বোধ হয় চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষরাজি বর্ত্তমান; কিন্তু

ঠিক করিতে পারিলাম না আমি সহরের মধ্যে কিম্বা বহির্ভাগে।

তার পর এক দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়ার শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। আমি এক হল ঘরে আনীত হইলাম। নিজের ও আমার সঙ্গীর পদ নিক্ষেপের শব্দে বুঝিলাম, হলটীর আয়তন একটু বড়ই হইবে। আমার সঙ্গী তারপর একখানি খাতা আমার হস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে একটি কলম ধরাইয়া দিয়া বলিল, "আপনাকে এই খাতায় আপনার নাম স্বাক্ষরিত করতে হ'বে।" আমি কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহাই করিলাম। তারপর পুনরায় আমার হস্ত ধারণ করিয়া সে ব্যক্তি আমায় আরও কতকগুলি সিড়ি বাহিয়া উপরে লইয়া চলিল। সিঁড়ির ধাপের উপর কার্পেট পাতা আছে বলিয়া বোধ হয় পদশব্দ হইল না। আমার চতুর্দ্দিকে ফুস্ ফুস্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে কোন রমণীর কাতর ফোঁপানির শব্দও আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমার পথ প্রদর্শক আমাকে এক ঘরে প্রবেশ করাইল এবং আমার চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিল। দেখিলাম কক্ষ্যটি ক্ষুদ্র এবং সুসজ্জিত। সেজের উপর এক বহুমূল্যের আলোক-দান সংরক্ষিত। তাহার নীলাভ জ্যোতিতে কক্ষের আসবাব পত্র শোভা পাইতেছিল। এক কোণে এক অগ্নি-

কুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল। ছাতের ঠিক তলদেশে কয়েকটি গহ্বর ব্যতীত বায়ুসঞ্চালনের জন্য অন্য কোনরূপ বাতায়নের বন্দোবস্ত ছিল না। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার পরই এক উৎকট গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাতে আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। আমার সঙ্গী সেই কক্ষের মধ্যে আমাকে এক চেয়ারের উপর বসাইয়া বাহির হইতে দ্বার টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল। লথিয়ার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। দ্বার বন্ধ থাকাতে তীব্র গ্যাসের গন্ধে আমার ইন্দ্রিয় শক্তি ক্রমেই বিকল হইয়া আসিল। আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে গিয়া দেখি বাহির হইতে তাহা রুদ্ধ। আমি সজোরে আঘাত করিতে লাগিলাম। কেহই আসিল না। বুঝিলাম আমি বন্দী। বিকট আর্ত্তনাদে কক্ষটি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। ক্রমশঃই আমার শরীর নিস্তেজ হইয়া আসিল—আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া টেবি-লের উপর শুইয়া পড়িলাম। তারপর আমার জ্ঞান তিরোহিত হইল। এইরূপ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না, একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখি-আমি এক প্রশস্ত কক্ষে এক সোফার উপর শায়িত

আছি। কেমন করিয়া এখানে আসিলাম বলিতে পারি না। এই কক্ষের সাজ সরঞ্জাম বহুমূল্যের এবং নানাজাতীয় পুষ্প, গোলাপ ও আতরের গন্ধে বাতাস ভরপুর। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম মেজের উপর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে, পুষ্পাধারে পুষ্প, চন্দন সংরক্ষিত আছে। সম্মুখে রজতাসনে নারায়ণ শিলা। পার্শ্বে কুশাসনে এক শুভ্র-কেশ শিখাধারী ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট। আমি স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমায় এক আসনে উপবেশন করিতে বলিল। আমি অবাক্ হইয়া তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকাতে সে ব্যক্তি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "মহাশয়, লখিয়ার শুভাশুভ আপনার উপর নির্ভর করছে। আমি যা বলবো আপনাকে নির্ব্বাক্‌ভাবে তাই করতে হবে। আপনাদের ভাবী কল্যাণ এরই উপর প্রতিষ্ঠিত।" বাক্যব্যয় করা বৃথা ভাবিয়া আমি আসনের উপর উপবিষ্ট হইলাম, তখনও আমার মাথা ঘুরিতেছিল। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। আমি কলের পুতুলের মত সেই ব্যক্তির আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া চলিলাম। ক্ষণকাল

পরে কতিপয় বাহক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা এক রমণীকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে উপবেশন করাইয়া দিল। রমণী অবগুণ্ঠিতা। বহুমূল্যের বেনারসী বস্ত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। বাহির হইতে যতটা বুঝা যাইতেছিল তাহাতে এ রমণী যে লখিয়াই হইবে এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই রহিল না। আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল—বুঝিলাম এ আমার বিবাহ সভা। এতদিন পরে লখিয়াকে ধর্ম্মসঙ্গিণী রূপে পাইব এই আশায় আমার হৃদয় বিপুল পুলকে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমার নিকটে যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট ছিলেন, বুঝিলাম তিনি এই কার্য্যের পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। ক্ষণ কাল মধ্যেই তিনি আমায় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন—আমিও পড়িতে লাগিলাম। বিধিমতে আমাদের বিবাহ কার্য্য, সমাধা হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল, দেখিলাম লখিয়ার নয়নের পল্লব পড়িতেছে না। অল্পক্ষণ মধ্যে তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখা হইল না। তারপর প্রথামত সন্নিহিত প্রকোষ্ঠে আমার যাইবার আদেশ হইল—সে প্রকোষ্ঠ খানি আমার বাসর ভাবে নিরূপিত হইল। লখিয়া এক সুকোমল শয্যায় শায়িত। তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্য বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া

আমারে নয়নে উদ্ভাসিত হইতেছিল। সেই প্রকোষ্ঠে আরও দুইজন রমণী সেই শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমায় লখিয়ার পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া আমার সহিত নানারূপ আমোদ কৌতুক করিবার অবসর লইলেন, কিন্তু নানারূপ দুশ্চিন্তায় আমার মন কাতর ছিল বলিয়া আমি তাঁহাদের সহিত কোন রূপ আমোদে যোগদান করিতে পারিলাম না। তাঁহারা বিরক্তির ভাব দেখাইয়া চলিয়া গেলে, আমি লখিয়ার কমনীয় কান্তি নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। লখিয়া স্থির এবং নিস্পন্দ,—ভাবিলাম দিবসের পরিশ্রমে নিদ্রিতা। মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলাম, যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলাম লখিয়ার দৃষ্টি স্থির ও নিষ্প্রভ, মুখ বিবর্ণ। তাহার শিরীষ কোমল হস্ত দুখানি অনুভব করিয়া দেখিলাম তাহা শীতল ও কঠিন, বুকের স্পন্দন নাই। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "লখিয়া"—বার বার ডাকিলাম—কোন সাড়া নাই, কোন শব্দ নাই। লখিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে—তাহার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়াছে। প্রকৃাত গম্ভীরা, নিস্তব্ধ রজনী। সেই কঠিন হর্ম্ম্যতলে আমি—ও আমারই সম্মুখে আমার প্রাণ-তোষিণী লখিয়ার

শব। বিদায়ের শেষ চুম্বন তাহার অধরে অঙ্কিত করিয়া দিলাম। জীবনের যথাসর্ব্বস্ব লখিয়ার সঙ্গে বিদায় দিয়া আমি শূন্য মনে একা সেই কক্ষে বসিয়া রহিলাম।

ক্ষণকাল পরে সেই পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লখিয়ার নাড়ী অনুভব করিয়া দেখিল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সব শেষ হ'য়ে গেছে দেবেনবাবু, আমরা যদি একটু আগে আস্‌তে পারতাম তা হ'লে এমনটা আর ঘট্‌ত না। আপনি বাগ্‌বিতণ্ডায় অতটা সময় যদি কাটিয়ে না দিতেন, তা হলে লখিয়াকে আমরা বাঁচাতে পারতাম্‌।" আমার হৃদয় তখন গভীর দুঃখে অবসন্ন। আমি পূর্ণ বিরক্তির স্বরে বলিলাম—"আপনাদের আচরণে আমার দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আপনারা চক্রান্ত করে লখিয়ার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তার সঙ্গে আমায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। ইহার যথাযথ কারণ আমায় না বল্‌লে আমি পুলিশে খবর দেব।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমি আপনাকে কোনরূপ জবাব দিতে পার্‌ব না। তা ছাড়া আপনি এখানে আসবার পূর্ব্বে শপথ করেছেন যে, এখানে যা কিছু দেখ্‌বেন কিছুই প্রকাশ করবেন না।"

আমি বলিলাম, "আমি লখিয়ার কল্যাণের জন্যই এরূপ শপথ করে ছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি লখিয়াকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং ইহার মূলে আপনি আছেন, ইহা আমার বেশ বিশ্বাস হচ্ছে।"

সে ব্যক্তি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "প্রকৃত ঘটনা যখন জানতে পার্‌বেন, তখন আমায় আর সন্দেহ কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনি স্থির জানবেন দেবেনবাবু, এ বিষয়ে আপনি হস্তক্ষেপ কর্‌তে গেলে আপনার বিপদ হবে। আপনি যে লখিয়াকে হত্যা করেননি তারই বা প্রমাণ কি?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলাম। বুঝিলাম ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ দুর্বৃত্তগণের কবলের মধ্যে। আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া চাপিয়া গেলাম, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে দুর্বৃত্তদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে লখিয়ার মৃত্যু সংক্রান্ত রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিব। এইরূপ আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনা গেল। ক্রমে সেই শব্দ জোর হইতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "দরজা খোল, আমরা পুলিশ কর্মচারী। আইন মত আমরা ভিতরে প্রবেশ

করব।" এই কথাগুলিতে সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। ভিতরে যে সমস্ত স্ত্রীলোক ছিল তাহাদের মধ্যে একজন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "ঐরে তারা এসেছে।"

আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, "আরে চুপ, আমরা এখনও পলাতে পারি।" এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে কড় কড় শব্দে বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ক্ষণকাল পরেই তিনজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমাদের সামনে আসিয়া পড়িল। তন্মধ্যে একজন আগুয়ান হইয়া অপর দুইজনকে আদেশ করিল, "ঐ রমণীকে বন্দী কর।"

লখিয়ার মুখ তখন অনাবৃত ছিল এবং বুঝিলাম এ আদেশ লখিয়ার উপরই হইল। তখন আমার পথ প্রদর্শক সম্মুখে আসিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "মহাশয় যাকে বন্দী করবার জন্য ওয়ারেণ্ট এনেছেন—মানুষের ন্যায়দণ্ডের আধিপত্য আর তা'র উপর নাই—ঠিক করে দেখুন, উনি আর জীবিত নাই।"

"জীবিত নাই—অসম্ভব।" এইরূপ বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর সাহেব অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লখিয়ার মুখ পরীক্ষা করিয়া লইল, তারপর লখিয়ার প্রাণ নাই, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া হস্তস্থিত ওয়ারেণ্ট ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং মৃত

ব্যক্তির উপর আমাদের ওয়ারেণ্ট জারি হইতে পারে না, এইরূপ বলিয়া অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। লখিয়ার উপর ওয়ারেণ্ট, তবে কি লখিয়া কোন গুরুতর দণ্ডের আশঙ্কায় বিষ খাইয়াছে! আমি ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না—কৌতূহল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। সেখানে আর এক দণ্ডও অপেক্ষা করিতে মন সরিল না। আমি সে ব্যক্তির নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে বলিল, "মহাশয় আপনি যেরূপ ভাবে এখানে আনীত হয়েছেন, সেইরূপ ভাবেই আপনাকে আপনার পূর্ব্বস্থানে ফিরে যেতে হ'বে। বাধা দিবার প্রয়াস ব্যর্থ হ'বে জান্‌বেন।" আমার চক্ষুদ্বয় আবার রুমালে বাঁধা হইল। সেই গাড়ীতেই আমি গোলঘরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলাম। তখন সে ব্যক্তি আমায় গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, "মহাশয়, লখিয়ার মৃত্যুতে আপনি যতটা দুঃখিত—আমাকেও ততোধিক দুঃখিত জান্‌বেন, অবস্থার বশে আপনাকে কোন কথাই প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পার্‌লাম না—লখিয়ার জীবন রহস্যময়। যদি এ বিষয়ের কোন কূল কিনারা পাই, তাহ'লে আপনাকে যথা সময়ে সমস্ত জানাব। আপনার বাসার নম্বর ও ঠিকানা, আমার জানা আছে। কাঞ্চনলাল নাম সাক্ষরিত কোন পত্র আপনার

ঠিকানায় গেলে জানবেন সে আমার পত্র। পত্রের নির্দ্দেশ মত কাজ করে যাবেন, তা'হলে লখিয়ার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে আমরা শীঘ্রই সক্ষম হব।" তারপর কাঞ্চনলাল গাড়ী হাঁকাইবার আদেশ দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। অচিরে গাড়ীখানি অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার মনে কৌতূহল জন্মিল, গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাঞ্চনলালের বাসা অলক্ষ্যে দেখিয়া আসিব। কিন্তু কাঞ্চনলাল গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে বুঝিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম। যখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম তখন সকাল হইয়াছে। স্নানাহার শেষ করিয়া গত রাত্রের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য একটু ঘুমাইয়া লইলাম। অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলাম। লখিয়ার স্মৃতি আমায় বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল, লখিয়ার অভাবে আমার জীবন শূন্য ও ভারবহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে দুর্বৃত্তগণ লখিয়াকে হত্যা করিয়াছে তাহাদের উপর প্রতিশোধ না লইলে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে না। যতদিন না কিছু উপায় করিতে পারি ততদিন রঘুজীকে লইয়া পাটনাতেই থাকিব এইরূপ মনস্থ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

৪)

তারপর প্রায় ছয়মাস গত হইয়া গিয়াছে। কাঞ্চনলালের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই—লখিয়ার মৃত্যুসংক্রান্ত রহস্যের কোন তথ্যই অবিষ্কার করিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে যোগেশ একদিন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রঘুজীর মুখে শুনিয়াছি, যোগেশ নাকি পাটনায় বাসা লইয়া কিছুদিন যাবৎ আছে। আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া ২।৩ দিন ফিরিয়া গিয়াছে। আজ বৈকালে যোগেশের আসিবার কথা। আমি তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—এমন সময় রঘুজী আসিয়া সংবাদ দিল যে, যোগেশ আসিয়াছে। আমি যোগেশকে উপরে আনাইয়া আমার পার্শ্বে এক কেদারায় উপবেশন করাইলাম। অনেক দিন পরে যোগেশকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। প্রথম অভ্যর্থনার পর যোগেশের হঠাৎ পাটনা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় যোগেশ বলিল, "ভাল দেবেন, দেশ শুদ্ধ লোক জানে পাটনায় আমার শ্বশুর বাড়ী, তুমি এ সামান্য সংবাদটাও রাখ না। আচ্ছা, তুমি হ'লে কি। দেশে যাওয়া আসাটা ত বন্ধ করে দিলে, বন্ধু বান্ধবের কোন খবরও

রাখ না, বলি ব্যাপারটা কি হে? একটু ভেঙ্গে চুরে বল্লে ভাল হয় না?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "দেখ যোগেশ; আমার দেশে যেতে আর ইচ্ছে নেই—কোন্ সাধে যাই বল—আমার কে বা আছে। যাক্ সে কথা, এখন তোমার বিয়ে হ'লো কবে, গিন্নী কেমন হ'লো, কিছুই ত জানালে না।"

যোগেশ বলিল, "আরে, আজ তোমাকে আমার শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যাব বলেইত এসেছি, এত দিন তোমার বাসার সন্ধান পেলে ত তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। দেশে তোমার সন্ধান নিয়ে নিবারণের মুখে শুনেছিলাম যে তুমি পাটনায় আছ। তোমার বাড়ীর ঠিকানা ত জানতাম না। সেদিন রঘুজীর সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছিল, তার মুখেই সন্ধান পেয়ে এখানে দুদিন এসে ফিরে গিয়েছি। আজ ভাগ্যি ভাল যে দেখা পেলাম। যাক্ সে কথা, আজ এখনই আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে যে! গিন্নী তোমায় দেখবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছেন। তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমি যোগেশের শ্বশুর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সন্ধ্যার পরই রওনা হইলাম।

আমার বাসা হইতে উহা ১৫ পনর মিনিটের পথ। গঙ্গাতীরে এক খানি বৃহৎ দ্বিতল গৃহ যোগেশের শ্বশুর বাড়ী। বাড়ীখানি নানারূপ আসবাব পত্রে সুসজ্জিত। যোগেশ আমায় একবারে দ্বিতলস্থিত একটী কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। বুঝিলাম সেটি যোগেশের শয়ন কক্ষ। নানাবর্ণের চিত্র, বহুমূল্য কারুকার্য্যে কক্ষটি বড় সুন্দর ও পরিপাটি। আমায় সেই কক্ষে বসাইয়া যোগেশ কার্য্য ব্যপদেশে অন্য কক্ষে গেল। আমি তন্ময় হইয়া কক্ষস্থিত চিত্রাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরেই একখানি ফটোগ্রাফের উপর আমার চোখ পড়ায় যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! এ যে লখিয়ার ছবি। এও কি সম্ভব!—আমি বার বার নিরীক্ষণ করিলাম—দেখিলাম সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল। আমার পূর্ব্ব স্মৃতি ধীরে ধীরে মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। যোগেশের কক্ষে এ চিত্রের সমাবেশ কিরূপে সম্ভবে! নিশ্চয়ই লখিয়া যোগেশের পরিচিতা এবং সম্ভবতঃ নিকট আত্মীয়া, নতুবা যোগেশ এ চিত্র কোথা হইতে পাইবে! এইরূপ চিন্তায় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে যোগেশ কক্ষে প্রবেশ করিল, সঙ্গে এক

অলোকসুন্দরী যুবতী; নিঃসঙ্কোচে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে আমায় সম্বোধন করিয়া বলিল "দেবেন-বাবু, আমার ধৃষ্টতা মাপ হয়। অনেক দিন হ'তে আপনার নাম শুনে আস্‌ছি। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল। যাহোক আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আজ দয়া করে আমাদের কুটীরে এসেছেন।" যুবতীর এরূপ নিঃসঙ্কোচ আলাপে বুঝিলাম যোগেশেরই সহধর্ম্মিণী, যোগেশ শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাকে আমার সহিত এরূপ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত করাইয়াছে—বিশেষতঃ আমি যোগেশের বাল্যবন্ধু বলিয়া তাহার এরূপ আচরণে ততটা আশ্চর্য্য হইলাম না। তবুও একটু অপ্রতিভ হইলাম। ত্রস্তভাব সংবরণ করিয়া উত্তর দিলাম "আমারই সৌভাগ্য যে যোগেশের গৃহিণীকে স্বচক্ষে দেখ্‌লাম।" ইহাতে রমণী বলিল, "আমাকে আপনার আত্মীয়া ব'লেই জানবেন। আপনি পাটনায় আছেন, অন্যত্র বাসা করে থাকা আর আপনার ভাল দেখায় না। অপনি এইখানেই থাকুন এই আমাদের অনুরোধ। এই কথাটা বল্‌বার জন্যই উনি আরও দুদিন আপনার বাসায় গিয়ে আপনার দেখা পান্‌নি।" যোগেশের শ্বশুর বাড়ীতে থাকাটা ভাল বোধ হইল না। তাছাড়া এখানে থাকিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির

পথে অনেক বাধা পড়িতে পারে এই আশঙ্কায় আমি বৃথা ওজর দেখাইয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলাম। যোগেশের স্ত্রী তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু আমার অন্য উপায় ছিল না, কাজেই নিষ্ঠুরভাবে যোগেশের স্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম্ভালাপের পর যোগেশের স্ত্রী অন্যকক্ষে চলিয়া গেলে আমি যোগেশের সহিত কথা প্রসঙ্গে লখিয়ার সেই ফটোগ্রাফের কথাও পাড়িলাম। যোগেশ জানাইল যে, সে ফটোগ্রাফখানি মৃণাল (যোগেশের স্ত্রীর নাম মৃণালিনী) প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে এক ফটোগ্রাফারের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল এবং আরও বহু প্রশ্নের পর জানিলাম যে, লখিয়া যোগেশ কিম্বা মৃণালের আত্মীয়া নয় এবং লখিয়ার ইতিবৃত্ত তাহাদের কাহারও বিদিত নাই। অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় সে রাত্রে আহারের পর যোগেশের বাড়ীতেই শয়ন করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে সেই ফটোগ্রাফের দোকানের ঠিকানা লইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একখানি দোকানে লখিয়ার আর একখানি চিত্র দেখিলাম, তাহাতে আরও স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম লখিয়ার পার্শ্বে এক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক এক যুবকের চিত্র—লখিয়ার সহিত একই ফটোগ্রাফে গ্রথিত।

এ আবার কি ! এ যুবক কে ! তবে লখিয়া কি আমায় প্রতারণা করিয়াছে। যাহার জন্য জীবনের সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, তাহার এ কি কাণ্ড ! মর্ম্মবেদনায় আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। ফটোগ্রাফারকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে সে ফটোগ্রাফ আজ হইতে তিন মাসের মধ্যে তোলা হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে। লখিয়া ছয় মাস পূর্ব্বে গতাসু হইয়াছে। একি প্রহেলিকা ! যাহা হউক, আমি যথাযথ মুল্য দিয়া ফটোগ্রাফখানি কিনিয়া লইলাম, কৌতূহল পরবশ হইয়া আরও অন্য দোকানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এইরূপে লখিয়ার আরও একখানি ফটোগ্রাফ পাইলাম—মৃণালের বাড়ীতে যেখানি দেখিয়াছিলাম, এখানি তাহারই অনুরূপ। তবে একটু প্রভেদও আছে—ফটোগ্রাফখানির তলদেশে স্ত্রীহস্তাক্ষরে লেখা আছে, "অনুসন্ধান করিলেই সব বুঝিবে।" এ আদেশ কাহার উপর কিছুই স্পষ্ট করিয়া বুঝিলাম না। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে এক প্রেরণা অনুভব করিলাম—যেন সংসারের পরপার হইতে লখিয়া স্থির নেত্রে আমার পানে চাহিয়া আছে—এবং আমায় কেবলই বলিতেছে, "দেবেন্দ্র, তুমি তোমার ধর্ম্ম পত্নীর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন কর এবং হত্যাকারীদের উপযুক্ত দণ্ড দাও।" উৎসাহে আমার বুক

ভরিয়া গেল। আমি দুইখানি ফটোগ্রাফই বক্ষে চাপিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মানসিক চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, চিন্তার বিরাম নাই। যোগেশের বাড়ীতে লখিয়ার চিত্র, অথচ যোগেশ কিম্বা মৃণাল লখিয়ার বিষয় কিছুই জানে না। তবে লখিয়ার চিত্র এত যত্নে তাহাদের শয়ন কক্ষে রক্ষিত কেন? যোগেশ আমার বাল্যবন্ধু, তাহার উপর সন্দেহ করা উচিত নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে যোগেশকে একবারে নির্দ্দোষ ভাবিতে পারিলাম না, অন্ততঃ যোগেশ ও মৃণাল উভয়েই লখিয়ার বিষয়ে কোন সন্ধান রাখে ইহা নিঃসন্দেহ। কেবলমাত্র ফটোগ্রাফখানির সৌন্দর্য্য বা সৌষ্ঠবের খাতিরে এত যত্নে গৃহে স্থান দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। তারপর আবার দুইখানি ফটোগ্রাফ যে যে দোকানে পাইলাম সেই সেই দোকানদারও লখিয়ার বা লখিয়ার পার্শ্বে চিত্রিত সেই যুবকের কোন সন্ধানই রাখে না—কি অবস্থায় সে ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল তাহারও কোন আভাস দিতে পারিল না—কেবলমাত্র এইটুকু তারা স্মরণ রাখিয়াছে যে উক্ত ফটোগ্রাফগুলি তিন মাসের মধ্যে তোলা হইয়াছে অথচ লখিয়ার প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। সে দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তবে কি আমার ভ্রম হইল। এ ফটোগ্রাফগুলি কি তবে লখিয়ার নয়! আমি

সেগুলি আবার নিরীক্ষণ করিলাম—দেখিলাম অবিকল লখিয়ার চিত্র! এ কি রহস্য! আমি অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে আসিয়া পড়িলাম! তবুও হাল ছাড়িয়া দিলাম না, যতই হতাশ হইতে লাগিলাম, ততই আমার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে মনে হইয়াছিল পুলিশের সাহায্য লইব কিন্তু তাহা হইলে পাছে দুর্বৃত্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এই আশঙ্কায় তাহা করিলাম না। একটু বিশেষ উদ্যোগী হইলে ঐ ফটোগ্রাফের ব্যাপার হইতেই অনেক সন্ধান পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে বা এ বিষয়ে আমার কোন স্বার্থ আছে এরূপ ভাব দেখাইলে পাছে সব পণ্ড হইয়া যায়, সেইজন্য নিজে এ বিষয়ে উদাসীনের ভাব দেখাইয়া যতটা পারি লোকজনের সহিত মিশিতে লাগিলাম।

———

(৫)

এইরূপ ভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে যোগেশের বাড়ী ঘন ঘন যাতায়াতে মৃণালের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। মৃণালের আত্মীয় বা অনাত্মীয় বলিতে কেহ নাই। তবে মৃণালের এক ভগিনীকে মৃণালের বাড়ীতে প্রায়ই দেখিয়াছি। পাটনাতেই কোন এক বুনিয়াদী বংশে তাহার বিবাহ হইয়াছে। মৃণালের অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় মৃণালের ভগিনী মৃণালের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া ঘর সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যায়। মৃণালও মাঝে মাঝে দিদির বাড়ীতে গিয়া থাকে। মৃণালের দিদির নাম মনোরমা, বয়স ২৫।২৬ হইবে। মনোরমার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছি, সে বড় অমায়িক, মনের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ আমার সহিত ব্যবহারে যেরূপ আত্মীয়তা দেখাইয়াছে, তাহাতে মনোরমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে। ছোট ভগিনী মৃণালের উপরও মনোরমার অগাধ স্নেহ। পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার অধিকার মৃণালকে দান পত্র করিয়া দিয়াছে। আমি

যোগেশের সহিত মনোরমার বাড়ীতে কয়েকবার গিয়াছি, সে এক বৃহৎ অট্টালিকা। দাস দাসী, গাড়ী ঘোড়া মূল্যবান্ আসবাব পত্রে মনোরমার বাড়ী রাজা-ওমরার বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়।

আজ দোল। মনোরমার বাড়ীতে বিশেষ ধুমধাম। যোগেশ ও মৃণাল পূর্ব্ব দিন হইতেই সেখানে গিয়াছে, আমারও আজ সন্ধ্যায় সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ নিমন্ত্রণ আছে। না যাইলে মনোরমা বিশেষ দুঃখিত হইবে, সেই কারণে মনটা তত ভাল না থাকিলেও যাইতে বাধ্য হইলাম। মনোরমার স্বামী রাজনারায়ণ বাবু। মনোরমার বয়সের তুলনায় তাঁহার বয়স একটু বেশীই বলিয়া বোধ হয়। দেখিতে একটু গম্ভীর প্রকৃতি, আজ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বৈঠকখানায় সমাসীন আছেন। পুরাদস্তুর আথরা বসিয়াছে, রাজনারায়ণ বাবু মুরুব্বিয়ানা ভাবে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে ধুম উদ্গীরণ করিতেছেন। সেই সভায় সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইলাম। রাজনারায়ণবাবু সসম্ভ্রমে আমায় উপবেশন করাইলেন। আমি উপবিষ্ট হইলাম, এক মনে বৈঠকী গান শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে সভাস্থ ভদ্রলোকগুলির দিকে এক একবার অপাঙ্গে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতীত হইলে পর রাজনারায়ণবাবুর পার্শ্বস্থিত এক ব্যক্তির উপর হঠাৎ আমার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় চমকিয়া উঠিলাম। এতদূর বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আমার জ্ঞান লোপ হইবার উপক্রম হইল। কোন ক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। রুমালে চক্ষু মুছিয়া লইয়া বেশ করিয়া দেখিলাম। এত ভ্রম নয়,—মায়াও নয়! এযে লখিয়ার পার্শ্বস্থিত একই ফটোগ্রাফে গ্রথিত সেই পঞ্চবিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক যুবকের বাস্তব মূর্ত্তি স্পষ্ট আমার নয়নে প্রকাশিত। তাহার আকৃতি দীর্ঘ, শরীর বলিষ্ঠ ও সুন্দর, যৌবনের স্ফুর্ত্তি নয়নে বিরাজমান। গান, বাজনা উদ্দামস্রোতে চলিতে লাগিল, কিন্তু আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া যুবকের ভাবভঙ্গী মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় গীত বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। সমবেত সকলেই আহারাদি করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিল। রাজ-নারায়ণবাবু অসুস্থতার ভাব দেখাইয়া নিজ শয়ন কক্ষে বিশ্রামের নিমিত্ত গমন করিলেন। মনোরমা ক্ষণকাল পরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখেন বাবু, রাত একটু বেশী হয়ে গেছে। আজ

বাসায় ফিরে যাবার আশা ছেড়ে দিন। আহারাদির পর এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন। তারপর সেই যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মনোরমা আবার বলিল, "দেবেনবাবু, আমাদের হিতেনকে বোধ হয় কখনও দেখেন নি। হিতেন বড় ভালছেলে ও আমার ছেলেবেলার সঙ্গী। আমাদের বাড়ী ও প্রায়ই আসে এবং এখানেই থাকৃতে ও বেশ ভালবাসে। ওর সঙ্গে আলাপ করুন বেশ সুখ পাবেন।" আলাপ করা দূরে থাকুক আমার আপাদমস্তক জ্বলিতেছিল—তবুও মৌখিক দুই একটা ছেঁদো কথা না বলা ভাল দেখায় না বলিয়া বলিলাম—"বেশ, বেশ, তা হিতেনবাবু থাকেন কোথা? ওঁকে দেখে বড় সুখী হলাম।" মনোরমা সে কথা উড়াইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"আচ্ছা দেবেনবাবু! আমাদের হিতেন কেমন আমুদে আপনাকে কিন্তু কখনও হাস্‌তে দেখলাম না।"

হিতেন বাধা দিয়া বলিল, "আমি এখানে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই বেশ সুখে থাকি মনোরমা, এখান থেকে গেলে আমি কিন্তু মোটেই সুখ পাই না।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "অতীতের সুখ স্মৃতি দুঃখ ডেকে আনে।"

মনোরমা গম্ভীর ভাবে বলিল, "বয়সের সঙ্গে অতীতের

কথা, আর কিছুই মনে থাকে না। তখন মানুষ অতীতের সকল চিন্তা ভুলে ভবিষ্যতের কথাই ভাবে।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "অতীত যদি মন হতে মুছে না যায়?"

কথাগুলিতে মনোরমার ভাবান্তর হইল। হিতেনও আমার দিকে একবার চকিতে চাহিয়া লইল। আমি কাহাকেও কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া আবার বলিলাম, "আমি কিন্তু অতীতকে একবারে বাদ দিতে পারি নি। প্রত্যেকের জীবনে এমন কত ঘটনা ঘটে যা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হয়ে যায়। হাজার চেষ্টা ক'রলেও সে সব মন থেকে সরিয়ে ফেলা যায় না। এমন কি সেগুলো পীড়াদায়ক হ'লেও তাঁদের চিন্তা কেমন আঁকড়ে 'রে থাকতে ইচ্ছে হয়।"

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাউকে ভালবেসে আশা পূর্ণ না হ'লে এমন হয় বটে। আমাদের হিতেন কিন্তু কখনও কাউকে ভালবাসেনি বোধ হয়। কি ব'ল হিতেন?"

হিতেন গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "না, কখনও না।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "কেবল একজনকে ছাড়া।"

হিতেন বিষণ্ণভাবে বলিল, "তোমার কথা বলছ মনোরমা!"

ক্রোধের ভাব দেখাইয়া মনোরমা বলিল, "সে কি কথা হিতেন! তুমি না বুঝে কথা বলো না। আমার মনে হয় একজনকে তুমি ভালবেসেছিলে যে তোমার চক্ষে স্বর্গের—

হিতেন বাধা দিয়া স্বাভাবিক স্বরে উত্তর করিল—"তুমি ঠিক বলেছ মনোরমা, এমন একজন রমণী ছিল"—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে হিতেনের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

একজন রমণী! কে সে রমণী! এ যে আমারই লখিয়া—সে যে আমার স্বর্গের রাণী—তাহার জন্যই এ বিষাদ ভার বহন করিয়া বেড়াইতেছি—আর আমার লখিয়া দ্বিচারিণী! এ যে লখিয়ার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। না, না কখনই সম্ভব নয়। ইহারা ষড়যন্ত্রকারীদের দলের লোক হওয়াই সম্ভব। আমাকে তাহাদের কথাবার্তার দ্বারা ভুল পথে লইয়া যাইতেছে এইরূপ আমার সন্দেহ হইল। হায় মনোরমা! তুমি সুন্দরী হইলে কি হয়—তুমি কালভুজঙ্গিনী! জানি না মর্ম্মের মাঝে কি বিষের ছুরি তুমি বহন করিতেছ!

রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় সে রাত্রে মনোরমার বাড়ীতেই আহারাদির পর দ্বিতলস্থিত এক কক্ষে শয়ন করিলাম, হিতেনও সেই কক্ষে অপর এক শয্যায়

শয়ন করিল। হিতেন ক্ষণকাল পরেই গাঢ় নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। মনোরমার প্রাসাদ নিস্তব্ধ, প্রকৃতি শান্তির ক্রোড়ে শায়িতা, আমার তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। হঠাৎ আমার কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ ছিল—কি আশ্চর্য্য, নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। কোন শব্দ হয় নাই—কিন্তু দ্বার খুলিতেই তীব্র আলো আমার চক্ষে লাগায় আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। পলকের মধ্যে দেখিলাম হিতেন সেইরূপই নিদ্রিত। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। যেরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে আত্মরক্ষার জন্য একটি পিস্তল প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি প্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। আরও ১৫ মিনিট অতীত হইল। বারান্দার উপর আমার কক্ষের সম্মুখে ৩।৪ জন লোক অস্ফুট শব্দে কি কানাকানি করিতে লাগিল। তন্মধ্যে দেখি রাজনারায়ণবাবু উপস্থিত আছেন। তাহাদের কথাবার্ত্তা আমার কাণে যতটা পৌঁছিল তাহাতে বুঝিলাম হিতেনকে হত্যা করিবার মন্ত্রণা হইতেছে। এ সময় মনোরমা যে কোথায় কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন বলিতেছে, "না, তা কখনই

হ'তে পারে না।" আর একজন প্রতিবাদ করিতেছে, "নাহে ভাল বুঝছ না, রোগের জের রাখা ভাল নয়।" এইরূপ বচসা হইতেছে এমন সময় একজন গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমরা সব সরে যাও, আমি একাই শেষ কর্‌ছি। এ রকম ক'রে জটলা পাকালে লোক জানাজানি হ'য়ে যাবে।" একজন বাধা দিয়া বলিল, "আমি তা' কখনই হতে দেব না।"

এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় আরও কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের কক্ষের সম্মুখ দিয়া আবার অন্যদিকে সরিয়া গেল। আমি এবারে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এযে কাঞ্চনলাল! দলের মধ্যে আবার যোগেশ! হায় ভগবান্! সংসারে আর কাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকি।

আমি আর্ত্তস্বরে, চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই চীৎকারে ষড়যন্ত্রকারীরা কে কোথায় মিশিয়া গেল জানি না। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, মনোরমা ও রাজনারায়ণবাবু আমার শিয়রে দণ্ডায়মান। মনোরমা বলিল, "দেবেনবাবু, দুঃস্বপ্ন দেখেছেন বুঝি!"

আমি উত্তর ক'রলাম, "দুঃস্বপ্ন নয় মনোরমা, এ দিবা স্বপ্ন। তারপর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম। কক্ষের দরজা, জানা

খুলিয়া দিতে ভোরের বাতাস ঝুর্ ঝুর্ করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ছিতেন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত। তাহার প্রশান্ত মুখে পাপের কোন ছায়াই অঙ্কিত ছিল না। প্রভাত না হইতেই মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

(৬)

অতীতের বিষাদ স্মৃতি মানবকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। শিশু বর্ত্তমান হাসি খেলার মধ্য দিয়া চলিয়া যায় বলিয়া তাহার জীবন সদাই মধুময়। অতীতের সুখ, দুঃখ তাহার মনের উপর কোন দাগই রাখিয়া যায় না। হায়! শিশুর মত যদি সব ভুলিয়া যাইতাম তাহা হইলে কত সুখী হইতে পারিতাম। ঐশ্বর্য্য বল, সম্পদ বল, আমার ত কিছুরই অভাব ছিল না—কেবল একের অভাবে আমার সবই গরল হইয়া গেল! হায় অদৃষ্ট! নিয়তির বশে, কোথায় চলিয়াছি কিছুই জানি না। এইরূপে আরও কিছুদিন গত হইল। সেই ঘটনার পর হইতে যোগে-শের বাড়ী আর যাই নাই। যোগেশের উপর আমি যে সন্দেহ করিয়াছি, তাহার বিন্দুবিসর্গ কাহাকেও জানিতে দিই নাই; কেন না তাহাতে আমার উদ্দেশ্যের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে। অনেকদিন যাই নাই বলিয়া পাছে যোগেশের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় এই অশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাকালে যোগেশের বাড়ীতে গেলাম। কয়েকবার যোগেশের বাড়ী যাতায়াতে মৃণালের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গিয়াছে

যে, আর পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়াও আমার যোগেশের শয়ন-কক্ষে যাইতে দ্বিধা বোধ হয় না; আমি আজ তাহাই করিলাম। দেখিলাম যোগেশ পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছে, মৃণাল পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে করিতে কত কথাই কহিতেছে। আমায় দেখিয়া মৃণাল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, আমায় সেই পালঙ্কের উপর বসাইয়া নীচে আসনের উপর উপবিষ্টা হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি কৌতূহল বশতঃ হঠাৎ যোগেশকে প্রশ্ন করিলাম,—"আচ্ছা যোগেশ! সেদিন মনোরমার বাড়ীতে ছিতেন ব'লে যে ছোকরাটীকে দেখলাম, সে কে তুমি জান কি?"

যোগেশ বলিল, "এবিষয়ে মৃণালকে জিজ্ঞাসা কর।"

আমি উৎসুক নেত্রে মৃণালের মুখের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার চিহ্ন ব্যতীত কিছুই দেখিলাম না। মৃণাল বলিল, "আমি তার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানি যে সে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। দিদি তার সম্বন্ধে আমায় অন্য কিছু জানায় নাই।" বুঝিলাম ইহারা উভয়েই আমার নিকট হইতে মনোভাব গোপন করিতে চায়। আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলে পাছে আমার স্বার্থ প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় চাপিয়া গেলাম। তারপর আবার অন্য কথা চলিতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে

বুঝিলাম যোগেশ ২।১ দিনের মধ্যে স্থানান্তরে যাইবে, কিন্তু কোথায় যাইবে নিজমুখে না বলায় আমি গায়েপড়া হইয়া সেকথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। মৃণাল সে কয়দিন মনোরমার বাড়ীতে থাকিবে এই সংবাদ লইয়া আমি সে রাত্রে গৃহে ফিরিলাম। তিনদিন পরে সংবাদ পাইলাম যে যোগেশ আজ বাড়ীঘর দ্বার বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যোগেশের অনুপস্থিতিতে আমার মনে এক পাপ কল্পনা স্থান পাইল। আজ রাত্রেই গোপনে যোগেশের বাড়ী তল্লাস করিয়া যদি কিছু রহস্য ভেদ করিতে পারি, এই আশায় রাত্রি ১১টার পর সমস্ত নগরী সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন হইলে, আমি চুপে চুপে যোগেশের বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখি ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ, অথচ যোগেশের শয়ন কক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম অন্ধকার। যোগেশের স্বভাব সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া রাখা। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হ'ইল। আমি নিঃশব্দে বাহিরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলাম। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিবার পরও যখন কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না, তখন পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া নিম্ন তলার প্রবেশ দ্বারে এক একটি করিয়া

চাবি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। ২।৩টি চাবি পরীক্ষা করিবার পর তালা খুলিয়া গেল। সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, গৃহ-প্রাঙ্গণে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তারপর আবার এক তলার প্রবেশমুখে তালা বন্ধ। রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। কোন ক্রমে শক্তি সঞ্চার করিয়া একতলার দালানে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকারে অনুভূতির সাহায্যে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দ্বিতলের প্রবেশ মুখে হঠাৎ কোন বৃহদাকার পদার্থে পদস্খলন হওয়াতে উপুড় হইয়া সেই পদার্থের উপরই পড়িয়া গেলাম। স্পর্শের দ্বারা বুঝিলাম মনুষ্য দেহ। পরমুহূর্ত্তে উঠিয়া যখন বুঝিলাম আমার হস্তদ্বয়ে চট্‌চটে কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে, তখন আমার অজ্ঞাতে ভীতিসূচক এক চীৎকার ধ্বনি আমার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইল। আমি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "যোগেশ, যোগেশ, কথা কও, কথা কও।" কিন্তু কোন সাড়া পাইলাম না দেখিয়া যোগেশের শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিলাম। দেখিলাম কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত, ভিতরে একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলো হস্তে লইয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া যে দৃশ্য দেখি-

লাম তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। এত যোগেশ নয়! এযে হিতেনের রক্তাক্ত কলেবর মাটির উপর পড়িয়া আছে! তাহার বুকের মধ্য দিয়া গুলি চলিয়া যাইবার লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মাটির উপর ল্যাম্প নামাইয়া রাখিলাম। হিতেনের সার্টের ভিতর দক্ষিন হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া বুকে হাত দিয়া দেখিলাম, বুকের কোন স্পন্দন নাই, তাহার হস্ততালু শীতল--বুঝিলাম দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বিনির্গত হইয়াছে। মৃতব্যক্তির অঙ্গ-আচ্ছাদন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া বুঝিলাম, হত্যাকারী তাহার পকেট অনুসন্ধান করিয়াছে এবং অদূরে একটি পিস্তল দেখিয়া চিনিলাম যে তাহা যোগেশেরই পিস্তল। আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পুনরায় ল্যাম্পটি উঠাইয়া লইলাম। এ অবস্থায় কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া প্রথমে মনে হইল চীৎকার করিয়া লোক ডাকি। কিন্তু তাহাতে যোগেশের সম্পূর্ণ বিপদ আছে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তত্রাচ আনুসঙ্গিক প্রমাণ যাহা পাইলাম তাহাতে হত্যাকারী কে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রহিল না। কেন না পূর্ব্বরাত্রে যোগেশের সহিত বাক্যালাপে বুঝিয়াছিলাম যে হিতেনের বিরুদ্ধে যোগেশের মনে দারুণ বিদ্বেষের ভাব আছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমি যোগেশের শয়নকক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিলাম। তথায় দেখিলাম যোগেশের টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজ পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন গৃহমধ্যে পোড়া কাগজের গন্ধ পাইলাম। বুঝিলাম। হত্যাকারী পলায়নের পূর্ব্বে কতক কাগজ পত্র পোড়াইয়া গিয়াছে। ড্রয়ার পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম সেগুলি যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গা হইয়াছে। হত্যা সম্বন্ধে যাবতীয় প্রমাণ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও যোগেশ তাহার নিজের চাবি ব্যবহার করে নাই কেন? হয়ত সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য এইরূপ করিয়া থাকিবে। যে সমস্ত কাগজ ভস্মসাৎ হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছিল। কাগজের শেষ অংশগুলি ল্যাম্পের নিকট লইয়া গিয়া দেখিলাম স্ত্রী লোকের হস্তাক্ষর। সেগুলি একত্র করিয়া পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিলাম। তৎসঙ্গে একখানি সম্পূর্ণ পত্রও ছিল। বাটীর মধ্যে একটি শবদেহ নিকটে বর্ত্তমান, ইহাতে অন্ধকার ভীষণতর বোধ হইল। এমন কি নিজের পদশব্দ আমায় সশঙ্কিত করিয়া তুলিল। ল্যাম্পের ক্ষীণালোকে গৃহের সমস্ত পদার্থ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। সদর দরজা ভিতর হইতেই অর্গলবদ্ধ। আমার আশঙ্কা হইল

যে হত্যাকারী হয়ত এখনও গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এরূপ অবস্থায় বাড়ীর মধ্যে যদি ধরা পড়ি, তাহা হইলে পুলিশে আমাকেই হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। এই আশঙ্কায় আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। সুখের বিষয় আমায় কেহ দেখে নাই। নিজগৃহে পৌঁছিয়া রঘু-জীকে উঠাইলাম। আমার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করা রঘুজীর স্বভাব ছিল না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। আলো জ্বালিয়া পত্রের ছিন্নঅংশগুলি টেবিলের উপর সংস্থাপিত করিয়া যথা সম্ভব গুছাইয়া লইলাম। দেখিলাম কাঞ্চনলালের নাম কয়েকস্থানে লিখিত রহিয়াছে। একস্থানে, "সেই ঘৃণিত শয়তান কাঞ্চনলাল আমায়......" আরও একস্থানে, "এই অসহায়া রমণীর ধর্ম্ম রক্ষার ভার......" এবং আরও একস্থানে, "আপনার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথকে......তিনি আপনার ও আমার উভয়েরই বন্ধু। অতএব আমার ইচ্ছা......" এইরূপ কথাগুলি অসংলগ্ন ভাবে লিখিত আছে। হায় ভগবান! এ যে লখিয়ার হস্তাক্ষর, এ হস্তাক্ষর যে আমি চিনি। নিওরা হইতে শেষ বিদায় পত্র এই হস্তাক্ষরেই লিখিত। অতীতের সুখময় দিনগুলি আমার মানস পটে

ক্ষণিকের জন্য ভাসিয়া উঠিল। তারপর সেই সম্পূর্ণ পত্রখানি পড়িলাম। তাহাতে লেখা আছে—"মহাশয়, আগামী শুক্রবার বেলা ৫ ॥০ টার সময় সুকুমারী আপনার সহিত বিশেষ কার্য্যের জন্য দেখা করিতে চান। আপনি উক্ত-সময়ে যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিবেন। যদি কার্য্যগতিকে না পারেন, তবে যথা সময়ে আমার ঠিকানায় টেলিগ্রাফ করিবেন।

ইতি কাদম্বিনী।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া পত্রখানি ২।৩ বার পড়িলাম। এই সুকুমারী বা কাদম্বিনী কে? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ইহাদের নাম ত কখনও শুনি নাই। তবে পত্রের মর্ম্মে বুঝিলাম যে এই সুকুমারীর পক্ষে আত্ম-গোপন নিতান্তই দরকার। কে এই সুকুমারী? মূলে গুপ্ত প্রণয় নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ঘটনা-পরম্পরায় বুঝিলাম যে লখিয়ার সহিত আমার নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা যোগেশের অবিদিত নয়। কিন্তু লখিয়ার পত্রের ভস্মাবশেষ হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম না যে লখিয়ার মৃত্যুর কতদিন পূর্ব্বে এই পত্রখানি লিখিত। কাদম্বিনীর পত্র হইতে অনেকটা অনুমান হয় যে হিতেনের হত্যাব্যাপারের

সহিত সুকুমারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সম্ভবতঃ যোগেশ ও হিতেন উভয়েই সুকুমারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,—এ পৃথিবীতে উভয়েরই স্থান হইবে না বলিয়া হিতেনকে এইরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। যোগেশ কর্তৃকই এ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে এ বিষয়ের সহস্র প্রমাণের উপর আরও এক প্রমাণ রহিয়াছে যে, যোগেশ যদি নির্দোষই হইবে তবে এই সমস্ত কাগজপত্র তাড়াতাড়ি পোড়াইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে অপর কাহারও অধিক স্বার্থ থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ৪টা বাজিয়া গেল। কিন্তু সে দিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না। আমি সেই দুর্বৃত্ত শয়তান কাঞ্চনলালের কথাই ভাবিতেছিলাম। ইহার প্রকৃত পরিচয় এখনও পাইলাম না! যোগেশের উপর ঘোরতর সন্দেহ থাকিলেও যোগেশ আমার বাল্যবন্ধু। এ বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করাই আমার প্রথম কর্তব্য। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধের যাবতীয় প্রমাণ অতি সংগোপনে বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

---

(৭)

পরদিন প্রভাতে মৃণালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় মনোরমার বাড়ী গেলাম। আজ মনোরমা বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। শুনিলাম পূর্ব্ব দিন বেলা দ্বিপ্রহরের পরই মনোরমা ও রাজনারায়ণবাবু বাঁকিপুরে কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছেন এবং যোগেশও ঐ দিনই প্রভাতে কার্য্যের খাতিরে বক্সার গিয়াছে। মনোরমার ফিরিতে ২।৩ দিন বিলম্ব আছে, যোগেশের ফিরিবার দিন স্থির নাই। এই সমস্ত বন্দোবস্তের সহিত হিতেনের হত্যা ব্যাপারের নিকট সম্বন্ধ আছে ইহা বুঝিতে আমার দেরী লাগিল না। কয়েকজন দাস দাসী লইয়া মৃণাল সম্প্রতি মনোরমার বাড়ীতে আছে, সুতরাং বাড়ীর সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইল। রাজনারায়ণবাবুর বাড়ীখানি একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ বলিলেই হয়। সহরের একটু বাহিরে, নিকটে কতকগুলি বড় বড় বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া বায়ু চলাচলের শন্ শন্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গেট পার হইয়াই ঈষৎ দক্ষিণ দিকে তিনটি ধাপ উত্তীর্ণ হইয়া একটি বারান্দা পাওয়া যায়।

বারান্দা সংলগ্ন একটি বৃহৎ হল। সেই হলের এক প্রান্তে দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ির ধাপ আরম্ভ হইয়াছে। ধাপের সংখ্যা গণনা করিয়া বুঝিলাম কাঞ্চনলাল আমায় যে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, তাহারও দ্বিতলে উঠিতে এতগুলি ধাপ আমায় পার হইতে হইয়াছিল এবং সেগুলিও যেন এইরূপ কার্পেটে আবৃত ছিল।

দ্বিতলের উপর উঠিলে যে কক্ষগুলি পাওয়া যায় সেগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইলাম। তন্মধ্যে একটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি কক্ষটি আয়তনে ক্ষুদ্র। বায়ু সঞ্চালনের জন্য ছাতের ঠিক নিম্নে কয়েকটী গহ্বর মাত্র আছে। আমার আর সন্দেহ রহিল না—এই কক্ষেই প্রবেশ করিয়া আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। সেই সমস্ত সাজ সরঞ্জাম এখন আর কিছুই নাই সত্য, কিন্তু কক্ষের কোণে যেখানে অগ্নিকুণ্ড ছিল সেখানে এখনও কালিমা পড়িয়া রহিয়াছে। তার উপর চূণকাম করা হইলেও সে কালিমা একেবারে লোপ পায় নাই। সে কক্ষটি ত্যাগ করিয়া আমি অন্যান্য কক্ষ্য সম্যকরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তারপর এক প্রশস্ত কক্ষে আসিয়াই বুঝিলাম যে এইখানেই লখিয়ার সহিত আমার উদ্বাহ-বন্ধন সাধিত হইয়াছে। আমার স্মৃতি সাগর মথিত হইতে

লাগিল,—ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয় আবার বিকল হইয়া উঠিল। সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম—পদদ্বয় আর চলিতে চাহিল না—কেননা এই কক্ষেই সুকোমল পালঙ্কের উপর লখিয়ার শব স্থাপিত ছিল, এইখানেই শেষ উপহার স্বরূপ লখিয়ার শীতল ওষ্ঠাধরে বিদায়ের শেষ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। আমি গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় মেজের উপর পড়িয়া গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন বেলা ১২টা উত্তীর্ণ হইয়াছে, মৃণাল ব্যজনহস্তে আমার শিয়রে বসিয়া আছে। নিজের দুর্ব্বলতার জন্য মৃণালের নিকট একটু অপ্রতিভ হইলাম।

মৃণাল বলিল, "দেবেন বাবু একটু সুস্থ হয়েছেন বোধ হয়!" আমি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম "হাঁ মৃণাল, বেশ সুস্থ হয়েছি। আহারের অনিয়মে শরীরটা দুর্ব্বল হয়েছিল, তার উপর নানারূপ দুশ্চিন্তায় কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তাই কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। তোমার বড় কষ্ট হয়েছে, নয়?"

মৃণাল—"সে কি দেবেন বাবু! এতে আবার কষ্ট কি। আমাদের পর ভাবেন তাই এরূপ মনে করেন। তা যদি না হবে, তবে আপনাকে এত করে

বললাম, তবু গরীবের কুটীরে দিন কতক থাকা হল না।”

আমি—“না মৃণাল তোমাদের যদি পর ভাবৃবো—তবে সংসারে আমার আত্মীয় কে আছে। আমার কত ঝঞ্ঝাট তা তুমি জান না। ভগবাণ আমার কপালে সুখ লেখেন নি। আমার কষ্টের ভার কারুরও উপর চাপাতে চাই না।”

মৃণাল দুঃখিত ভাবে বলিল, “দেখেন বাবু, আপনি লোক চিন্‌লেন না। আপনার ম্লান মুখ দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়, কিসে আপনার দুঃখ দুর হয়। আমারা কি আপনার কোন সাহায্যে লাগ্‌তে পারি না? আপনি মনের কথা আমাদের বলেন না বলে আমরা যে কত দুঃখিত, তা আপনি জানেন না।”

মৃণালের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সে চক্ষুর সম্মুখে মৃণালের উপর কোন সন্দেহ টিকিল না। তাহার কথাগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী এবং সমবেদনায় এত কাতর যে আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কেমন করিয়া এ দেবী প্রতিমা পাষণ্ড যোগেশের অঙ্কশায়িনী হইল।

বেলা অধিক হইয়া যাওয়ায় মৃণাল আমায় স্নান করিতে অনুরোধ করিল। আমি স্নান করিয়া আহারে বসিলাম।

মৃণাল স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া অতি যত্ন সহকারে আমায় আহার করাইল। জীবনে এরূপ সুখ পাই নাই। স্বহস্তে শয্যারচনা করিয়া দিয়া মৃণাল এক কক্ষে আমায় বিশ্রাম করিতে দিয়া গেল। গতরাত্রের অনিদ্রা বশতঃ ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু হইয়াছে। গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া মৃণালকে ডাকিলাম। মৃণাল স্বহস্তে প্রস্তুত জলখাবার একখানি রেকাবিতে সাজাইয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। জলযোগের পর মৃণালকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মৃণাল, আমি কার্য্য বশতঃ বাসায় যাচ্ছি। আবার সুবিধা মত তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

মৃণাল—"আমার আর কি বলবার আছে! আপনি ত আর থাক্‌বেন না। নইলে আপনার শরীর দুর্ব্বল, কিছুদিন এখানে থেকে গেলে আপনার বিশেষ ক্ষতি হত বলে বোধ হয় না। আপনি ত আর আমার কথা কখনও রাখবেন না।"

আমি—"না মৃণাল আজ আমায় যেতেই হবে। আবার শীগ্‌গির আসব।" তারপর স্বর বদলাইয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলাম, "আচ্ছা মৃণাল। যোগেশ বাক্‌সারে কি জন্য গেছে বল্‌তে পার?"

মৃণাল—"না, তা বল্‌তে পারি না। সে কথা তিনি আমায় কিছুই বলেন নি। তবে শুনেছি বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে তাঁকে সেখানে যেতে হয়েছে।"

আমি—"কবে ফিরবে বল্‌তে পার ? তার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। হাঁ আরও এক কথা, আচ্ছা মৃণাল, কাদম্বিনী নামে কোন স্ত্রীলোককে তুমি জান কি ?" মৃণাল একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে ভাব তার মুখে চোখে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মৃণাল বলিল, "কাদম্বিনী—নামটা শুনেছি ব'লে বোধ হয়, কিন্তু ঠিক মনে কর্‌তে পার্‌ছি না। আপনার কাদম্বিনীকে কি দরকার ?"

আমি—"একটু কাজ ছিল, মৃণাল। তা কাদম্বিনীর সন্ধান যদি কখনও দিতে পার তবে বিশেষ উপকার হয়। তোমার আত্মীয়দের মধ্যে একটু সন্ধান নিয়ে দেখোদিকি ?" মৃণাল—"আচ্ছা যদি কখনও তার সন্ধান পাই, আপনাকে জানাব।"

আমি—"আর যোগেশের সংবাদ পেলেই আমায় জানাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমি দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছি, পকেটে হাত দিয়া

দেখি আমার সিগারেট কেসটি নাই। স্বর্ণ খচিত সিগারেট কেস, তাহার উপর আমার নাম খোদাই করা। গতরাত্রি হইতে তাহার সন্ধান করি নাই। বাসায় ফিরিয়া রঘুজীকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, আমি গতরাত্রে যখন বাসা হইতে বাহির হই, তখন রঘুজী কেসটি আমার পকেটে দিয়াছিল। কেসটি হারাইয়া যায় ক্ষতি নাই, কিন্তু পুলিশের লোকে শবের পার্শ্বে যদি উহা পায় তবে আমাকে ধরিয়া ফেলিবে এবং হত্যার অপরাধ আমার ঘাড়েই চাপাইবে। তা ছাড়া আমার মনে হইল গতরাত্রে অন্ধকারে যখন শবের উপর পড়ি তখন পকেট হইতে একটা কি পতনের শব্দ যেন আমার কাণে গিয়াছিল। কিন্তু আমি ততটা খেয়াল করি নাই। যাহা হউক যদি পারি ত ঐ কেসটি উদ্ধার করা চাইই। এইরূপ সংকল্প করিয়া যোগেশের বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। তখন রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। মেঘের অবস্থা ভাল ছিল না—টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সহরের যে অংশে যোগেশের বাড়ী তাহা জনমানব শূন্য। আমি যে দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী, তাহার বেশ উপযুক্ত অবসর। নগ্নপদে যোগেশের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দ্বার পূর্ব্ববৎ

বন্ধ। একটু জোরে ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়াই অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলাম। অন্ধকারে হাঁতরাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবার দেখিলাম একতলার প্রবেশ দ্বারও খোলা। সাহসে ভর করিয়া উপরে উঠিলাম। দ্বিতলের প্রবেশ মুখে আসিয়াই আমার পা কাঁপিতে লাগিল। পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া একটি কাঠি জ্বালিলাম। দেখিলাম লাস নাই। রক্তের কোন দাগও নাই। সেই নৃশংস হত্যার সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি যোগেশের শয়নকক্ষে গেলাম। একটি জিনিষও নড় চড় হয় নাই—গতরাত্রে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, এখনও ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। যেখানে হিতেনের শব পড়িয়াছিল, সে স্থানটি আবার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার সিগারেট কেসটি পাওয়া গেল না। আমার মনে এরূপ ভয় হইতে লাগিল যে আর এ বাড়ীতে থাকা এক দণ্ডও শ্রেয়স্কর নয় ভাবিয়া আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল কে যেন উপরে উঠিয়া আসিতেছে। আমি দেয়ালে ঠেস দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলাম। আত্মরক্ষার উপায় আমার সঙ্গে

কিছুই ছিল না,। আমি মুষ্টি বদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে রহিলাম। বজ্র গম্ভীর স্বরে এক ব্যক্তি বলিল, "কে তুমি শীঘ্র বল, নইলে এখনি গুলি করব।"

যোগেশের কণ্ঠস্বর, আমি অবিলম্বেই বুঝিলাম। কাল-বিলম্ব না করিয়া উত্তর করিলাম, "কিহে যোগেশ যে, আমি দেবেন, বুঝতে পারছ না!"

যোগেশ,—"কে দেবেন! বেশ। এত রাত্রে কি জন্য? আমি মনে করেছিলাম তুমিও একজন—" বলিয়াই একটু সামলাইয়া আবার বলিল,—"মনে করেছিলাম তুমি দস্যু।"

তারপর আমায় লইয়া যোগেশ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। আলো জ্বালা হইলে দেখিলাম যোগেশর মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ, তাহার চক্ষের চারিপার্শ্বে কালিমা এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে সেই পূর্ব্ব পরিচিত পিস্তল। তাহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু এবং তাহার বেশভূষা দেখিলে মনে হয় যেন এতক্ষণ সে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহার মুখমণ্ডলে পাপের স্পষ্ট ছায়া অঙ্কিত, তাহাকে হত্যাকারী ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যায় না। আমার একবার মনে হইল এই মুহূর্ত্তেই তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু এরূপ করিলে পাছে তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক

হয় এই আশঙ্কায় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর আমি বলিলাম, "ভাল যোগেশ, তোমার একি কাণ্ড! পিস্তল হাতে বন্ধুর অভ্যর্থনা করতে কবে থেকে শিখলে?"

যোগেশ সাহস পাইয়া বলিল, "এত রাত্রে এরূপ চুপি চুপি যে বন্ধু আসে, তার অভ্যর্থনা এই রকমেই করতে হয়।"

আমি—"দুদিন তোমার কোন খবর না পেয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম যোগেশ, তাই এই রাত্রেই তোমার সন্ধান নিতে এসেছিলাম। তোমার বাড়ী আসব, তার আর সময় অসময় কি আছে, যোগেশ!"

যোগেশ—"কাল সকালে এলেই পারতে, যদি এত রাত্রেই এলে—অন্ধকারে চোরের মত এসে ভয় দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল—এই কথাই বলছিলাম।"

বাস্তবিক এত রাত্রে আসাটা কি রকম অসঙ্গত দেখায়—সেইজন্য যতটা পারি একটা সঙ্গত কারণ দেখাইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিলাম, "আমি প্রত্যূষে বিশেষ কাযের জন্য স্থানান্তরে যাব, সেইজন্য এই রাত্রেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আচ্ছা আমায় যখন চিন্‌তে পারলে তখন এত ভয়ের কারণ কি?"

যোগেশ—"না কিছুই নয়, তবে শরীরটা একটু অসুস্থ

ছিল, তার উপর এই কটা দিন একটা বিশেষ কাজের ভার আমার মাথার উপর রয়েছে, মনটাও নানা কারণে খিঁচড়ে গেছে। তাই আমায় এমন দেখচ।"

যোগেশের ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সে নানা কৌশলে এবং নানা কথার ছাঁদে মনের পাপ গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আমি কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছি, একথা কিছুতেই জানিতে দিলাম না। হায়রে সংসার! এই যোগেশই আমার বাল্যের সহচর, পরম বন্ধু! সেই সরলা বালিকা মৃণাল, তাহারই বা কি অদৃষ্ট! যাহা হউক অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং আমি মনোভাব গোপন করিয়া যোগেশের সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতীত হইলে আমি যাইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিলাম। যোগেশও আপত্তি করিল না। সিগারেট কেসটির জন্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বোধ হয় যোগেশ সেটি পাইয়া থাকিবে। আমি গত রাত্রে আসিয়াছিলাম এ কথা যোগেশের না জানাই সম্ভব, আজ রাত্রেই সিগারেট কেসটি ফেলিয়া থাকিব এইরূপ ভাবাও যোগেশের পক্ষে অসম্ভব নয়। যাহাহউক যাহা ফিরিবার নয় সে কথা ভাবা নিরর্থক। আমি নিয়তলায় আসিলাম।

যোগেশ আমার সঙ্গে। নিম্নতলার দরদালান সংলগ্ন দুইটি ঘরের মধ্যে সিঁড়ি হইতে নামিতেই বামদিকে যে ঘরটি পড়ে সে ঘরের দরজাটি খোলা। মনে হইল যেন কে একজন সম্মুখ হইতে ঘরের কোণে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। আমি সন্দিগ্ধ ভাবে সেই কক্ষের অভিমুখে যাইতেছি, এমন সময় যোগেশ হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুরোধ করাতে যোগেশ বলিল "না দেবেন আমায় ক্ষমা কর, এ কক্ষে তোমার প্রবেশ করা চল্‌বে না।"

আমি—"কেন? এ বন্ধুটি কে আমার জানবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হয়েছে। আমায় দেখাতেই হ'বে।"

যোগেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না দেবেন, বৃথা জিদ্ করছ। আমি কিছুতেই পারব না।"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "এ আবার কি রহস্য: এর অর্থ কি?"

যোগেশ—"কেন অর্থ ত বিশেষ গুরুতর নয়—একজন বন্ধু আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে এসেছে, এর মধ্যে আবার রহস্য কি?"

আমি—"আচ্ছা আগন্তুক পুরুষ কি স্ত্রী?"

যোগেশ—"আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

আমি—"রেখে দাও ভাই তোমার ভিট্‌কিলি। আমায় একবার দেখতে হবে কে তোমার বন্ধু।"

এইরূপ বলিয়া জোর করিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যম করিতেছি, এমন সময় যোগেশ আমায় সবলে সরাইয়া দিয়া তাহাতে তালা বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, —"দেখ দেবেন, আজ রাত্রে তোমার কাজগুলো বেশ ভাল লাগছে না। তোমায় বার বার বলছি ওঘরে প্রবেশ করা তোমার কিছুতেই চল্‌বে না। বাস্, আর কিছু বলবার আছে?"

আমি—"তবে তুমি আমায় নিশ্চয়ই বল্‌বে না।"

যোগেশ—"হাঁ নিশ্চয়ই। আমার পরম বন্ধু দেবেনের সামান্য কৌতূহল নিবারণ করবার জন্য যে ব্যক্তি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাকে প্রকাশ করে লজ্জিত করতে আমি কিছুতেই পারব না।"

আমি—"আমি দেখলে তোমার বন্ধু লজ্জিত হবেন! আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি এ বন্ধু কোন স্ত্রীলোক।"

যোগেশ—"তুমি যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পার, আমার তা'তে কিছু যায় আসে না।"

আমি—"তুমি এখনও অস্বীকার করছ ?"

যোগেশ—"হঁা আমি অস্বীকার করছি।"

আমি—"যদি মৃণালকে বলি যে মধ্যরাত্রে একজন স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে এসেছিল।"

যোগেশ—তা হলেও নয়, দেবেন।"

এরূপ কর্কশ কণ্ঠে যোগেশ কথা বলিতে লাগিল যে আর বাক্য ব্যয় করা বৃথা। বুঝিলাম যোগেশের এই নবাগত বন্ধুটি এই হত্যা ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং খুব সম্ভবতঃ ঐ কক্ষে লাস লুকান আছে। যাহা হউক আমি বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলাম। যোগেশও—"আবার যখন আস্‌বে, আশা করি এতটা কৌতূহলী হবে না।"—এই কথা গুলি বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

---

(৮)

এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে। যোগেশ মৃণালকে প্রতারণা করিয়াছে। মৃণাল জানে যে যোগেশ বাক্সার গিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে পাটনাতেই আছে। হিতেনের হত্যা ব্যাপারের বিষয় মৃণাল কিছুই জানে না। অন্ততঃ সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যে রাত্রে সাধিত হয় সেই রাত্রে এবং তার পরদিন রাত্রেও যোগেশ যে পাটনায় ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি দিতে পারি। তারপর এই কয় দিনের মধ্যে যোগেশের আর কোন সন্ধান পাই নাই। সম্ভবতঃ ধরা পড়িবার ভয়ে যোগেশ পলাতক হইয়াছে। এই হত্যা ব্যাপার যদি কোন ক্রমে পুলিশের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে যোগেশের অনুপস্থিতিকালে তাহার গৃহে এই কাণ্ড সাধিত হইয়াছে এইরূপ প্রমাণের জন্য যোগেশকে মৃণালের নিকটও আত্ম গোপন করিতে হইয়াছে। পুলিশে এ ব্যাপার গড়াইলে সহরের মধ্যে এতদিন হৈ চৈ পড়িয়া যাইত, যোগেশের বাড়ী খানা তল্লাসী হইত এবং তাহার নামেও ওয়ারেণ্ট বাহির হইত। এ সমস্ত কিছুই হয় নাই।

ইচ্ছা করিলে আমি পুলিশে খবর দিয়া যোগেশের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিতাম এবং তৎসঙ্গে সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের সাহায্যে লখিয়ার হত্যা ব্যাপারেরও একটা হেস্ত নেস্ত করিতে পারিতাম। কিন্তু যোগেশ খুনী হইলেও আমার চিরদিনের বন্ধু এই বলিয়া হউক, অথবা সরল প্রাণা মৃণালের কথা ভাবিয়াই হউক তদন্তের ভার আমি নিজের উপরই রাখিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি সেই রাত্রির পরদিন হইতেই একটু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সহরের যাবতীয় নিভৃত স্থানে, নদীতটে সতর্ক-ভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। যেখানে দেখিতাম কয়েকজন লোক একত্র মিলিত হইয়া কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছে, সেখানেই তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহা-দের কথোপকথন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতাম। এই অভি-যানের ফলে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিবার সময় দেখি, সহরের কিছু বাহিরে, এক জীর্ণ অট্টালিকার পরিত্যক্ত কতকগুলি প্রকোষ্ঠের মধ্যে, একটি কক্ষ হইতে রুদ্ধ জানালার ছিদ্র পথে ক্ষীণ আলোক রেখা নির্গত হইতেছে। এই বাড়ীটি দেখিলে মনে হয় যে তাহাতে লোকজন বাস করা সম্ভব নয়। এবং দিবাভাগেও কথনও সে বাড়ীর মধ্যে

লোক সমাগম দেখি নাই। বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়াতে আমি নিঃশব্দে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ পথে কোন দরজা ছিল না। ধীরে ধীরে ভগ্নস্তূপ অতিক্রম করিয়া একতলার দরদালানের প্রবেশ মুখে উপস্থিত হইলাম। সেখানে রাশীকৃত ইট পড়িয়া ভিতর ও বাহির হইতে দরজা দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য উপায় না দেখিয়া প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলাম। অতি সন্তর্পণে শূন্য বাতায়ন-পথে দ্বিতলস্থিত দরদালানে প্রবেশ করিলাম। দরদালানটি খুব প্রশস্ত, কিন্তু বহুদিনের অব্যবহারের জন্য এখন সেখানে নানা-রূপ পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছে। যে কক্ষ হইতে সূক্ষ্ম আলোক রশ্মি নির্গত হইতেছিল আমি সেই কক্ষের দরজার নিকট গিয়া ছিদ্রপথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আলোক অনুসরণ করিয়া যে ছিদ্রটি পাইলাম তাহা এত ছোট যে তাহার ভিতর দিয়া কক্ষ মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থ বেশ ভাল করিয়া দেখা যায় না। আমি কাণ পাতিয়া শুনিলাম, একজন রমণী উত্তেজিত স্বরে বলিতেছে, "তুমি এমন কাজ কিছুতেই করতে পাবে না। তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে, তা চলবে না। তাকে হত্যা করা হয়েছে, খুব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাছাড়া—"

এক পুরুষ কণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "তাতে কি হবে ? তুমি এত জোরে জোরে কথা বল্‌ছ কেন—আস্তে বল্‌তে পার না ?"

কৌতূহল ভরে সেই ছিদ্র পথ দিয়া অনেককষ্টে ব্যক্তিদ্বয়কে চিনিলাম—কাঞ্চনলাল ও মনোরমা।

মনোরমা বলিতেছে, "তবে তুমি মোকামা থেকে এলে কি জন্য ? কিছু বল্‌বে না, আমাকে বড় নির্ব্বোধ ভেবেছ নয় ?"

কাঞ্চনলাল—"কেন যোগেশের গতিবিধি সম্বন্ধে যা খবর পেয়েছি, তোমায় কি কিছু বলিনি ?"

মনোরমা—"যোগেশ মৃণালকে যে সব পত্র দিয়েছে আমি গোপনে সব পড়েছি। তোমার চালাকি সব বুঝেছি, আর হাড়ে হাড়ে আমি তার ফল ভোগ কর্‌ছি। আমাকে অপদস্থ করবার জন্যই তোমার এখানে আসা, তাও আমি বেশ বুঝেছি।"

কাঞ্চনলাল—"তবে তুমি ভেবেছ যে হিতেনকে নিশ্চয়ই হত্যা করা হয়েছে—নয় ? কিন্তু মনোরমা, কোন লোক সপ্তাহকাল ধরে কি অদৃশ্যভাবে থাকতে পারে না ?"

মনোরমা—"আমি শুধু ভাবিনি, আমি স্থির জানি যে হিতেনকে হত্যা করা হয়েছে।"

কাঞ্চনলাল—"কিসে জানলে ?"

মনোরমা—"সে অদৃশ্য হবার তিনদিন পূর্ব্বে আমায় জানিয়েছিল যে একজন ঘোরতর শত্রু তার প্রাণ নেবার ষড়যন্ত্র করছে। সে শত্রু যে কে তা আমায় জানায় নি।"

কাঞ্চনলাল—"কিন্তু তাকে যদি হত্যা করাই হয়েছে, তাহলে এতদিন তার লাস ত পাওয়া যেত ? আমি জানি যে তুমি এ খবর পুলিশে জানিয়েছ, কিন্তু পুলিশও অনেক তদন্তের ফলেও কোন কূল কিনারা পায় নি। এই সমস্ত ঘটনায় আমার মনে হয় হিতেন অজ্ঞাত বাস করছে।"

মনোরমা—"পুলিশ কূল-কিনারা না পেলেও আমার ধারণা যে পশুর মত তাকে হত্যা করা হয়েছে।" আচ্ছা সে কথা পরে হবে। এখন বল দেখি যোগেশের কোন সন্ধান পেলে কি না ?"

কাঞ্চনলাল—"সে এখন নিজের নাম ভাঁড়িয়ে কাশীতে আছে। আজ সকালে তার সম্বন্ধে এক টেলিগ্রাম পেয়েছি। তোমার রিপোর্টের উপর একজন ডিটেক্‌টিভ্‌ তার পিছনে আছে। কিন্তু পুলিশ হিতেনের হত্যার কোন প্রমাণই যখন পায়নি, তখন যোগেশের নামে

ওয়ারেণ্ট পাবে না, সুতরাং তাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যাবে। সহজ ধারণা এই হবে যে বিশেষ কারণে হয় ত যোগেশকে স্থানান্তরে থাক্‌তে হয়েছে। তন্ন তন্ন করে যোগেশের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়ে গেছে এবং এ কাজের জন্য দুজন পুলিশ কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হয়েছিল কিন্তু যোগেশের বাড়ীতে সন্দেহ সূচক কিছুই পাওয়া যায় নি। তবে একথা সত্য যে গৃহ ত্যাগ করবার পূর্ব্বে, যোগেশ কতকগুলো চিঠি পত্র পুড়িয়ে দিয়ে গেছে—এবং খুব সম্ভবতঃ সে সব চিঠি পত্র রমণী হস্তাক্ষরে লিখিত। পাছে সে রমণী কোনরূপে লজ্জায় পড়ে বোধ হয় সেই জন্যই যোগেশ সে চিঠি পত্র নষ্ট করে দিয়ে গেছে।"

মনোরমা—"ঠিক কথা। যোগেশ এক কালে লখিয়ার খুব অন্তরঙ্গ ছিল বলে মনে হয়।"

কাঞ্চনলাল বিদ্রূপের স্বরে বলিল "গুজব যদি সত্যি হয় তাহলে যোগেশ লখিয়ার যে খুব অনুরক্ত তাতে কোন ভুল নেই।" লখিয়ার নাম শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। আরও অধিক মনোযোগের সহিত আমি তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

মনোরমা আবার বলিল, "লখিয়ার চিঠি পত্র কিছু ধরা পড়েছে কি ?"

কাঞ্চনলাল—"না। সবগুলিই নিঃশেষ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

মনোরমা—"আচ্ছা যোগেশ যদি হিতেনের হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে লিপ্তই না থাকবে, তবে হিতেনের অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারও গা ঢাকা দেবার কি প্রয়োজন ছিল? আমি যোগেশকেই হত্যাকারী বলে সম্পূর্ণ সন্দেহ করি। যোগেশকে ধরিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। হিতেন তার প্রকৃত ভয়ের কারণ আমায় জানিয়েছিল এবং আমার উচিত হচ্ছে তার হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেওয়া।"

কাঞ্চনলাল—"মৃণালের কথা একবার ভেবেছ কি?"

মনোরমা—"মৃণাল এতে অসুখী হয় তা সহ্য হবে, কিন্তু হিতেনের হত্যাকারী অক্ষত থাকবে তা আমি কখনই সহ্য করবো না।" এই কথাগুলি বলিবার পর মনোরমা উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কাঞ্চনলালও উঠিল। আমি সময় বুঝিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পূর্ব্ব পথদিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। রাস্তায় পড়িয়া বরাবর বাসার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যোগেশ লখিয়ার অনুরক্ত—এ আবার কি কথা শুনিলাম, আর এই যোগেশকে হত্যার অপরাধ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য আমি এত লালায়িত!

মনোরমা লখিয়াকে জানিত, তবে কি মনোরমার পক্ষে আমার সহিত লখিয়ার সেই আশ্চর্য্য বিবাহ এবং লখিয়ার মৃত্যুর কথা জানা অসম্ভব! তা ছাড়া এসব ঘটনা মনোরমার বাড়ীতেই সংঘটিত হইয়াছে—মনোরমার সে বৃত্তান্ত জানা খুবই সম্ভব—তবে যদি মনোরমা সে সময় অনুপস্থিত থাকে। লখিয়ার একখানি ফটোগ্রাফে লেখা আছে—"অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে—" এই কথাগুলি আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে ভাসিয়া উঠিল। লখিয়ার হত্যারহস্য ক্রমেই জটিল হইতে লাগিল, কিন্তু আমি কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলাম না।

কাঞ্চনলাল ও মনোরমার মধ্যে কথোপকথন হইতে বুঝিলাম যে যোগেশের নামে কোন ওয়ারেণ্ট বাহির হয় নাই। যোগেশকে এ সংবাদ পাঠান আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে রাত্রি প্রভাত হইতেই মনোরমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মৃণালকে ডাকিয়া বলিলাম—"মৃণাল! যোগেশের কোন খবর পেয়েছ কি?"

মৃণাল—"কাল এক চিঠি পেয়েছি—মাত্র তিন লাইন লেখা আছে।" মৃণাল পত্রখানি আনিয়া আমার হস্তে দিল। তাহাতে লেখা আছে—"আমি এখন ফিরতে পারব না। আমার কোন খবর পেয়েছ এ কথা কাউকে জানিও

না—ইতি যোগেশ।” খামের উপর ডাকঘরের ছাপ আছে। তাহা হইতে বুঝিলাম মোকামাতে পত্রখানি ডাকে দেওয়া হইয়াছে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আমি বলিলাম, “যোগেশ্ তা'হলে কোথায় আছে কিছুই জানা যায় নি। তার জন্যে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই।”

মৃণাল হতাশ ভাবে বলিল, “কি আর আছে দেবেন বাবু! বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে তিনি নিজের ঠিকানা গোপন রাখ্‌তে চান! কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক এসে তার ঠিকানা চায়, বলে কিনা বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁকে এক টেলিগ্রাম করতে হবে। আমি বল্‌লাম যে আমি তাঁর ঠিকানা জানি না। তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কোন চিঠিপত্র পেয়েছি কিনা। আমি বল্‌লাম—”

আমি অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিলাম—“তুমি কি বলেছ?”

মৃণাল—“আমি বল্‌লাম যে মোকামা থেকে তিনি এক পত্র দিয়াছেন কিন্তু কোন ঠিকানা দেননি।”

আমি বিরক্তির স্বরে বলিলাম—“তুমি এ কি করেছ! যোগেশ বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে,

তবু তুমি সে খবর একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে কেন জানাতে গেলে ?”

মৃণাল ভয় পাইয়া বলিল—“তা’হলে কি উপায় হবে, দেবেনবাবু! এতে যে কোন অনিষ্ট হ’বে তাত আমি ভাবি নি।”

আমি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, “তুমি—হাঁ বল্‌ছিলাম যে যোগেশ যখন কোন গোপনীয় কাজের জন্যই গিয়েছে, তখন তার কথা কাউকে না বলাই ভাল ছিল। শত্রুপক্ষ তার সে কাজে বাধা দিতে পারে।”

মৃণাল—“হা ভগবান্‌, আমার তা মনেই হয় নি, এখন আমার মনে হচ্ছে সে লোকটা বিদেশী ভাষায় কথা বল্লেছিল।”

আমি রুক্ষস্বরে বলিলাম, “যোগেশের কথা না শুনে, তুমি তাকে শত্রুদের হাতে ফেলে দিয়েছ।”

মৃণাল আর কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। মৃণালের মনে আঘাত লাগিয়াছে। তাহাকে আর কষ্ট দিতে আমার মন সরিল না। একটু কোমল সুরে বলিলাম—“মৃণাল, যোগেশ শীঘ্র ফিরে আসুক এই কি তুমি চাও ?”

মৃণাল চক্ষু মুছিয়া সলজ্জ ভাবে উত্তর করিল, “কেন

চাইব না দেবেনবাবু, কে না চায়! আপনি যদি এ উপকার করতে পারেন, তবে এর উপর আমার চাইবার আর কি আছে!"

আমি ধীরভাবে বলিলাম, "আচ্ছা এক সপ্তাহের মধ্যে যোগেশকে ফিরিয়ে এনে দেব।"

মৃণাল—"আপনি কেমন করে পারবেন। আমরা ত তাঁর ঠিকানা জানিনে।"

আমি—"সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আমার কথার উপর নির্ভর কর।"

মৃণাল ব্যগ্রভাবে বলিল, "দেবেনবাবু, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানিনে। আপনার মত আত্মীয় আমাদের আর কেউ নেই। আমাদের সুখের জন্য আপনি অনেক ক্ষতি স্বীকার করেছেন। আপনি চিরকুমার, আপনার হৃদয় এত কোমল তা আগে বুঝিনি। আচ্ছা দেবেনবাবু, আপনি কি এমনি করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। আপনার মুখ দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আপনি শান্তিতে আছেন এরূপ আমার মনে হয় না।"

মৃণালের সরলতায় এবং আন্তরিক সমবেদনায় তাহাকে বড় আত্মীয় বলিয়া বোধ হইল। মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিলাম না, অকপটে বলিয়া ফেলিলাম, "এমনি

করেই আমার জীবনটা কাটেনি মৃণাল! আমিও একবার ভালবেসেছিলাম।

মৃণাল বিস্মিতভাবে বলিল—"কাকে ভালবেসেছিলেন? বল্‌তে কিছু বাধা না থাকে ত আমায় বলুন। আমার জান্‌তে বড় ইচ্ছা হয়েছে।"

আমি—"হায় মৃণাল, সে গুপ্ত কথা কাউকে বলব না ভেবেছি। একজনকে ভালবেসে আমার হৃদয় শ্মশান হয়ে গেছে। আমি কেবল যে তাকে ভালবেসেছিলাম তা নয়, স্মৃতি মন্দিরে তার প্রেমমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে, আজ পর্য্যন্ত পূজা করে আস্‌ছি। সে আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, মৃণাল! আর সে আমার নাই। তাকে হারিয়ে আমার জীবন শূন্য হয়ে গেছে। যে দিকে তাকাই—কেবল ধু ধু।"

মৃণাল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—"তার বুঝি আর কা'রও সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।"

আমি—"না মৃণাল, মৃত্যুর ব্যবধান।"

মৃণাল কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার বলিল, "দেবেন-বাবু, অতীতের কথা ভেবে কাতর হবেন না। পূর্ব্ব কথা ভুলে যান, দেখে শুনে একটা বিয়ে করুন। ভগবানের কৃপায় আপনি আবার সুখী হবেন।".

আমি—"তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু মৃণাল, ছেলেবেলা থেকে যে রকম কষ্ট পেয়েছি, তাতে সুখের আশা আর আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। তুমি এখনও ছেলেমানুষ; যোগেশও তোমায় আন্তরিক ভালবাসে। আমি যত শীঘ্র পারি যোগেশকে তোমার কাছে এনে দেব। আমার সুখের জন্য তুমি আর ভেবো না। আমার দিনগুলো এই রকমই কেটে যাবে। থাক্, সে কথা। বিশেষ কাজের জন্য আমায় এখনই বাসায় ফির্‌তে হবে। তবে আসি মৃণাল, আবার সময়ে দেখা করব।"

মৃণালের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আমি বাসায় ফিরিলাম।

---

(৯)

আমিও যোগেশের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমি একজন বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আজ যোগেশের ঠিকানা সহ সে ব্যক্তির টেলিগ্রাম আমি পাইয়াছি। কাঞ্চনলালের ধারণা ভুল হইয়াছে। যোগেশ পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া দিল্লীতে পলায়ন করিয়াছে, সেখানে এক হোটেলে আড্ডা লইয়াছে, এবং নিজের নাম গোপন করিয়া কিষণলাল নামে সকলের নিকট পরিচয় দিয়াছে। যোগেশ বহু বৎসর পশ্চিমে কাটাইয়াছে এবং সে অঞ্চলের চাল চলন, হাব ভাব যোগেশের অভ্যস্ত। সুতরাং তাহার পক্ষে কিষণলাল নামে পরিচিত হওয়ায় বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে না। যাহাহউক আমি সেই দিনই যোগেশকে এক রেজেষ্টরী পত্র পাঠাইলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে যোগেশ যদিও কোন গুরুতর অপরাধের জন্য পলাতক হইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই, কারণ তাহার নামে কোন ওয়ারেণ্ট বাহির হয় নাই। তাহার উপর মৃণাল যখন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে তখন অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য যোগেশের

ফিরিয়া আসা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে দিন যোগেশকে পত্র লিখিলাম, সেই দিনেই মনোরমা ও রাজনারায়ণ বাবু বাঁকিপুর হইতে পাটনার বাড়ীতে আসিয়াছে শুনিয়া, আমি অপরাহ্ণে মনোরমার সহিত দেখা করিতে গেলাম। মনোরমা আমাকে উপরে লইয়া গিয়া এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এক চেয়ারের উপর বসাইল এবং নিজে সন্নিহিত অপর এক চেয়ারে বসিল। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "মনোরমা আজ তোমাকে যে কথা বলবার জন্য এখানে এসেছি তা বড় গোপনীয়। তোমার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, তাই এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বোধন কর্‌তে সাহস কর্‌ছি, কিছু মনে কোরো না। সে দিন রাত্রে এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে তুমি এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত যে গুপ্ত মন্ত্রণা করেছিলে, সেই সম্বন্ধে দুএকটী কথা জান্‌তে চাই।"

মনোরমার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। যেরূপ তীব্র কটাক্ষে মনোরমার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া মনোরমা উত্তর করিল, "তাহ'লে তুমি গোপনে সব শুনেছ? আমি যা বলেছি তুমি সে সমস্তই শুনেছ?"

আমি—"হঁা মনোরমা আমি সব শুনেছি। তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমি তোমার শত্রু নই, কাউকে কোন কথা প্রকাশ করব না, তুমি নিশ্চয় জেনো। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে মনোরমা, যে হিতেনের সঙ্গে একদিন তুমিই আমার পরিচয় করে দিয়েছিলে। সেই হিতেনকে পাওয়া যাচ্ছে না—তাকে হত্যা করা হয়েছে।"

মনোরমা—"হত্যা করা হয়েছে? তুমি কি করে জানলে?"

আমি কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিলাম—"তোমারও এইরূপ বিশ্বাস। আচ্ছা মনোরমা, হিতেনের সম্বন্ধে তোমার এতটা অাঁটু পাঁটু কেন? যোগেশকে সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশে খবর দিয়েছ। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তার গতি বিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য নিজেই একজন ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করেছ। তুমি আমায় পূর্ব্বে বলেছিলে যে হিতেন রাজনারায়ণ বাবুর আশ্রিত—বেশ করে বুঝে দেখ তুমি তখন মিথ্যা বলেছিলে।"

মনোরমার গণ্ডদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠিল, সে কোন কথা বলিল না দেখিয়া আমি আবার বলিলাম, "তুমি গোপনে

সে রাত্রে যার সঙ্গে দেখা করেছিলে তার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু যতটা জানেন তার বেশী কিছু হিতেনের সম্বন্ধে জানেন না। সুতরাং হিতেনের হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার প্রকৃত বিবরণ যখন প্রকাশ হয়ে পড়বে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ও হিতেনের সম্বন্ধ-রহস্য প্রকাশ হতে বাকী থাকবে না।"

মনোরমা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও যে হিতেনকে আমি ভালবাসতাম? তুমি ভুল ভেবেছ দেবেন। তোমার যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পার। তুমি আমার স্বামীকে গিয়ে বল যে হিতেনের সঙ্গে আমার এরূপ একটা গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল—দেখ তিনি কি বলেন।"

আমি বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম, "যদি তাই না হবে, তবে তার সম্বন্ধে তুমি কেন এতটা উদ্‌যোগী হবে আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, মনোরমা।"

ক্রোধভরে মনোরমা উত্তর করিল, " আমি ঠিক বল্‌ছি হিতেন আমার কেউ নয়। আমি তাকে ঘৃণা কর্‌তাম। তাকে ভালবাস্‌তাম বলে তার হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেবার জন্য যে চেষ্টা কর্‌ছি, তা নয়।"

আমি—"তবে কি জন্য হিতেনের হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপার নিয়ে এতটা মাথা ঘামাচ্ছ?"

মনোরমা—"এ সমস্ত বেআদবী প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। এ সম্বন্ধে যদি আর কারও কিছু বল্‌বার থাকে—তবে সে আমার স্বামীর।"

আমি—"বেশ কথা, আমি সে প্রশ্ন আর তোমায় করবো না। আচ্ছা, এ কথাটা বোধ হয় বল্‌তে পারি যে সেদিন রাত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে গোপনে আলাপ করাটা ততটা শোভনীয় হয়নি।"

মনোরমা—"বিশেষ কার্য্যের জন্য আমি বাধ্য হয়েছিলাম। তার স্বার্থের সঙ্গে আমার সার্থ জড়িত; তাই ওরূপ করতে হয়েছিল।"

আমি—"কি এমন কাজ জান্‌তে পারি কি ?"

মনোরমা—"এরূপ প্রশ্ন করা অন্যায়। আমি এর উত্তরে কেবলমাত্র বল্‌তে পারি যে বিশেষ কাজের জন্য তার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলাম।"

সেই গর্ব্বিতা ও আত্মাভিমানিণী রমণীকে আর কোন প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু নিজের কার্য্য উদ্ধারের জন্য ক্ষান্ত হইলে চলিবে না ভাবিয়া একটু নরম সুরে বলিলাম—"মনোরমা তুমি সে দিন রাত্রে বলেছিলে যে লখিয়া নামে একজন স্ত্রীলোক যোগেশের অন্তরঙ্গ ছিল। সে লখিয়া কে বল্‌বে কি ?"

আমার মুখ হইতে লখিয়ার নাম শুনিয়া মনোরমার মুখের ভাব হঠাৎ বিকৃত হইয়া গেল। সম্পূর্ণ ভাব গোপন করিতে না পারিয়া মনোরমা বলিল, "লখিয়া,—লখিয়া। হঁা একটু একটু মনে পড়েছে। বাঙ্গালা দেশে তার বাড়ী! আমি তাকে কখনও চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি যোগেশ তাকে ভালবাসতো। তারপর কারও সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে থাকবে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।"

আমি—"তুমি ঠিক বলছ লখিয়ার সম্বন্ধে আর কোন কথা জান না।"

মনোরমা—"কেমন করে জানব। যোগেশ মৃণালের ভগ্নিকে সে সব কথা কোন্ মুখেই বা বলবে। তুমি যোগেশের বন্ধু, এসব কথা তোমারই বেশী জানা সম্ভব।"

আমি—"আচ্ছা, মৃণাল আর কতদিন এ বাড়ীতে থাকবে?"

মনোরমা—"মৃণাল আর যাবে কোথা! সেই হত্যাকারীর সঙ্গে মৃণালের সব সম্বন্ধ চুকে গেছে।"

আমি—"আচ্ছা যোগেশ যদি ফিরে এসে প্রমাণ করে দিতে পারে যে হিস্তেনের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে তার কোন হাত নেই"

মনোরমা—"সে ত প্রমাণ কর্‌তে কিছুতে পার্‌বে না। সে যে হিতেনকে হত্যা করেছে এ সম্বন্ধে সহস্র প্রমাণ আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাব।"

আমি—"মনোরমা, তুমি নিজের কথায় নিজেকে ধরা দিচ্ছ। তুমি কেমন করে জান্‌লে হিতেনকে হত্যা করা হয়েছে।"

মনোরমা—"তোমার কথায় ভাবেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এ হত্যা ব্যাপার তোমার জানা আছে। আর তুমিও ঠিক জান যে যোগেশই খুনী। দরকার হলে এ সম্বন্ধেও প্রমাণ দিতে পার্‌ব।"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিতাম, "আচ্ছা তাই হোক্। যোগেশ ফিরে আসুক, তারপর যা হবার তাই হবে। এখানে কালবিলম্ব কর্‌বার আমার আর প্রয়োজন নেই।"

এই কথা বলিয়াই আমি মনোরমার বাড়ী হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

(১০)

মনোরমার সহিত সাক্ষাতের পর ছয় দিন গত হইয়াছে কিন্তু যোগেশের আর কোন সংবাদ পাই নাই। সম্ভবতঃ আমার পত্র পৌছিবার পূর্ব্বেই যোগেশ দিল্লী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিম্বা পুলিশের চক্রান্ত ভাবিয়া যোগেশ সে পত্রের উপর কোনরূপ আস্থা স্থাপন না করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছে। মৃণাল আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া যোগেশের ফিরিবার আশায় বুক বাঁধিয়া আছে। যোগেশ যে হত্যা অপরাধে পলাতক হইয়াছে এ কথা মৃণাল যদি জানিত, তাহা হইলে তাহার সুখের হাট এই দণ্ডেই ভাঙ্গিয়া যাইত। হায়! অবোধ বালিকা, তোমার এ সুখের স্বপ্নে আমি কখনও দণ্ডাঘাত করিতে পারিব না।

পর দিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সংবাদ পাইলাম যে যোগেশ ফিরিয়াছে এবং আমার সঙ্গে সন্ধ্যার পর দেখা করিতে চায়। আমিও প্রস্তুত হইয়া যথাকালে যোগেশের বাড়ী গেলাম। যোগেশের চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। এই কয় দিনে যোগেশ অর্দ্ধেক শুকা-

হয়া গিয়াছে, তাহার চক্ষু কোঠরগত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কালিমারেখা পড়িয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ এবং আভাহীন। আমাকে দেখিয়া যোগেশ একেবারে বলিয়া বসিল, "দেবেন তোমার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তুমি কেমন করে জানলে আমি দিল্লীতে ছিলাম, আমার ঠিকানাই বা কোথায় পেলে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যোগেশ তোমার ঠিকানা পাওয়া আজ কাল তত শক্ত নয়। সমস্ত জগৎটাই চোখ মেলে তোমার গতি বিধি লক্ষ্য করছে।"

যোগেশ—"কেন আমি এমন একটা কি কাজ করেছি যাতে করে সকলের দৃষ্টি আমার উপর পড়বে? আমি ত কোথাও পালাই নি, পালাবও না। বোধ হয় খবরের কাগজে আমায় নিয়ে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। কাগজওয়ালাদের ত ঐ কাজ, তা নইলে কাগজগুলো বিক্রি হবে কেন? আমি আমার বিষয়ে যতটা না জানি, তার চেয়ে ঢের বেশী জানবার ভাণ তারা করে থাকে।"

আমি—"তা নয়, খবরের কাগজে তোমার চলে যাওয়া নিয়ে কোনরূপ গোলযোগ বাধায় নি। এটা আমার অনুমান মাত্র। তবে তুমি মৃণালকে যে পত্র দিয়েছিলে

তার ভাষা একটু রহস্যময়। মৃণাল তোমার বিষয়ে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, তাই সে পত্র আমায় দেখিয়েছিল যদি কোন উপায় করতে পারি। আচ্ছা, আমি ত তোমার পর নই—আমায় সত্যি করে বল দেখি হঠাৎ পাটনা ছেড়ে গেলে কেন?"

যোগেশ—"কেন এ নিয়ে কি কোন গোলমাল বেধেছে?"

আমি—"না তেমন কিছু নয়।"

যোগেশ অজ্ঞাতে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে এখন পর্য্যন্ত আমি নিরাপদ আছি।" যোগেশ এখন পর্য্যন্ত নিরাপদ, তবে ত সে ভবিষ্যতের আশঙ্কা করে! যোগেশ যে দোষী তাহার ত সে নিজ মুখে প্রকাশ করিল। ইহা হইতে দৃঢ় প্রমাণ আর কি হইতে পারে!

আমি আবার বলিলাম, "কিন্তু তোমার বাড়ী ছেড়ে যাবার কারণ ত আমায় বললে না। তোমার আশঙ্কার কারণ কি আমায় ভেঙ্গে চুরে বল।"

যোগেশ অন্যমনা হইয়া বলিল, "কারণ আছে বই কি! তবে সে কারণ বলবার নয়। এমন কতকগুলো ঘটনা বাস্তবজীবনে ঘটেছে, যা উপন্যাসেও কল্পনা করা যায় না।"

আমি—“আমাকে সে কারণ বিশ্বাস করে বলতে পারবে না ?”

যোগেশ—“না, আমি তা পারব না। আমার সাহস হয় না, আমার কথায় বিশ্বাস কর। সে কারণ আমায় আরও কিছুদিন গোপন রাখতেই হবে।”

আমি—“কেন ?”

যোগেশ—“আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে।

কিছুক্ষণ আমার বাক্য স্ফুরণ হইল না। কাঞ্চনলালের সেই কথা গুলি আনার প্রাণে হলাহল ঢালিয়া দিতে লাগিল। এই যোগেশই না লখিয়ার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল! অবশেষে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে যোগেশের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া আমি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম—“যোগেশ, আমাকে একটা কথার উত্তর দাও। লখিয়া নামে কোন রমণীকে তুমি কখনও চিনতে কি ?”

এই প্রশ্নে যোগেশ ভ্রূযুগল সঙ্কুচিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “হঁা, লখিয়া নামে এক জন রমণীকে চিনতাম বলে মনে হচ্ছে।” তারপর আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার বলিল, “তা'হলে ত লখিয়ার সম্বন্ধে শুধু—”

যোগেশের কথা শেষ হইতে না হইতে মৃণাল আসিয়া যোগেশকে বলিল, "একজন লোক তোমার সঙ্গে এই মুহূর্ত্তে দেখা করতে চায়।"—এইরূপ বলিয়াই যোগেশের হস্তে একখানি কার্ড দিল। যোগেশ কার্ড দেখিয়াই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। একান্ত বিহ্বল হইয়া সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং বলিল—"হা ভগবান্, এবার আমি গেলাম।" তারপর আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ভাই দেবেন; আমায় রক্ষা কর।" মৃণালের নিকট পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় একটু সংযত হইয়া মৃণালকে বলিল, "মৃণাল, তুমি লোকটাকে এখানে পাঠিয়ে দাও আর তুমি এখানে থেকো না।" মৃণাল কাতর দৃষ্টিতে যোগেশের মুখের দিকে তাকাইয়াই পরমুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। এ আগন্তুক কে জানিবার জন্য যোগেশকে প্রশ্ন করিলাম। কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই দেখি আগন্তুক আমাদের সম্মুখে অটলভাবে দণ্ডায়মান—এ যে কাঞ্চনলাল! কাঞ্চনলাল যোগেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিয়া বসিল "যোগেশবাবু, আপনি ফিরে এসেছেন শুনেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তারপর এতদিন ছিলেন কোথা?"

যোগেশ কোন উত্তর করিল না। সেই দুর্বৃত্ত শয়তান কাঞ্চনলাল—আমাকে দেখিয়াই একটু চমকিয়া উঠিল। আমি এই অবসরে কাঞ্চনলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়ের সহিত একটু পরিচয় হয়েছিল, আশা করি ভুলে যান নি।"

কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া সে স্বাভাবিক স্বরে উত্তর করিল, "আপনাকে কখনও দেখেছি বলে আমার স্মরণ হয় না।"

এত সহজে ও এরূপ অবিচলিতভাবে কোন ব্যক্তি এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারে এরূপ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু পাষণ্ড কাঞ্চনলালের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

আমি গম্ভীর স্বরে আবার বলিলাম, "এই সহরের মধ্যেই গোলঘরের নিকটে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর মনোরমার বাড়ীতে সেই অভিনব ঘটনা—মৃত কন্যার সহিত আমার বিবাহ বন্ধন। মহাশয়ই ত এ কার্য্যের মূল মন্ত্রী। এখন মনে পড়েছে বোধ হয়।"

কাঞ্চনলাল অধিকতর বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল, "গোলঘরের নিকট সাক্ষাৎ! মৃত কন্যার সহিত

বিবাহ, মহাশয় কি বল্‌ছেন কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। আমার ত কিছুই মনে হয় না।"

আমি—"মহাশয়। পূর্ব্ব কথা ভুলে যাওয়ায় অনেক সময় অনেক উপকার দর্শে। আপনার নাম যে কাঞ্চনলাল তা আপনার মুখেই আমি প্রথম শুনি। আপনি যে একবারে অবাক্ হয়ে গেলেন।

কাঞ্চনলাল—"আজ কতটা টেনেছেন মহাশয়?" আমি দেখ্‌ছি আপনার মাথাটা একবারে বিগড়ে গেছে।"

আমি রাগত স্বরে বলিলাম—আপনি যদি এ সমস্ত অস্বীকার করেন, তবে আপনি সম্পূর্ণ মিথ্যা বল্‌ছেন।"

কাঞ্চনলাল দৃঢ়ভাবে বলিল, "আমি এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি এবং আরও বল্‌ছি যে আজই এই প্রথম আপনাকে দেখ্‌ছি।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "মনোরমার সঙ্গে সেদিন রাত্রে এক ভগ্ন গৃহের মধ্যে আপনি যে গুপ্ত মন্ত্রণা করেছিলেন, সে কথাও বোধ হয় আপনি অস্বীকার করেন। আপনি বোধ হয় স্বীকার করবেন না যে আপনি মনোরমার গুপ্তচর হয়ে আমার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করাবার জন্য মোকামা হতে কাশী পর্য্যন্ত তার অনুসরণ করেছিলেন।" যোগেশ বিস্মিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,

"আমাকে গ্রেপ্তার করাবার জন্য! বেশ আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?"

কাঞ্চনলাল আমার দিকে কটাক্ষপাত করিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি বলিলাম, "এ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা কর। এরই মুখে থেকে তার দৌত্য কার্য্যের ফলাফল মনোরমার নিকট বল্‌তে আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

যোগেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "মনোমার কাছে! মনোরমাও আমার শত্রু! সে আমায় মৃণালের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে চায়। কিন্তু সে তা পার্‌বে না। কখনই না।"

কাঞ্চনলাল আমায় সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি কি কিছু প্রমাণ দিতে পারেন, যে মনোরমা আমায় একাজে নিযুক্ত করেছে?"

আমি—"তোমার নিজের মুখের কথাই তার প্রমাণ? আমি আড়াল থেকে সবই শুনেছি। আমি ঠিক্ বল্‌তে পারি কথাগুলো বেশ মুখরোচক।"

ক্রোধে যোগেশের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আত্ম-সংযম হারাইয়া কাঞ্চনলালকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "আজ যদি তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি না হ'তে,

তা'হলে তোমায় উপযুক্ত প্রতিফল এই দণ্ডেই দিতাম। তোমার উপর আমার যে সন্দেহ ছিল, তা' আজ আমার বন্ধুর কথায় বদ্ধমূল হলো। আজ থেকে সাবধান কাঞ্চনলাল। আমাকে তোমার ঘোরতর শত্রু বলে জেনো।"

কাঞ্চনলাল কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "তোমার বন্ধুর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

যোগেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কর্কশস্বরে আবার বলিল, "আর তোমার প্রণয়িণী মনোরমাকেও বলো, যে সে যে ব্যক্তির উপর সন্দেহ করেছে সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ —নিতান্ত আবশ্যক হইলে সে তার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবে।"

যোগেশের কথায় আমার সন্দেহ অনেকটা তিরোহিত হইল। আমি আনন্দভরে বলিলাম, "তুমি যে নির্দ্দোষ তা আমি আশা করি। ভাই, আর কালবিলম্ব না করে শীঘ্র তার প্রমাণ দাও।"

কাঞ্চনলাল সন্নিহিত চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "নির্দ্দোষ! বাঃ!"

কাঞ্চনলালের কথার প্রতিবাদ করিবার জন্ত যোগেশ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কি

বল্‌বার আছে আমি তাই শুন্‌তে চাই। তোমায় বল্‌তেই হ'বে।"

কাঞ্চনলাল এবার উত্তেজিত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ভিতরকার পকেট হইতে ভাঁজকরা একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল—"এই সংবাদপত্র খানা পড়্‌লেই তোমার সব কথা বেশ মনে পড়্‌বে, তবে শোন।"

কাঞ্চনলাল পড়িতে লাগিল—"গতকল্য পাটনা পুলিশকোর্টে ব্যারিষ্টার সেন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন যে তিন বৎসর পূর্ব্বে পাটনার বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ বসু গতাসু হন। অন্যূন ত্রিশলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রকুমারের অধিকারে আসে। বিগত ১২ই মার্চ্চ তারিখে হিতেন্দ্রকুমার এক বন্ধুর সহিত এক হোটেলে যান। সেখানে আহারাদি করিয়া রাত্রি ১২টার পর স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর হইতে তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উক্ত দিনের পরদিনই একব্যক্তি পাটনা ব্যাঙ্কে হিতেন্দ্রকুমারের স্বাক্ষরিত অনেক টাকার একখানি চেক্‌ ভাঙ্গাইতে আসে, হিতেন্দ্রকুমারের অদৃশ্য হইবার তিন দিন পূর্ব্বের তারিখ

ঐ চেকের উপর ছিল। সুতরাং হিতেন্দ্রের অদৃশ্য হওয়ার সহিত ঐ চেকের কোন সংস্রব না থাকাই সম্ভব এইরূপ পুলিশের অনুমান। কিন্তু উক্ত চেকের অপর অর্দ্ধাংশ হিতেন্দ্রের কক্ষে পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য অনুমান হইতে পারে যে উহা তাঁহার সঙ্গেই ছিল। এতদ্ভিন্ন একখানি উইল পাওয়া গিয়াছে, যদ্দারা হিতেন্দ্রের যাবতীয় সম্পত্তি একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের প্রাপ্য। আশঙ্কা এই যে হিতেন্দ্রকুমার এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে যদি কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন সন্ধান পান, তবে অবিলম্বে পুলিশে জানাইবেন এবং এ সংবাদ যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ অর্ডার দিয়াছেন

কাঞ্চনলাল থামিল। তাহার চক্ষে বিদ্বেষবহ্নি ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। যোগেশকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল—"সে রাত্রের ঘটনা এবার বোধ হয় তোমার মনে পড়েছে!"

যোগেশ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার মুখের উপর আশঙ্কার স্পষ্ট ছায়া আঙ্কিত হইয়া রহিল। উইলের কথা যাহা শুনিলাম, তাহাতে মনে হইল মনোরমাই হিতেনের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং এই জন্যই বোধ হয়

মনোরমা হিতেনের সম্বন্ধে এতটা বাহ্যিক আত্মীয়তা দেখাইতেছে। যোগেশ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পারছি না, এক জন ব্যক্তির হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে যাবার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে।"

কাঞ্চনলাল—"আচ্ছা এক দিন সেটার মীমাংসা হ'য়ে যাবে।"

যোগেশ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "তাইত, ব্যাপারটা ত বড় গুরুতর। হিতেনের অদৃশ্য হ'য়ে যাবার খবরটা আমি কদিনই শুন্‌ছি বটে।"

কাঞ্চনলাল—"যোগেশ কোন্ মুহূর্ত্ত হতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে খবরটা তোমারি বেশ ভাল করে জানা আছে।"

যোগেশ বিরক্তির স্বরে বলিল, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, যে আমি এ বিষয়ে এমন কোন খবর জানি যা প্রকাশ করছি না। আমার সম্বন্ধে তুমি কিম্বা মনোরমা যাই ভাব না কেন, আমার তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

কাঞ্চনলাল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হিতেনকে হত্যা করা হয়েছে এবং সে কথা তুমিই ভাল জান।"

যোগেশ মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য হারাইল। আবার নির্ভীক ভাবে বলিল, "আমি বুঝতে পারছি, তোমরা আমার বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র করছ। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই। আমাকে যে কোন প্রকারে পার গ্রেপ্তার করাও, যত পার আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাও। তোমাদের কাজ যখন শেষ হবে, তখন আমার যা বলবার তা বলব। কিন্তু মনে থাকে যেন যে আমি যা বলব তাতে অনেক গুপ্ত রহস্য বেরিয়ে পড়বে, এবং যে অস্ত্রের সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করব, হয়ত বা সেই অস্ত্রই তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। যথেষ্ট হ'য়েছে, আর কিছু বলতে চাই না—যাও।"

কাঞ্চনলাল—"তুমি কি বলছ ভেবে দেখ। তুমি কি আমাদের একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ।"

যোগেশ—"হাঁ যাও। সাহস হয় ত আমার বিরুদ্ধে যা হয় তাই বলো, কিন্তু আমি তোমাকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি যে বিপদে পড়তে তুমিই পড়বে। আমি এতদিন তোমাদের সম্মান বাঁচিয়ে এসেছি, কিন্তু আর তা করব না।"

কাঞ্চনলাল—"তবে তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এই কথাই তুমি বলতে চাও।"

যোগেশ—"যদি আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে, তবে আদালতে তাহার সদুত্তর দেবো। তার পূর্ব্বে আর আমি কোন কথা বলব না।"

যোগেশ এই কথা বলিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল। কাঞ্চনলালও আমার দিকে আর একবার কটাক্ষপাত করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

---

(১১)

কাঞ্চনলাল সম্বন্ধে যোগেশকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই আমি সে রাত্রে বাসায় ফিরিয়াছিলাম। তিন চারি দিন গত হইয়াছে, যোগেশের সঙ্গে আর দেখা করি নাই। আজ প্রাতে মনোরমার লোক আসিয়া এক পত্র রাখিয়া গিয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে মনোরমা আজ সমস্ত দিন আমার জন্য অপেক্ষা করিবে এবং বিশেষ কার্য্যের জন্য আজই মনোরমার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। এ সংবাদ যোগেশ বা মৃণাল কেহ না জানিতে পারে এরূপ কথাও লেখা আছে। আমি প্রাতেই মনোরমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মনোরমা আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "দেবেন, সে রাত্রে তোমার সঙ্গে একটু মনান্তর ঘটেছিল। তখন আমার মনটা তত ভাল ছিল না। আশা করি, সে সব কথা তুমি মনে স্থান দাওনি। দেখ দেবেন, আমি বড় বিপদে পড়ে আজ তোমায় ডেকেছি। ইচ্ছা কর্‌লে এ বিপদ থেকে তুমি আমায় উদ্ধার করতে পার।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তোমার বিপদ কি আমায় বল। সাধ্য থাকে আমি ক্রটি কর্‌বো না।"

মনোরমা,—"আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করে চলে গেছেন।"

আমি—"কোথায় গেছেন,—ত্যাগ কর্‌বার কারণই বা কি ?"

মনোরমা—"সে কারণ এখন আমি বল্‌তে পার্‌বনা, তবে তুমি শীঘ্রই শুন্‌তে পাবে।"

মনোরমার দুঃখে আমার কষ্ট হইল। বুঝিলাম, তাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তাহার স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আরও বোধ হয় অন্য কারণ থাকিতে পারে, যে বিষয় মনোরমা আমার নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। যাহা হউক আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার স্বামী তোমায় কবে ত্যাগ করেছেন ?"

মনোরমা—"আজ চার দিন হ'ল।"

আমি—"আচ্ছা, একথা আমায় বলে তোমার কি লাভ আছে ?"

মনোরমা—"তুমি আমার উপকার কর্‌তে পার। সে দিন রাত্রে একজনের সঙ্গে আমি গোপনে দেখা করে-ছিলাম এ কথা আমার স্বামীর কাণে এসেছে। সে যে কাঞ্চনলাল একথা তিনি জানেন না। তবে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে আমার বিশেষ লজ্জা ও অপমানের কারণ

হ'বে।" আমি উৎসুক হইয়া মনোরমার কথা শুনিতে লাগিলাম। মনোরমা আবেগভরে বলিতে লাগিল, "দেবেন, তুমি বরাবরই আমার ভাল করে এসেছ। যদি ইচ্ছা কর এ বিপদ হতেও তুমি আমায় উদ্ধার করতে পার। এমন দিন অস্‌তে পারে যখন এ বিষয়ে তোমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হ'বে। যদি দরকার হয়, তবে সে রাত্রে আমি তোমারই সঙ্গে দেখা করেছিলাম, এ কথা তুমি বল্‌তে পারনা দেবেন ?"

আমি,—"এত বড় একটা মিথ্যে কেমন করে বল্‌বো ? আমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন কোথায় হবে, কেনই বা হবে !"

মনোরমা—"কাঞ্চনলালের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এ কথা প্রকাশ হলে আমার মাথা কাটা যাবে। তুমি জান, এ লোকটাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। বিশেষ দরকার ছিল ব'লেই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। হত্যা অপরাধে যোগেশের বিচার হবে। সে সময় এমন কতকগুলো কথা উঠ্‌বে, যদ্বারা আমার সম্মান হানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কাঞ্চনলাল তবে যোগেশের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। আমারও বিশ্বাস যে যোগেশ খুন করেছে।"

মনোরমা, "—বিশ্বাস কি—এ নিশ্চিত।"

আমি,—"কেন তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?"

মনোরমা—"বিচারের দিন অনেকগুলো প্রমাণ বেরুবে।"

আমি—"তুমি কিন্তু জান যে যোগেশ এর বিরুদ্ধ প্রমাণ দিতে পারে। তাছাড়া সে জোর করে বলছে যে হত্যার বিষয়ে সে বিন্দুবিসর্গ জানে না।"

মনোরমা—'সেত বলবেই। এরূপ বলা তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার আশা যে এই বিচারে এমন একটা কথা সে বলতে পারবে যাতে করে আমাদের মাথা হেঁট হবে এবং এই আশঙ্কায় তার বিরুদ্ধে হয়ত আমরা কোন প্রমাণ দেবোনা। কিন্তু এটা তার সম্পূর্ণ ভ্রম। আমাকেই প্রমাণ করতে হবে যে হিতেনকে খুন করা হয়েছে এবং যোগেশই একাজ করেছে।"

আমি বিরক্তিস্বরে বলিলাম,—"কারণ তুমি জান যে এই হিতেন তার ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তোমার নামে উইল করে রেখেছে। সংবাদ পত্রে তোমার নাম এখনও জাহির হয়নি বটে, কিন্তু এইরূপ একটা গুজব চার দিকে শোনা যাচ্ছে। হিতেনকে তুমি ভালবাসতে—এখন তার মৃত্যু প্রমাণ করাই তোমার স্বার্থ।"

মনোরমা দৃঢ়স্বরে বলিল, "এর জন্যে যদি আমায় কাটগড়ায় দাঁড়াতে হয় তাতেও আমি পেছপা হব না। তোমার কাছে আমি কেবল এই চাই দেবেন, যে সে রাত্রের কথা তুমি কিছু প্রকাশ করবে না।"

আমি—"তোমার হয়ে আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিতে পারব না, মনোরমা। সে রাত্রে তোমাদের কথা শুনে আমার বেশ ধারণা হয়েছে যে যোগেশের বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করেছ। আমাকে যদি জবানবন্দী দিতে হয়, আমি সত্য বই মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বোনা।"

মনোরমা—"দেবেন্দ্র, আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে, আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। তুমি জান যে আমার স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখে আমার বাপমা তাঁর হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার অবস্থার কথা তোমার অজানা নেই। আমার স্বামীর ঐশ্বর্য্য অলীক স্বপ্ন তা তুমি জান। দেবেন, তুমিও যদি আমায় ঘৃণা কর, তবে আমি আর কার কাছে দাঁড়াব বল।'

আমি, "মনোরমা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি তোমায় ঘৃণা করছি না। বরং তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু মনোরমা, আদালতে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যে বল্‌তে পার্‌ব না। রাজনারায়ণ বাবুকে ফিরিয়ে

আনবার যদি কোন উপায় থাকে ত আমায় বল। আমি তোমার জন্যে সেটা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

মনোরমা,—"তুমি কি নিষ্ঠুর। আচ্ছা দেবেন, তুমি যোগেশকে বাঁচাবার জন্যও আমার প্রস্তাবে রাজী হচ্ছ না।"

আমি—"হাঁ মনোরমা, যোগেশ দোষী নয় এই আমার ধারণা।"

মনোরমা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। গৃহের উজ্জ্বল আলোকে মনোরমার রূপলাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মৃণালের ভগ্নীই বটে। মনোরমা বলিল, "তবে একটা কথা শুন্‌লেই তোমার ভুল বুঝতে পার্‌বে। তোমার মনে আছে, দেবেন, যে একদিন অন্ধকারে যোগেশের বাড়ী প্রবেশ করে যোগেশকে সেখানে দেখেছিলে। তুমি তাকে সন্দেহ করেও তাকে জান্‌তে দাও নি। নীচের তলায় একটা ঘরে প্রবেশ কর্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা করে ছিলে, কিন্তু যোগেশ তোমায় তা করতে কিছুতেই দেয়নি।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তা না হয় হ'ল, কিন্তু তুমি সে কথা কেমন করে জান্‌লে?"

মনোরমা,—"আমি কি করে জান্‌লাম তাতে কিছু যায়

[১২]

আসেনা। তবে এটা জেনে রাখ যে সেই ঘরে হিতেনের শব পড়ে ছিল।”

মনোরমার কথা শুনিয়া আমি বজ্রাহতের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, “এরই দ্বারা যোগেশকে দোষী প্রমাণ করতে চাও। তোমায় কিন্তু দেখাতে হবে যে যোগেশই খুন করেছে।”

মনোরমা,—“সে প্রমাণ অবশ্যই দেবো। তুমি নিশ্চয় জেনো যে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে, এমন ঘটনা বেরিয়ে পড়বে যাতে তুমি অবাক হয়ে যাবে।”

আমি,—“আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জেনে রেখো যোগেশ আমার বন্ধু এবং তাছাড়া মৃণাল তোমার ছোট বোন্।”

মনোরমা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “হায় হতভাগিনী মৃণাল! সে জানে না যোগেশ কত অপরাধী।”

আমি,—“তবে মৃণালকে এ খবর জানিও না। এখন হ'তে তার সুখভঙ্গ ক'রো না।”

মনোরমা—“তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু দেখেন, সে রাত্রে আমি কাঞ্চনলালের সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিলাম, একথাটা তোমায় গোপন রাখতেই হবে।

মার মান, সম্ভ্রম তোমার একটা মুখের কথার উপর নির্ভর করছে। আমি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছি সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবেন, আমার স্বামীকে নিয়ে আমি কত অশান্তি ভোগ করেছি, তা যদি তুমি জান্‌তে, তাহলে আমার উপর এতটা নিষ্ঠুর হতে না। আমার মনে এমন একটা গুপ্ত রহস্য লুকান আছে যে তা প্রকাশ করতে পারলে নিশ্চয়ই আমার উপর তোমার দয়া হত।"

আমি— "সে রহস্যটা কি জান্‌তে পারি কি?"

মনোরমা—"মনে আছে দেবেন, লখিয়া নামে একজন রমণীর বিষয় তুমি আমার নিকট কিছু জান্‌তে চেয়েছিলে। আমি তোমায় মিথ্যে বলে প্রতারণা করেছিলাম। লখিয়ার সঙ্গে কি রকম ভাবে তোমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, এবং কি অদ্ভুত উপায়ে তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল, সে সবই আমি জানি। লখিয়ার জীবন ও মৃত্যুসংক্রান্ত রহস্য আরও জটিল।"

আমি আগ্রহ সহকারে বলিলাম, "মনোরমা! সে সব ঘটনা আমায় ভেঙ্গে চুরে বল। আমার জানবার জন্য বড় কৌতূহল হয়েছে।"

মনোরমা—"সে রাত্রের ঘটনা গোপন রাখ্‌তে প্রতিশ্রুত না হ'লে, আমি সে কথা কিছুই বলব না দেবেন।"

লখিয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় রহস্য মনোরমার জানা আছে এ বিষয় আমার পূর্ব্ব হইতেই বোধ হইয়াছিল। লখিয়া ও ছিতেন একই ফটোগ্রাফে গ্রথিত এই ব্যাপার হইতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। লখিয়া সংক্রান্ত সমস্ত রহস্য আবিষ্কার করাই আমার জীবনের ব্রত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি মিথ্যা আচরণের দ্বারা কাঞ্চনলাল ও মনোরমাকে বাঁচাইয়া আমার বন্ধুকে বিপন্ন করা এবং তাহার মূল্যে লখিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য জ্ঞাত হওয়া—মনোরমার এ প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলাম, "মনোরমা, আমি তোমাকে অন্য যে-কোন বিষয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বল্‌তে কিছুতেই পার্‌ব না।"

মনোরমা,—"তুমিও আমার শত্রুতা কর্‌বে! আজ যদি তুমি আমার নিককট প্রতিশ্রুত হ'তে, তা'হলে তোমায় এমন কথা জানাতাম যাতে তোমার শত্রুরা সহজেই তোমার বশে আস্‌ত। দেবেন্দ্র, তুমি এই দীর্ঘকাল ধরে যে

রহস্য জানবার জন্য কত কষ্টই না সহ্য করেছ, সে রহস্য আজ সরল হয়ে যেত এবং তোমার প্রাণ নিয়ে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র চল্‌ছে তারও হাত থেকে এড়াতে পার্‌তে।"

আমি,—"আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! আমার প্রাণ নেবার ষড়যন্ত্র! কারা এমন কর্‌ছে?"

মনোরমা,—"তোমার বন্ধুরা। যাদের তুমি পরম আত্মীয় ভেবেছ, তারাই তোমার বুকে ছুরি বসাবার চেষ্টা করছে। দেবেন্দ্র, সাবধান! বুঝে কাজ কর। দেখো শেষে যেন অনুতাপ ক'রো না। সামান্য একটা অঙ্গীকারের বিনিময়ে আমি তোমায় এমন অস্ত্র দেবো, যার দ্বারা তোমার শত্রুদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ কর্‌তে পার্‌বে, তারা তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।"

এ সমস্তই মনোরমার চাতুরী। আজ বিপদে পড়িয়া মনোরমা এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাব করিতেছে। আবার সুবিধা পাইলে মনোরমা স্বহস্তে আমার গলায় ছুরি দিতে পারে। আমি প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়া আবার বলিলাম, "মনোরমা, যত বিপদই আসুক না কেন, তোমার প্রস্তাবে আমি কিছুতেই সম্মত হতে পারলাম না। আমায় ক্ষমা কর।"

মনোরমা—"তোমার হৃদয় নাই। তুমি আমায় ধংসের পথে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু তা পারবে না দেবেন্দ্র। আজ হ'তে জেনে রেখো, মনোরমা তোমার প্রধান শত্রু।"

"তবে তাই হোক" বলিয়া আমি মনোরমার নিকট আর অপেক্ষা করিলাম না। দ্বিতল হইতে নামিয়াই নিম্নতলে আসিবার মুখে হঠাৎ এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে আমার হস্ত ধারণ করিল। ফিরিয়া দেখি রাজনারায়ণ বাবু! আমি কিছু বলিবার উপক্রম করিতেই তিনি আমায় চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পার্শ্বের এক কক্ষে আমাকে লইয়া গেলেন। নিঃশব্দে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র, তুমি আমার ব্যবহারে একটু বিস্মিত হচ্ছ, নয়? মনোরমার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আমার মনোমালিন্য ঘটেছে। যাক্ সে কথা—এখন তুমি মনোরমার সঙ্গে কি জন্য দেখা করতে এসেছিলে বলত। সে কি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল?"

আমি কি বলিব হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মৃণালের সম্বন্ধে কিছু কথা ছিল, তাই বলবার জন্য।"

রাজনারায়ণবাবু দুঃখের সহিত বলিলেন, "হাঁ মৃণালের

অদৃষ্ট বড় মন্দ। আমি দেখ্‌ছি তার কপালে অনেক কষ্ট আছে।”

আমি,—“কেন ?”

রাজনারায়ণ বাবু,—“শুনতে পাচ্ছি যোগেশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। এতদিন সে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছিল, তাই নিয়ে অনেক কথা উঠেছে।”

আমি—“বিশেষ কাজের খাতিরে তাকে স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল। এখনত সে ফিরেছে।”

রাজনারায়ণ বাবু,—“হাঁ, হাঁ, তা বেশ জানি। তার মুখ দেখে বুঝতে পারছনা, একটা গুরুতর পাপের ছায়া স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।” হঠাৎ সুর নরম করিয়া তিনি আবার বলিলেন, আচ্ছা “দেবেন, কাঞ্চনলাল বলে একটা লোকের নাম শুন্‌ছি। তাকে তুমি বেশ চেন কি ?”

আমি,—“না, তাকে দুবার মাত্র দেখেছি।”

রাজনারায়ণবাবু,—“তার প্রকৃত পরিচয় কিছু শুনেছ কি ?”

আমি,—“আমি তাকে কাঞ্চনলাল ব’লেই জানি। তার অপর কোন নাম আছে কি না আমি জানি না তবে এটা আমি বেশ বুঝেছি, লোকটার জীবন বড় রহস্যময়। তার কাজগুলোও কেমন জটিল বলে বোধ হয়।”

'রাজনারায়ণবাবু,—"আমারও তাই মনে হয়। অনেক দিন ধ'রে লোকটাকে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। এই কয়দিন ধরে তাকে পাটনায় দেখ্‌ছি। লোকটার প্রচুর অর্থ আছে বলে বোধ হয়, কিন্তু তার কাণ্ডকারখানাগুলো বড়ই সন্দেহজনক। লোকটাকে ডিটেক্‌টিভ বলে কি তোমার সন্দেহ হয় না?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না, তবে লোকটা অসাধারণ, এটা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

রাজনারায়ণ বাবু,—"না দেবেন, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, লোকটার যে পুলিসের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই, এটা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।"

আমি,—"আমার কিন্তু সে ধারণা হয় না।"

রাজনারায়ণবাবু,—"তবে কি তুমি মনে কর, সে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডনীয়।"

আমি,—"তাও ঠিক বল্‌তে পারি না। আমার ধারণা ভুল হ'তে পারে।"

রাজনারায়ণবাবু—"অর্থাৎ সে কথা তুমি আমার কাছে গোপন কর্‌তে চাও।"

আমি,—"একবারে নিশ্চিত না হয়ে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করি না।"

আমি বুঝিলাম রাজনারায়ণবাবু কৌশলে আমার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে চাহিতেছেন। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার আচরণ হইতে এবং মনোরমার সহিত কথাবার্ত্তায় আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, যে প্রকৃত ফল পাইতে হইলে আমার তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ কাঞ্চনলাল সম্বন্ধে রাজনারায়ণবাবুর প্রশ্ন আমার বড়ই সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। রাজনারায়ণবাবু আর কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। আমরা উভয়েই সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, দ্রুত পদে একদিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এইরূপ আকস্মিক ব্যবহারে আমি বুঝিলাম গুরুতর চিন্তার ভার তাঁহার মাথার উপর রহিয়াছে। আমি স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর চিন্তাকুল হৃদয়ে বাসায় ফিরিলাম।

---

(১২)

সে দিন বাসায় ফিরিতে প্রায় বেলা ১টা বাজিয়াছিল। রঘুজী ব্যস্ত হইয়া আমায় সংবাদ দিল—"বাবুজী, আজ একটা জানানা আপনার সঙ্গে মুলাকাত করতে এসেছিল। বড় জরুরি কাম ছিল বলেছিলেন।"

আমি,—"তিনি কোন চিঠি পত্র লিখে দিয়ে গেছেন কি?"

রঘুজী, "না বাবু, তার নাম বলেছিলেন—কার্ড দামনী।"

রঘুজীর কথা আধা বাঙ্গালা, আধা হিন্দি। 'কার্ড-দামনী' নাম ত কখনও শুনি নাই। অনেক চিন্তার পর হঠাৎ মনে হইল কাদম্বিনী নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের একখানি পত্র যোগেশের শয়ন কক্ষে আমি পাইয়াছিলাম। সে পত্রে সুকুমারী নামে কোন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যোগেশকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আমি রঘুজীকে প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা রঘুজী মনে করে দেখ দেখি, তার নাম কাদম্বিনী কি না।"

রঘুজী, "হাঁ বাবুজী আপুনি ঠিক বল্‌ছেন—কানুমিনী।"

আমি, "আচ্ছা সে স্ত্রীলোকটা কেমন, বুড়ী কি ?"

রঘুজী,—"বাবু উয়ার উমের তিশ, পঁয়তিশ ওবে। রঙ একটু কালা আছে। হামি যবে বল্‌লি আপুনি ঘরে না, উ তখন বড় গোলমাল বুঝলেন। আপনাকে একটি খত লিখ্‌তে চাইলেন। হামি কাগজ দিলে। উনি উয়ার উপর কি লিখ্‌লে তা হামি জানে না। পিছে উ খত ছিঁড়ে দিলে।"

আমি,—"আচ্ছা তাঁর কি কাজ, তোমায় কি কিছু বলেছিলেন ?"

রঘুজী, "হামি উনাকে পুছেছিলাম। হামায় কিছু বল্‌লে না।"

আমি—"তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তার টুকরা গুলো আছে কি ?"

রঘুজী—"হাঁ বাবুজি।"

এই বলিয়া রঘুজী সেই পত্রের ছিন্ন অংশগুলি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। আমি রঘুজীকে অন্য কার্য্যে পাঠাইয়া সযত্নে সেগুলিকে টেবিলের উপর সাজাইয়া লইলাম। এত টুকরা টুকরা করিয়া পত্রখানি ছেঁড়া

হইয়াছিল যে সেগুলিকে গুছাইয়া লইতে আমায় অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। পত্রখানিতে লেখা আছে—

"মহাশয়, যে কার্য্যের জন্য আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা আপনার ও আপনার একজন বন্ধুর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পত্রে সে বিষয় লেখা যুক্তি সঙ্গত নয়। আমি বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে স্থানান্তরে যাইতেছি। ফিরিবার সময় আপনার সহিত পুনশ্চ দেখা করিব— ইতি কাদম্বিনী।"

এই কাদম্বিনীর স্বাক্ষরিত যে পত্রখানি আমার দেরাজের মধ্যে ছিল সেখানির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম অক্ষরগুলি তাহারই অনুরূপ। কাদম্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সুকুমারীর সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিতাম এবং সম্ভবতঃ এমন অনেক বিষয় প্রকাশ হইত, যাহাতে আমার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা হয়। যাহা হউক কাদম্বিনী যখন স্থানান্তরে গিয়াছেন তখন তাঁহার ফিরিবার সময় পর্য্যন্ত আমায় অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইবে। স্নানাহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া আমি পুনশ্চ বাহির হইলাম। একটা চায়ের দোকানে একটু ভিড় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একখানা বাঙ্গলা সংবাদ পত্র লইয়া জটলা হইতেছে দেখিয়া আমিও দলের মধ্যে ভিড়িয়া

গেলাম। সংবাদ পত্রখানা হস্তগত করিয়া দেখিলাম বড় বড় অক্ষরে একস্থানে লেখা আছে—

"ভীষণ ষড়যন্ত্র। অদ্ভুত উইল।"

আমি স্তব্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলাম, "এরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। ঘটনা পরম্পরায় বুঝা যাইতেছে হিতেন্দ্রকুমারকে খুন করা হইয়াছে। কোথায় বা কি প্রকারে সে কথা এখনও প্রকাশ পায় নাই। পুলিশ তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে হিতেন্দ্রকুমার স্বীয় প্রাণনাশের আশঙ্কা কিছুদিন যাবৎ করিয়া আসিতেছিলেন এবং সে আশঙ্কার কথা একজনের নিকট প্রকাশও করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি পুলিশের তদন্তের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। আরও এক অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ যে হিতেন্দ্রের মাতা ও নিকট সম্পর্কীয় কয়েকজন আত্মীয় বর্ত্তমান—ইহা সত্বেও হিতেন্দ্র নাকি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি একজন খ্যাতনামা জমীদারের স্ত্রীর নামে উইল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পুলিশ এ বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং একজন লোকের উপর বিশেষ সন্দেহ পড়িয়াছে, আশা করা যায় প্রকৃত অপরাধীকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে।"

মনোরমা যে পুলিশকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া যোগেশকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই রহিল না।

এই বিষয়ে আমারও সাক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজন হইবে তাহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। আমি সংবাদ পত্র খানি টেবিলের উপর রাখিয়া সমবেত ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

একব্যক্তি বলিতেছে, "একটা স্ত্রীলোক যে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, এটা আমি জোর করে বল্‌তে পারি।"

আর একব্যক্তি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বলিল, "আরে, তা আবার নয়। আমি হিতেনবাবুকে বেশ ভাল করে জানি। তিনি তাঁর আত্মীয়দের বঞ্চিত করে একটা স্ত্রীলোকের নামে অমনি উইল করে গেছেন, একথাটা যে বলে বলুক, আমি বিশ্বাস করি না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "দাদা বকাও কেন—আমার আর শুন্‌তে বাকী নেই। হিতেনবাবু একটা স্ত্রীলোকের ভালবাসায় পড়ে, তাকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। আমার কাছে বাবা ঢাক ঢাক, গুড় গুড় নেই। কোন মিয়াকে জান্‌তে আমার আর বাকী নেই।„

চতুর্থ ব্যক্তি সায় দিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ ভায়া,

আমিও শুনেছি—একটা জাঁদরেল গোছের স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ে, তিনি তাকে সব উইল করে দিয়ে গেছেন।"

তৃতীয় ব্যক্তি একটু মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি রাজনারায়ণ বাবুর স্ত্রীর কথা বল্‌ছ ত ?"

চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিয়া এক মুখ হাসিয়া বলিল, "বেঁচে থাক ভায়া, ঠিক বলেছ।"

দলের মধ্যে একজন বাধা দিয়া বলিল, "আরে রাম রাম! অমন কথা মুখে এনো না। হিতেনবাবুর চরিত্র তোমরা জান না, তাই এরকম বল্‌ছ। তিনি কত লোকের সাহায্য কর্‌তেন, কত অসহায় পরিবারকে অন্নবস্ত্র দিয়ে বজায় রেখেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ কথা বল্‌তে গেলে পাপ হবে।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা অবিরাম স্রোতে চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন মীমাংসায় দাঁড়াইল না। শেষে বিরক্ত হইয়া আমি সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক আমার সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ সম্বোধন করিলেন "দেবেনবাবু, নমস্কার।" আমি লোকটিকে চিনিলাম, প্রত্যুত্তরে নমস্কার জানাইয়া বলিলাম, "কে দীনবন্ধুবাবু নয়!" তিনি উত্তর করিলেন, "আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, আমার নাম দীনবন্ধু সরকার।"

এই দীনবন্ধু পূর্ব্বে পুলিশ বিভাগে একজন সামান্ত কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমার পিতার আমলের লোক। এক সময়ে একব্যক্তি প্রায় ১০ হাজার টাকার জাল নোট আনিয়া আমার পিতার ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া লইয়া যায়। পুলিশের অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী অনেক তদন্তের পর যখন কোন সন্ধানই পাইলেন না, তখন এই দীনবন্ধু বাবুই অসাধারণ কৌশলে অপরাধীকে ধরাইয়া দেন। আমার পিতার সুপারিশে সেই সময় হইতেই দীনবন্ধুবাবু পুলিশের সি, আই, ডি বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর, দীর্ঘাকার, হস্তপদাদির অস্থিগুলি সুপুষ্ট, বক্ষঃস্থল বেশ প্রশস্ত। তাঁহার চোখে সোণার চশমা, মোটা মোটা গোঁফ, ফ্রেঞ্চ কাটা দাড়ি।

লখিয়ার সহিত আমার বিবাহের পরদিন হইতে এই দীনবন্ধুবাবুর অনেক সন্ধান লইয়াছি। অনেক দিনের পর তাঁহার দেখা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম, কিন্তু হঠাৎ কোন বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিলাম না। কথা প্রসঙ্গে বুঝিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে একব্যক্তি দিল্লীর এক জুয়েলারকে হত্যা করিয়া তাহার দোকান হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রস্তর ও হীরকাদি লইয়া সরিয়া

পড়িয়াছে। সেই ব্যক্তি সম্প্রতি পাটনায় আছে এবং তাহাকে ধরিবার জন্যই দীনবন্ধুবাবু পাটনায় আসিয়াছেন। আজ সন্ধ্যার পর সেই লোকটার থিয়েটারে যাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য দীনবন্ধুবাবুও থিয়েটারে যাইবেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি অনেক কারণে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ব্যস্তভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি কি মনে করেন, সে লোকটা আজ এখানে আস্‌বে?"

দীনবন্ধু বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাকে আজ আস্‌তেই হবে। এ বিষয়ে আর কোন কথা বল্‌বেন না। যদি আপনার বন্ধু বান্ধব আমার বিষয়ে কিছু জান্‌তে চায়, বলবেন আমার নাম অবিনাশ, আপনার দেশের লোক, এখানে বেড়াতে এসেছি।"

আমি তাঁহার মতলব সহজেই বুঝিলাম। থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—প্রায় ঃ ঘণ্টাকাল অতীত হইতে চলিল। কিন্তু তিনি যাঁহার সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহার কোন খবর নাই। কিছুক্ষণ পরে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম রাজনারায়ণ বাবু এবং তাঁহারই পার্শ্বে কাঞ্চনলাল। তাঁহাদের সঙ্গে

আরও এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, বেশভূষা ভদ্রলোকের মত, আমি কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। রাজনারায়ণ বাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমি বলিলাম, "ঐ লোকটিকে আপনি কখনও দেখেছেন কি ?

দীনবন্ধু বাবু ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কে উনি ? আমি ওঁকে কখনও দেখিনি।"

আমি,—"উনি হচ্ছেন রাজনারায়ণ বাবু, খুব গণ্য মান্য জমিদার।"

দীনবন্ধু বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, পরে বলিলেন, "ওঁর স্ত্রীর নাম না মনোরমা। হাঁ ওঁর নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা ওঁর পাশে ও লোকটা কে ?"

আমি,—"কাঞ্চনলাল বলেই জানি।"

দীনবন্ধু বাবু,—"আচ্ছা দেবেন বাবু, রাজনারায়ণ বাবুদের সঙ্গে আপনার বেশ পরিচয় আছে ?"

আমি,—"হাঁ, কিছুদিন ধরে হয়েছে।"

দীনবন্ধু বাবু আর সে প্রসঙ্গ না তুলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কাঞ্চনলালের সঙ্গে আমার একবার চ'খোচ'খি হইয়া গেল, কিন্তু কেহই কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলাম না। রাজনারায়ণ বাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার

নিকট আসিলেন। দীনবন্ধু বাবুর বিষয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি তাঁহার ছদ্মনামে তাঁহার পরিচয় দিলাম। দীনবন্ধু বাবু মিষ্টালাপে অদ্বিতীয়। রাজনারায়ণ বাবু সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরে দীনবন্ধু বাবু আমার গা টিপিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "ঐ যে ভদ্রলোকটিকে দেখছেন, ওকে দেখে আপনার বোধ হয় কোন রকম সন্দেহ হয় না। ঐ লোকটার সন্ধানেই আমি আজ এখানে এসেছি।"

লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, কেশ ঈষৎ শুভ্র। এবং তাহার সঙ্গে আরও একজন খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠ লোক কথপোকথনে নিযুক্ত আছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির চেহারার মধ্যে এমন একটু স্বতন্ত্র্য ছিল, যা সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায় না। এই ব্যক্তিকে দেখিয়াই দীনবন্ধু বাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার এইরূপ আশ্চর্য্য হইবার কারণ অনুসন্ধান করায় তিনি বলিলেন, "এই লোকটার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ঘোষণা আছে, যে যদি কেউ ওকে ধরিয়ে দিতে পারে, তা হলে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। কাগজে যে ওর ফটো বেরিয়েছিল তা থেকে ও চেহারাটা বদলে ফেল্লেও আমি ওকে চিনতে

পারছি। এই মুহূর্ত্তেই আমার অফিসে ফিরতে হবে। আর একবার ওর ফটোটা দেখে চেহারাটা মিলিয়ে নিয়ে আজই ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আপনি আমার সঙ্গে শীগগির আসুন।"

আমি বাক্যব্যয় না করিয়া দীনবন্ধু বাবুর সহিত বাহিরে আসিলাম। ইঙ্গিত করিতেই একখানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী বেগে ছুটিল। ১৫ মিনিটের মধ্যে সি আই ডি অফিসের ভিতর আসিয়া গাড়ী থামিল। দীনবন্ধু বাবু দ্রুতপদে এক প্রস্তর নির্ম্মিত বড় হলের মধ্য দিয়া আমাকে আর একটি বৃহৎ হলের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারি নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। দীনবন্ধু বাবু বলিলেন, "আমরা আরও এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করতে পারি। এর পূর্ব্বে তারা সরে যাবে না। তারা শেষ পর্য্যন্তই থাকবে।"

তিনি একখানি সূচি পুস্তক বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি একটি নাম বাছিয়া লইলেন। তারপর, "আমি শীগগির আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" এই কথা বলিয়া দুই এক পা অগ্রসর হইবার পরই আবার ফিরিয়া শেলফ হইতে একখানি 'ফটো আলবাম' আমার সামনে রাখিয়া বলিলেন, "এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন অপরাধীর

ফটো আছে, আপনি ততক্ষণ দেখুন।" এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে আর একখানি আলবাম আনিয়া আমার সম্মুখেই নিজে পাতা উল্টাইতে লাগিলেন এবং তাহার মধ্যে যে ফটোখানি তাঁহার উপস্থিত দরকার, সে খানির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মধ্যে হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "কেমন দেখছেন?"

আমি,—"মন্দ নয়। এ গুলি কি সব বিদেশীর ফটো?"

দীনবন্ধু বাবু আলবাম হইতে চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, "হাঁ অধিকাংশই তাই। জাল হইতে খুন পর্য্যন্ত সমস্ত অপ-রাধের জন্য এরা অভিযুক্ত।"

আমি,—"এদের মধ্যে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি?"

দীনবন্ধু বাবু, "না। কাউকে গ্রেপ্তার করা হলেই তার ফটো আলবাম হ'তে তুলে নেওয়া হয়। আর যদি বিশেষ কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করতে বাধা থাকে, তবে তার ফটোর নীচে লাল কালিতে লিখে রাখা হয়।"

আমার হস্তে যে আলবাম খানি ছিল, আমি তন্মধ্যস্থিত ফটোগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহার মধ্যে

কতকগুলি বেশ ভদ্রবেশধারী। এমন কতকগুলি স্ত্রীলোকের ফটো রহিয়াছে যাহা, দেখিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়। তবে অধিকাংশ ফটো পাপের মূর্ত্তিমান চিত্র বলিয়া বোধ হয়। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ দুইখানি ফটোর উপর আমার চক্ষু পতিত হইল, দুইখানিই পাশা পাশি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, লখিয়ার ও আমার ফটো। আমার নিকট লখিয়ার যে ফটো খানি আছে। এখানি তাহারই অনুরূপ। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার নিজের এক খানি ফটো তুলাইয়া ছিলাম। আলবামে আমার যে ফটো খানি রহিয়াছে, ইহা তাহারই নকল। আমরা কি অপরাধে অভিযুক্ত তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লখিয়ার জন্ম মৃত্যু রহস্য এই সি, আই, ডির আলবামে আরও জটিলভাবে প্রকটিত। তাহার ফটোর তলদেশে লাল কালিতে লিখিত আছে—"ওয়ারেণ্ট জারি হয় নাই—মৃত্যু।"

দীনবন্ধুবাবু তখন নিজের কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে আমার দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখেন নাই। ফটো আলবামে আমার ও লখিয়ার ফটো কোথা হইতে আসিল, ইহার তথ্য জানিবার জন্য আমার যথেষ্ট কৌতূহলের কারণ থাকিলেও দীনবন্ধু বাবুকে কোন প্রশ্ন করিলাম না।

তিনি হয়ত এ বিষয়ে কিছু খবর রাখেন নাই, কারণ তাহা হইলে আমাকে এ আলবামখানি সম্ভবতঃ দেখিতে দিতেন না। ঘটনা স্রোতের উপর সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কাঞ্চনলালের ফটোর সন্ধানে তন্ন তন্ন করিয়া আলবামখানি দেখিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাঞ্চনলালের ফটো পাইলাম না। ইতিমধ্যে দীনবন্ধুবাবু একখানি ফটো বাহির করিয়া লইয়া সেখানি পকেটে রাখিলেন এবং ফটো আলবামগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দ্রুতপদে বাহির হইলেন। গাড়ীতে উঠিয়া আমায় বলিলেন "সঙ্গে ওয়ারেণ্ট নিয়েছি, এখনই সে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করব।"

আমি,—"দুজনকেই ?"

দীনবন্ধু বাবু,—"বিশেষ কারণে প্রথম ব্যক্তিকে এখন গ্রেপ্তার করা হবে না। তার সঙ্গীকেই গ্রেপ্তার করব। তবে যতক্ষণ না তারা আলাদা হয়ে যায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তা না হ'লে প্রথম ব্যক্তি পালিয়ে যাবে।"

আমি,—"আচ্ছা আপনার ফটোর সঙ্গে এ ব্যক্তির চেহারার মিল আছে কি ?"

দীনবন্ধুবাবু, "না সম্পূর্ণ নয়। আজ দুবৎসর ধরে লোকটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। চেহারাটা অনেকটা বদলে গেছে, কিন্তু আমার চোখ এড়াতে পারেনি।"

আমি,—"আপনি কেমন করে চিনলেন ?"

দীনবন্ধু বাবু,—"লোকটা দস্তানা পরে থাকলেও তার বাঁহাতের দুটো আঙুল নেই এটা আমি বুঝে নিয়েছি। এই তার বিশেষ চিহ্ন।"

গাড়ী থিয়েটারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তখন জনতা এত অধিক, যে তাহার মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমরা বাহিরেই পায়চারি করিতে লাগিলাম। আরও এক ঘণ্টা পরে থিয়েটারের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। দীনবন্ধুবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিদ্বয়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমার লক্ষ্য সে দিকে ছিল না। আমি কাঞ্চনলাল ও রাজনারায়ণ বাবুর সন্ধান করিতে লাগিলাম। মনোরমা কাঞ্চনলালের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছিল সেই অপরাধে রাজনারায়ণবাবু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আজ আবার সেই কাঞ্চন-লালের সহিত মিলিত হইয়া থিয়েটারে আসিয়াছেন। হয় রাজনারায়ণ বাবু কাঞ্চনলালের সহিত সখ্যের ভাব দেখাইয়া, কোন গুপ্তকথা তাহার নিকট হইতে বাহির করিতে চান, অথবা কাঞ্চনলালই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য রাজনারায়ণবাবুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। রহস্য বেশ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক অনেক সন্ধানের

পরও তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না।

দীনবন্ধুবাবু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "আমার মনে হয়—তারা চলে গেছে।"

আমি,—"তা হ'লে এখন কি করবেন?"

দীনবন্ধুবাবু,—"প্রথম লোকটাকে কোথায় পাব তা ঠিক বুঝ্‌ছি, তাকে পেলেই তার সঙ্গীকে পেতে দেরী লাগবে না। আচ্ছা আপনার বন্ধু রাজনারায়ণ বাবুই বা গেলেন কোথা? তাঁর সন্ধান ত কিছু পাওয়া গেল না। তাঁর সঙ্গের লোকটাকে আপনি চেনেন বলছিলেন না!"

আমি,—"সেই দীর্ঘকায় লোকটার কথা বলছেন, তার নাম কাঞ্চনলাল। তার বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু জানি না। তাকে দু'একবার মাত্র দেখেছি।"

দীনবন্ধুবাবু,—"তাকে বাঙ্গালী বলে বোধ হয় না।"

আমি—"কিন্তু সে লোকটা বাঙ্গালাতেই কথা কয়।"

দীনবন্ধুবাবু—"তার চেহারা থেকে, তাকে পশ্চিমে বলেই বোধ হয়। আমি লোকটাকে এই সহরে আর একবার দেখেছি বলে মনে হয়। তাই তার সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞেস্ করছিলাম।"

আমি,—"আমি তার সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানি যে সে

রাজনারায়ণ বাবু ও তাঁর স্ত্রীর পরিচিত। এর বেশী আর কিছু জানিনা।”

দীনবন্ধু বাবু এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি কৌতুহলী হইয়া বলিলাম “আমি কখনও ওয়ারেণ্ট দেখি নাই। আপনার নিকট যে ওয়ারেণ্ট আছে আমায় একবার দেখাবেন ?”

দীনবন্ধু বাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, “দেবেন বাবু আমাকে মাপ করবেন। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম থাকলে, আপনাকে দেখাতে কোন আপত্তি ছিল না। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাকে ছাড়া অপর কাউকে ওয়ারেণ্ট দেখাবার অধিকার আমাদের নেই।”

আমি—“একটু কৌতূহল ছিল বলেই দেখ্‌তে চেয়েছিলাম। থাক্ আপনাকে আর দেখাতে হবে না। আচ্ছা হিতেন্দ্রকুমার নামে এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে হত্যা করা হয়েছে, সহরে এইরূপ হৈ চৈ পড়ে গেছে। এ বিষয়ে তাদারকের ভার আপনার উপর আছে কি ?”

দীনবন্ধু বাবু—“না ততটা নেই। এ ব্যপারটা আরও জটিল। খুন—অথচ সন্দেহ করবার কিছুই নেই।”

আমি,—“যদি খুনই হবে, তবে তার উদ্দেশ্য কি ?”

দীনবন্ধু বাবু,—"কিছুইত দেখতে পাচ্ছি না।"

আমি,—"কাউকে গ্রেপ্তার করবার কি কোন আশা আছে ?"

দীনবন্ধুবাবু,—"আছে বলেইত শুনেছি। এ বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ কিছু বলবার নেই ; আমি যা কিছু কাগজে পড়েছি।"

আমি—"উইল সংক্রান্ত ব্যাপারটা কি ?"

দীনবন্ধু বাবু—"আশ্চর্য্যজনক বটে! কিন্তু এটা তত গুরুতর নয়! এমন অনেক লোককে স্ত্রীলোকের নামে উইল কর্তে দেখা যায়, হয়ত কোন সম্বন্ধই নেই, কেবল একটু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে এমন কাজ করে ফেলে। অনেক স্থানে সে উইল প্রত্যাহার করতে দেখা যায় এবং কোথাও বা মর্বার পূর্ব্বেই সে সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েও যায়। ভাল কথা, এ উইলে নাকি হিতেন্দ্র সমস্ত সম্পত্তি আপনার বন্ধুর স্ত্রীর নামে লেখা পড়া করে দিয়ে গেছে? আপনি তাহলে হিতেনকে জানতেন ?"

আমি একেবারে ভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলাম, "আমি তাকে একবার রাস্তায় দেখেছিলাম ; মনোরমা তার সঙ্গে আমার একটুমাত্র পরিচয় করে দিয়েছিল !"

এ বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া দীনবন্ধু বাবু বিদায় লইলেন।

দীনবন্ধু বাবুর আচরণে আমার একটু সন্দেহ হইল যে, যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তিনি এতটা ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন, বোধ হয় তাহাকে ধরা তাঁহার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমার উপরও তাঁহার সন্দেহ থাকিতে পারে। হয় ত যে রাত্রে যোগে-শের বাড়ীতে সেই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়—সেই রাত্রে আমাকে যোগেশের বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতে কেহ দেখিয়া থাকিবে। আমাকেই গ্রেপ্তার করিবার ওয়ারেণ্টই বোধ হয় দীনবন্ধু বাবুর পকেটে ছিল। যে আলবামের মধ্যে আমার ও লখিয়ার ফটো ছিল, বোধ হয় ইচ্ছা পূর্ব্বকই দীনবন্ধু বাবু আমাকে তাহা দেখিতে দিয়া থাকিবেন। যে কোন প্রকারেই হউক, আমি মোটেই নিরাপদ নহি এ কথা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিল!

---

(১৩)

সংসারে যাহা কিছু সুন্দর আছে তন্মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্যই বিধাতার অন্যতম সৃষ্টি। মৃণালের সৌন্দর্য্য শান্ত ও স্নিগ্ধ, তাহাতে উত্তেজনা বা উদ্দীপনা নাই। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবে এরূপ মাধুর্য্য আছে যাহা রমণীকুলে দুর্লভ, তাহার কথাগুলি এত মধুর, যে তাহাতে সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। তাহার হাসিটুকু সরল ও ভাবব্যঞ্জক। একাধারে এত গুণ কোন রমণীতে সচরাচর দেখা যায় না। এ হেন রমণী যে সংসারে আছে, তাহা সুখের আগার ও চির-শান্তিময়। কিন্তু হায়! বিধাতা বিরূপ হইলে, সকলই বিষময় হইয়া উঠে। যোগেশের তাহাই হইয়াছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কায় সে সর্ব্বদা ত্রস্ত। যোগেশকে নির্দ্দোষ ভাবিয়া তাহার পক্ষ কোনরূপে সমর্থন করা যায় কি না এ কথা শতবার ভাবিয়াছি। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণের উপর প্রমাণ নাই। আমি নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করি কেমন করিয়া! যোগেশের গৃহে স্বচক্ষে দেখিয়াছি—

হিতেনের মৃত দেহ। যোগেশ একটি কক্ষে আমায় কিছুতেই প্রবেশ করিতে দেয় নাই। সেই কক্ষে ঐ মৃত দেহ লুক্কায়িত ছিল, এ কথা মনোরমাও আমায় বলিয়াছে। এরূপ কৌশলে হিতেনের মৃত দেহ বিলুপ্ত হইয়াছে যে, আমার চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া যোগেশকে অপরাধী সাব্যস্ত করার দ্বিতীয় প্রমাণ আর নাই। তবে যদি দুর্বৃত্ত কাঞ্চনলাল মনোরমার সাহচর্য্যে যোগে-শের বিরুদ্ধে জটিল চক্রান্ত করিয়া থাকে তাহা ত আমার বিদিত নাই। দীনবন্ধু বাবুর সহিত সেই ঘটনার পর আরও কয়েক বার দেখা হইয়াছে। কিন্তু যোগেশের বিরুদ্ধে আর কোনও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি না, প্রকারান্তরে এই কথা জানিবার বিস্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন আভাষই পাই নাই। মনোরমাকে মাসাবধি দেখি নাই। রাজনারায়ণ বাবু বা কাঞ্চনলালের কোন সন্ধান নাই। যোগেশের বাড়ী শূন্য পড়িয়া আছে; মৃণালের কোন খবর নাই; ছায়াবাজীর মত কে কোথায় চলিয়া গেল, ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলাম না।

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, ভগ্ন হৃদয়ে এক সোফার উপর বিশ্রাম করিতেছি। তখন সন্ধ্যা, লথিয়ার স্মৃতি একে একে আমাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল; তাহার

ফটোখানি বাহির করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। নিওয়ার শেষ বিদায় দিনে লখিয়ার ছল ছল নয়ন দুটী এই চিত্রপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তাহার ওষ্ঠ দ্বয় অভিমানে স্ফীত ও কম্পিত হইয়া উঠিল; অতীতের সহস্র স্মৃতি একত্র হইয়া মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। সেই পার্ব্বত্য উপত্যকায় লখিয়ার সহিত বিশ্রম্ভালাপে যে কয়টি সুখময় দিন অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা আর ফিরিবার নয়! তারপর শয়তান কাঞ্চনলালের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ এবং মনোরমার বাড়ীতে লখিয়ার সহিত আমার প্রথম ও শেষ বন্ধন, তাহার শীতল ওষ্ঠাধরে বিদায়ের শেষ চুম্বন! যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই মন আকুল হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, দুর্ব্বলতা আসিয়া আমার মনকে অধিকার করিতেছে, আমার কার্য্য সিদ্ধির পথে তাহা অন্তরায় হইবে। ভাবিয়া লখিয়ার ফটো দেরাজের মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

খেয়ালের বশে মনোরমার ও যোগেশের বাড়ীর দিক দিয়া একবার ঘুরিয়া আসিব এই অভিপ্রায়ে বাহির হইলাম। যোগেশের বাড়ী তালা বন্ধ, মনোরমার বাড়ীও তাই। কোন কিছুর সন্ধান না পাইয়া মনোরমার বাড়ীর পিছন দিয়া যে রাস্তা গিয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই রাস্তার দুই-ধারে বড় বড় গাছ, দূরে দূরে এক একটি ল্যাম্প পোষ্ট। সুতরাং মাঝে মাঝে আলোকের বন্দোবস্ত থাকিলেও অধিকাংশ স্থানেই অন্ধকার। এ রাস্তায় সাধারণতঃ লোক চলাচল বেশী নাই, রাত্রি ৮টা ৯টার পর একবারে নীরব। রাস্তার দুই পার্শ্বে মাঝে মাঝে বাদসাহী আমলের দুই একটা জীর্ণ-অট্টালিকা অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! মন্থর গতিতে এই রাস্তা ধরিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখি আমার নিকট হইতে প্রায় দুইশত হাত দূরে একটি ল্যাম্পপোষ্টের তলায় দুইজন ভদ্রলোক ব্যগ্রভাবে কথোপকথন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে চারিদিক দেখিয়া লইতেছে। তখন রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। আমাকে পাছে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে আমি এক বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। অতি সন্তর্পণে বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, তাহাদের মধ্যে একজন দ্রুত পদে সোজা রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল। অপর ব্যক্তি রাস্তার অপরপার্শ্বে গিয়া বরাবর নামিয়া গেল, তার-পর তাহাকে আর দেখা গেল না। ল্যাম্পের আলোক তাহার মুখের উপর হঠাৎ প্রতিফলিত হওয়ায় চিনিলাম যে সে কাঞ্চনলাল। প্রথম ব্যক্তিকে চিনিতে

পারিলাম না। এই অন্ধকারে কাঞ্চনলাল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করিবার জন্য অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়াও লোকটির যখন কোন সন্ধান পাইলাম না, তখন আবার সেই রাস্তা ধরিয়া ফিরিতে লাগিলাম। তাহারা যে স্থানে মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি চিহ্নিত করিয়া লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রভাতে আবার সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বের কিছু নিম্নে একটি সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পাইলাম। দুই-ধারে ভুট্টার ক্ষেত। এই সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া কিছুদুর যাইতেই বামদিকে একটি প্রকাণ্ড বাগান এবং এই বাগানের মধ্যে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। বহু-প্রাচীন হইলেও বাড়ীখানির কোন অংশ বিশেষ বিধ্বস্ত হয় নাই এবং বাহির হইতে যতদূর বুঝা যায় বাড়ীখানি বহুদিনের পরিত্যক্ত। সেই সূক্ষ্ম পথ আরও কিছুদুর গিয়া গঙ্গা সৈকতে বিলীন হইয়াছে। এই বৃহৎ বাড়ীখানি কাহার তত্ত্বাবধানে আছে জানিবার জন্য ফটক দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিতেই বামদিকে একখানি ক্ষুদ্র ঘর। ইহার অঙ্গনে খাটিয়ার উপর এক শীতের বৃদ্ধ সমাসীন রহিয়াছে দেখিলাম। লোকটা এদেশীয় ব্রাহ্মণ,

বাড়ী ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত। ডাল রুটি ধ্বংস করা ছাড়া তাহার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না। কথায় কথায় বুঝিলাম পশ্চিম অঞ্চলের একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ঐ বাড়ী ছয় মাস পূর্ব্বে ভাড়া লইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আসিয়া বাস করে নাই; মধ্যে মধ্যে আসিয়া ২।১ দিন মাত্র থাকিয়া চলিয়া যায়।

এই বাড়ীর ভিতরটা দেখিবার আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিল। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দ্বারবানের হাতে গুঁজিয়া দিলাম। সে একগাল হাসিয়া মহা আনন্দে আমায় বন্দীকি জানাইল এবং আমায় সঙ্গে লইয়া বাড়ী ও বাগানের চতুর্দ্দিক দেখাইল। বাড়ীর ভিতরকার অংশ দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলে সে ব্যক্তি বলিল যে তাহার হুকুম নাই—বাড়ীর চাবিও তাহার কাছে নাই! বেশী ঔৎসুক্য দেখাইলে পাছে তার সন্দেহ হয়, এই ভয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম! বাজারে আসিয়া নানারকমের কতকগুলি চাবি ক্রয় করিয়া বাসায় ফিরিলাম; গতরাত্রে কাঞ্চনলাল সেই সূক্ষ্মপথ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, উক্ত বাড়ীখানি ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাঞ্চলের একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ভাড়া

লইয়াছে, কাঞ্চনলালকেও প্রথম সাক্ষাতের পর আবার যখন পাটনায় দেখিলাম, তাহার পর প্রায় ছয়মাস গত হইয়াছে এবং কাঞ্চনলালও একস্থানে ২।১ দিনের বেশী থাকে বলিয়া বোধ হয় না—এই সমস্ত ঘটনাক্রম হইতে কাঞ্চনলালের ঐ বাড়ীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব এইরূপ একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল! যে-কোন উপায়ে হউক, ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ভিতরকার ব্যাপার একবার দেখিয়া আসিবার বাসনা বলবতী হওয়ায় আমি রাত্রি ১১টার পর ঐ বাড়ীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দুইটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত দ্বারবান ক্ষণেকের জন্য নাসিকা গর্জ্জন থামাইয়া, "কোন হ্যায়রে" বলিয়া নিদ্রাবিজড়িত স্বরে একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। নাসিকার গর্জ্জন আবার চলিতে লাগিল কিন্তু সেই কুকুর দুটা অনবরত ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল! এই ফটকের নিকট অধিকক্ষণ দাঁড়ান নিরাপদ নয় ভাবিয়া, আমি বাগানের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বাড়ীর পশ্চাৎভাগে আসিলাম। ভিতর হইতে একটা গাছ প্রাচীরের উপর দিয়া বাহিরে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। এই গাছের একটি শাখা অবলম্বন করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলাম। বাগানের মধ্যে পড়িয়া

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। পরে ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর খিড়কির নিকট আসিলাম। ভয় জিনিষটা আমার কখনও কোন কাজে বাধা দিতে পারে নাই,কিন্তু এই নির্জ্জন স্থানে এত বড় একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আমার গা ছম ছম করিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া পকেট ল্যাম্পটি জ্বালিলাম। যাহাতে এই আলোর দিকে আর কাহারও লক্ষ্য না পড়ে সেইভাবে ল্যাম্পটি ধরিলাম। পকেট হইতে চাবিগুলি বাহির করিয়া একটির সাহায্যে খিড়কির দরজা খুলিলাম। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই এক প্রশস্ত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। দরদালানের সারি সারি দরজাগুলির মধ্যে একটিতে বাহির হইতে তালা দেওয়া, বাকীগুলি ভিতর হইতে বন্ধ, অনেক কষ্টে তালা খুলিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার বুক ধরাস্ ধরাস্ করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এইরূপ অভিযানের ফলে একদিন যোগেশের গৃহে হিতেনের মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম। এবার আবার কি দেখিতে হয় জানি না। পকেট ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোর সাহায্যে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অনেক দিন বন্ধ থাকার কারণেই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক আমার নাসারন্ধ্রে একরকম বিট্‌কেল গন্ধ

প্রবেশ করিতে লাগিল। এই হলটির আয়তন দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এতবড় হল আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সাজ সরঞ্জাম কিছুই নাই; বড় বড় দুইচারি খানা পিকচার দেওয়ালে টাঙ্গান আছে মাত্র। সেগুলি মাকড়সার জালে ছাইয়া গিয়াছে। কতকাল যে এ বাড়ীতে লোকজন বাস করে নাই, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না: একে একে নিম্নতলের কক্ষগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সাজসরঞ্জাম যাহা কিছু ছিল ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালগুলি এককালে সুন্দর ভাবে চিত্রিত ছিল, বহুমূল্যের কারুকার্য্যের চিহ্নও বিদ্যমান; কিন্তু সে সব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। নিম্নতলের কক্ষগুলি পরীক্ষা করিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল লাগিল; তৎপরে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির ধাপগুলি প্রশস্ত এবং পুরু কার্পেট দ্বারা আবৃত। দ্বিতলে উঠিয়া যে কক্ষটি পাইলাম তাহা অপেক্ষাকৃত বড়। সে কক্ষটি ত্যাগ করিয়া অন্য কক্ষে যাইতেছি, এমন সময় সিঁড়ির ধারের উপর কাহার পদশব্দ শ্রুতি গোচর হইল। আমি তৎক্ষণাৎ ল্যাম্পটি নিভাইয়া দিয়া পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তন্মুহূর্ত্তে এক সুন্দর রমণী মূর্ত্তি আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ক্ষীণালোকে রমণীর মুখমণ্ডল ভাল দেখা গেল না। এই পরিত্যক্ত

প্রাসাদ এই রমণীর আবাস না সে কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। যেরূপ অবাধে রমণী কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে লাগিল তাহাতে এ রমণী নবাগতা বলিয়া বোধ হইল না। একটি সুবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমণী একটি টেবিলের উপর ল্যাম্পটি রাখিয়া দিল। এই কক্ষের পার্শ্বে দেওয়াল সংলগ্ন একটি ছোট কপাট ছিল। রমণী একটি হ্যাণ্ডেল ঘুরাইতেই এই কপাট খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর এক কক্ষ নিঃসৃত উজ্জ্বল আলোক রশ্মি দ্বারা যাবতীয় পদার্থ উদ্ভাসিত হইল। এই কক্ষে প্রবেশ করিতেই রমণী হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল! এই সময়ে আচম্বিতে রমণীর মুখখানি আমার দৃষ্টিপথে পড়ায় আমি সবিস্ময়ে চিনিলাম—মৃণাল! তাহারপ মুখখানি শুষ্ক ও আভাহীন, কুন্তলদাম আলুলায়িত এবং বিশৃঙ্খল, তাহার হাবভাবে উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশমান। কম্পিতপদে আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেই মৃণাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। আমি একলম্ফে তাহার নিকট যাইতেই পশ্চাৎ হইতে এক নিদারুণ আঘাত আমার মস্তকে লাগাতে আমি চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান লোপ হইল। কতক্ষণ

এই অবস্থায় ছিলাম এবং ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম কক্ষটি অন্ধকার, যে কক্ষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম এটি সে কক্ষ নয়। এ কক্ষে আমায় কে আনিল! নিশ্চয়ই মৃণাল নয়। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না! হাত বাড়াইতে বাড়াইতে একটি দরজা পাইলাম, দেখিলাম বাহির হইতে বন্ধ। কি উপায়ে মুক্তি লাভ করি এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। তখন উপরিস্থিত দুই একটি গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রভাতের কনকরশ্মি আসিয়া পড়ায় কক্ষটি সমধিক আলোকিত হইয়া উঠিল। এই কক্ষে আসবাবপত্র বলিতে যাহা বুঝায় এমন কিছুই ছিল না! রাশীকৃত আবর্জনায় কক্ষটি পরিপূর্ণ! বায়ু চলাচলের সম্পূর্ণ অভাববশতঃ উৎকট গন্ধে বায়ু বিষাক্ত! একমাত্র দরজা ভিন্ন বহির্গমনের অন্য পথ নাই, অথচ তাহাও বাহির হইতে রুদ্ধ! গত রাত্রের ঘটনাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে আমার মনে পড়িতে লাগিল। মৃণালের সেই উন্মাদ অবস্থা, তারপর তাহার কি হইল, কেমন করিয়াই বা মৃণাল এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল—ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রে পড়িয়া সম্ভবতঃ মৃণালের এই অবস্থা ঘটিয়াছে! এখন উপায় কি—নিজের মুক্তির

পথও ত দেখিতেছি না। এই কক্ষে অধিকক্ষণ থাকিলেও বিপদের আশঙ্কা আছে। গত রাত্রের আঘাতের দরুণ মস্তকে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম; বোধ হয় আমাকে মৃত ভাবিয়া এই কক্ষে কেহ ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। নানারূপ দুশ্চিন্তায় আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিলে কেহ আমার সাহায্যের জন্য আসিবে না বরং আরও আশঙ্কার কারণ আছে ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। হঠাৎ একটা উপায় আমার মাথায় ঠেকিল; দেওয়ালের মধ্যে যে কয়েকটি গহ্বর আছে সেগুলি এক একটি ইষ্টকদ্বারা পরস্পর সংলগ্ন। যদি একটা লৌহ দণ্ড পাই, তবে তাহার সাহায্যে কয়েকখানা ইট স্থানচ্যুত করিতে পারিলে, ঐ পথে মুক্তির একটা উপায় আছে। এই আশায় গৃহের আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে ঐরূপ একটা লৌহদণ্ডের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কতকগুলি খালি কাঠের বাক্স, জীর্ণ আসবাবপত্র, পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় নানারূপ বস্তুর মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় এমন একটা কিছু যন্ত্র পাইলাম না। অবশেষে কতকগুলি জীর্ণ পেটরার তলদেশে একটা প্রকাণ্ড পেটরা দেখিতে পাইলাম; পেটরাটি এত ভারি যে সেটিকে কিছুতেই স্থানচ্যুত করিতে পারিলাম না।

ইহার মধ্যে কি আছে জানিবার কৌতূহল হওয়াতে সজোরে দুই একটা পদাঘাত করিলাম। তাহাতেই পেটরাটি আলগা হইয়া পড়িল; একটা বিট্‌কেল পচাগন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; রুমালদ্বারা নাসিকা বন্ধ করিয়া একটা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা একটু জোরে চাড় দিতেই পেটরার ঢাকনি খুলিয়া গেল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম! দেখিলাম, কোন মানুষের মৃতদেহ তন্মধ্যে রহিয়াছে, তাহা হইতে মাংস গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে এবং অজস্র কৃমি, কীট তাহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে! কক্ষমধ্যে গহ্বরপথে যে আলোক প্রবেশ করিতেছিল, তাহাতে এই মৃত দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া দেখা গেল না। সে দৃশ্য আর অধিকক্ষণ দেখিতে না পারায় আমি তাড়াতাড়ি ঢাকনি ফেলিয়া দিলাম। তারপর সেই আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে হঠাৎ একটা লোহার গরাদ আমার দৃষ্টিপথে পড়িল—বুঝিলাম তাহা ভগবানের দান। কাল বিলম্ব না করিয়া কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্‌স ও অন্যান্য আসবাবপত্র স্তরে স্তরে সাজাইয়া একটা মাচার মত করিয়া লইলাম! তাহার উপর আরোহণ করিয়া সেই লৌহদণ্ডের

সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে দুই একটা ইঁট সরাইয়া ফেলিলাম। কোনক্রমে নিষ্ক্রমণের একটা পথ হইলে আমি সেই পথে হলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলাম। কেহ আমার গতিরোধ করিল না, সব নীরব নিস্তব্ধ! রুদ্ধশ্বাসে নিম্নতলস্থিত হল হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় উপর হইতে একটা অমানুষিক শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! মনে হইল কোন রমণীর কাতর আর্ত্তনাদ! মৃণালের কথা মনে পড়ায় ব্যাপারটা একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু আর সাহসে কুলাইল না। খিড়কির দরজায় পূর্ব্ববৎ তালা বন্ধ করিয়া দিয়া পূর্ব্বপথে বাগানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এবারও আমায় কেহ দেখিতে পায় নাই।

---

(১৫)

দুর্ব্বল ও অবসন্ন দেহে বাসায় ফিরিবার পর আমার প্রথম ইচ্ছা হইল যে দীনবন্ধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গতরাত্রের সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বিবৃত করিব এবং দরকার হয়ত সেই সঙ্গে আমার জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিতেও আর কুণ্ঠিত হইব না। ঘটনাসমূহ যেরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে হয়ত এ জীবনে কোন মীমাংসাই হইবে না এবং মৃণালকেও আশু বিপদ হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এইরূপ সংকল্প স্থির করিয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তনের জন্য ড্রয়ার খুলিতেই দেখিলাম তন্মধ্যস্থিত কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং যোগেশের কক্ষে যে সমস্ত চিঠিপত্র পাইয়াছিলাম সেগুলি অপসারিত হইয়াছে। কারণ বুঝিতে না পারিয়া রঘুজীকে ডাকিলাম এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে রঘুজী যাহা বলিল, তাহা হইতে বুঝিলাম আমার অনুপস্থিত কালে একজন পুরুষ ও আর একজন রমণী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, এই কক্ষে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা

করিয়াছিল। তাহাদের আকার প্রকারের বিবরণ যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে আমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে কাঞ্চনলাল ও মনোরমারই এই ঘৃণিত আচরণ। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া দীনবন্ধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশের সি আই ডি অফিসে উপস্থিত হইয়া দীনবন্ধুবাবুকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি বাহ্যিক আড়ম্বর না করিয়া আসল কথাটা একেবারেই পাড়িয়া বলিলাম, "দীনবন্ধুবাবু, একটা নূতন ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই। আপনার এখন সময় থাকে ত সব খুলে বলি।

দীনবন্ধুবাবু একটু ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা শোনবার আমার যথেষ্ট সময় আছে এবং আমার দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়, তা করতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।"

হিমালয় উপত্যকায় লখিয়ার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মনোরমার বাড়ীতে আশ্চর্য্যরূপে লখিয়ার সহিত আমার বিবাহ সংঘটন এবং সঙ্গে সঙ্গে লখিয়ার মৃত্যু—এই সমস্ত বিবরণ এক নিশ্বাসে বলিয়া

গেলাম। দানবন্ধুবাবু অবনত মস্তকে শুনিতে লাগিলেন। তারপর লখিয়ার ফটোগ্রাফ, আবার একই ফটোগ্রাফে লখিয়া ও হিতেনের ফটো এবং লখিয়ার ফটোগ্রাফের নিম্নভাগে, "অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে," ইত্যাদিরূপ হেঁয়ালির কথা সবিশেষ জানাইলাম। হিতেনের নাম করিতেই দীনবন্ধুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, এবং আমায় বলিলেন, "দেবেনবাবু, লখিয়ার ফটো আপনার কাছে এখন আছে কি ?"

আমি ফটোগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। সেগুলি তাঁহার হাতে দিতেই তিনি লখিয়ার স্বতন্ত্র ফটোগ্রাফখানির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ললাটদেশ কুঞ্চিত করিলেন—চিন্তার মেঘ তাঁহার ললাটে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। আমি কিছুমাত্র গোপন না করিয়া কিরূপে যোগেশের গৃহে হিতেনের মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম ও পরদিন রাত্রে পুনশ্চ সেখানে গিয়া, হত্যার শেষচিহ্নটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত দেখিলাম এবং যোগেশ আমায় একটী কক্ষে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দেয় নাই—এ সমস্ত বৃত্তান্ত আমুল বিবৃত করিলাম। দীনবন্ধুবাবু একখানি কাগজে সংক্ষেপে সমস্ত লিখিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আপনার কি মনে হয় যোগেশ-বাবু ঐ ঘরে হিতেনের মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছিলেন ?'

আমি,—"যা ঘটনা তা আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, দীনবন্ধুবাবু! আমার অনুমানের কথা কিছু বল্‌তে চাই না। তবে শুনেছি যোগেশ পাটনা হ'তে আবার চলে গেছে।"

দীনবন্ধুবাবু,—"হাঁ, সে খবর আমরা জানি। তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অন্তর্দ্ধান হয়েছেন।"

আমি, — "তবে আপনিও যোগেশকে সন্দেহ করেন?"

ইহার উত্তরে কিছু না বলিয়া দীনবন্ধুবাবু একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

আমি—তারপর এক ভগ্নগৃহে মনোরমা ও কাঞ্চনলালের মধ্যে যে কথোপকথন শুনিয়াছিলাম তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া গেলাম। গতরাত্রের আশ্চর্য্যজনক অভিজ্ঞতার কথাও বলিলাম এবং মৃণালের অবস্থা ও বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলাম। দীনবন্ধুবাবু সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেবেনবাবু, গতরাত্রে আপনি যে বাড়ীটার মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই বাড়ীটায় আজই রাত্রি ১২টার পর খানাতল্লাসী করব। ইতি মধ্যে কোন ব্যক্তি সে বাড়ীতে প্রবেশ করে কিনা, বা কেউ সেখান

হ'তে বাইরে যায় কিনা, এ বিষয়ে অলক্ষ্যে দৃষ্টি রাখ্‌বার জন্য আমার প্রধান সহচর গঙ্গারামকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।”

আমি,—“যে আজ্ঞে ”বলিয়া তখনকার জন্য বিদায় লইলাম। যথাকালে আবার অফিসে আসিয়া দেখি দীনবন্ধুবাবু প্রস্তুত। আর কালবিলম্ব না করিয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় লইয়া সেই বাড়ীটার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আমারই প্রদর্শিত পথে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। খিড়কির তালা খুলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় তিনি গঙ্গারামকে বলিলেন, “তুমি এইখানেই থাক, যদি কেউ বাড়ী থেকে বা'র হতে চায়, তার গতিরোধ করো এবং একটু সতর্ক ভাবে থেকো।”

নিঃশব্দে হলের দরজা খুলিয়া আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং দ্বিতলস্থিত যে কক্ষে আমি বন্দী হইয়াছিলাম তথায় উপস্থিত হইলাম। যে পেটরার মধ্যে আমি একটি মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম তাহা সেই অবস্থাতেই আছে দেখিলাম। আমার সাহায্যে দীনবন্ধুবাবু সেই পেটরাটি উপুড় করিয়া তন্মধ্যস্থিত মৃতদেহ মেঝের উপর ফেলিলেন। সে দৃশ্য অতি ভয়াবহ! সেই গলিত শবদেহের উপর হস্তস্থিত চোরাল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক সম্পাতিত করিয়া

দীনবন্ধুবাবু তাহার মধ্য হইতে একটি আঙ্গটি বাহির করিলেন। কতকগুলি ছিন্ন কাগজের দ্বারা ঘষিতে ঘষিতে তাহা স্বর্ণ-নির্ম্মিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনবন্ধুবাবু দেখিলেন তাহার উপর এক মনোগ্রাম খোদিত আছে। আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম "আপনি কি দেখ্‌ছেন ?

দীনবন্ধুবাবু ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "কি আর দেখব! এযে হিতেন্দ্রের শব তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই আঙ্গটিটীর উপর যে মনোগ্রাম আছে তাহা আমার পরিচিত, যে দোকানে এই আঙ্গটি গড়ান হয়েছিল, সেই দোকান হ'তেই এই মনোগ্রামের পরিচয় পেয়েছিলাম। এখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে হিতেনকে হত্যা করা হয়েছে।"

আমি,— "কে হত্যা করেছে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন ?'

দীনবন্ধুবাবু,—"যা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তা অনুমান মাত্র, ঠিক না জানা পর্য্যন্ত কিছু বলব না।" সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধুবাবু ঐ বাড়ীর অপর কক্ষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইলেন। তারপর যে কক্ষে আসিয়া মৃণাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং আমিও পশ্চাৎ হইতে

ভীষণ আঘাতে ধরাশায়ী হইয়াছিলাম, সেই কক্ষের পার্শ্ব-দেওয়াল-সংলগ্ন ক্ষুদ্র কপাটটির নিকট আসিয়া দীনবন্ধু বাবু স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে হস্তস্থিত ল্যাম্পটি আমার হস্তে দিয়া সজোরে সেই কপাটের উপর দুইবার পদাঘাত করিতেই ভিতরকার খিল ভাঙ্গিয়া কপাট খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ প্রকাশ পাইল। আমার হাত হইতে ল্যাম্পটি পুনরায় লইয়া দীনবন্ধু বাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন—এবং আমরা উভয়েই দেখিলাম একটি ছোট খাটের উপর এক রমণী মূর্ত্তি শায়িতা রহিয়াছে। আমি একটু অগ্রসর হইয়াই চিনিলাম—মৃণাল। মৃণাল আমাদিগকে দেখিয়া উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিল। তদবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। গত রাত্রে তাহার যে অবস্থা দেখিয়াছি, এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর, সে একবার উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সেই হাসি কাতর ক্রন্দনে পরিণত হইল। আবার মুহূর্ত্ত পরেই তাহার চক্ষু স্থির ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দূর হ শয়তান, আমাকে আর জ্বালাতন করিসনে।

আমায় মরতে দে।" এইরূপ বলিয়াই দুই হস্তে জোর করিয়া নিজের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। দীনবন্ধু বাবু তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া মৃণালের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু তখন মৃণালের শক্তি এত অধিক যে দীনবন্ধুবাবুর পক্ষেও একা তাহাকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং আমি তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলাম। উভয়ের সমবেত শক্তির দ্বারা মৃণালকে শয্যার উপর শয়ন করাইলাম। বুঝিলাম মৃণালের উন্মাদ অবস্থা। এ অবস্থায় তাহাকে বেশীক্ষণ রাখা যাইবে না বিবেচনা করিয়া দীনবন্ধুবাবু পকেট হইতে এক জোড়া হ্যাণ্ডকফ্ বাহির করিয়া মৃণালের হস্তে পরাইয়া দিলেন। উন্মাদ অবস্থায় বোধ হয় মৃণাল আমাকে চিনিতে না পারিয়া আমাদিগকে তাহার শত্রু মনে করিয়াছে, সেই জন্য আমাদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এইরূপে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে। দীনবন্ধুবাবু তদবস্থায় মৃণালকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, "আমি শীঘ্র আস্‌ছি, আপনি কিছুক্ষণ এখানে থাকুন—" এই কথা বলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। প্রায় ১৫ মিনিট পরে গঙ্গারামকে সঙ্গে লইয়া আবার তিনি উপস্থিত হইলেন। তারপর ধরাধরি করিয়া আমরা তিনজনে মৃণালকে বাটীর

বাহিরে লইয়া আসিলাম এবং যে পথে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাগানের মধ্যে পড়িয়াছিলাম, সেই পথেই অতি যত্নের সহিত মৃণালকে অপর পারে লইয়া গেলাম—মৃণালের তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থা। প্রাচীরের কোলেই একখানি রবারটায়ার সংযুক্ত ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এই কয় মিনিটের মধ্যে দীনবন্ধু বাবু কিরূপে এতটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন তাহা বুঝা গেল না। মৃণালকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আমি তাহাকে ধরিয়া রহিলাম। দীনবন্ধুবাবু গঙ্গারামকে সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে মতেয়ান রাখিয়া গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিয়া আমাকে বলিলেন, "দেবেনবাবু, এ ঘটনা বড় অদ্ভুত স্বীকার করতে হবে। আপনার বন্ধুপত্নীকে এরূপ ভাবে বন্দী করে রাখার মধ্যে গূঢ় কোন অর্থ আছে। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন পূর্ব্বে কখনও এঁর কোনরূপ উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা গেছে কি না?"

আমি,—"না কখনই না।"

দীনবন্ধুবাবু,—"তা হলে হঠাৎ কোন বিশেষ আশঙ্কা, ভয় বা মনোকষ্টের জন্ত এঁর এরূপ অবস্থা ঘটে থাকবে। একটু সেবা শুশ্রূষা করলেই ইনি শীঘ্র সেরে উঠবেন।

যোগেশবাবু অন্তর্দ্ধান হয়েছেন—এখন এঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য আপনার বাসাতেই এঁকে রাখা হবে এইরূপ স্থির করেছি। আপনার বাসায় মেয়ে ছেলে নেই, একজন দাসী এঁর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকবে এরূপ বন্দোবস্ত করে দেবো। তারপর ইনি সুস্থ হলে এঁর কথা থেকেই সমস্ত রহস্য সরল হয়ে আসবে। যাক্ সম্প্রতি আমার একটা খট্‌কা দূর হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ওয়ারেণ্টও স্থগিত রইলো।"

আমি—"কাকে গ্রেপ্তার করতেন?"

দীনবন্ধুবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনাকে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—"আমার জন্য ওয়ারেণ্ট! কেন আমার কি অপরাধ?"

দীনবন্ধুবাবু পকেট হইতে একটি স্বর্ণখচিত সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন "এই নিন্, এটি আপনারই কেস্ত?"

আমি সবিস্ময়ে চিনিলাম সেটি আমারই সিগারেট কেস্, যোগেশের বাড়ীতে হিতেনের হত্যার দিন ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম—"তবে এই সূত্র হতে আপনি আমাকেও সন্দেহ করেছিলেন?"

দীনবন্ধুবাবু,—"আপনি কি বোঝেন নি যে আপনারই

উপর এতদিন আমি নজর রেখেছিলাম। আপনার বিবাহিতা স্ত্রী লখিয়ার বিরুদ্ধেও ওয়ারেণ্ট ছিল, কিন্তু কি কারণে সে ওয়ারেণ্ট জারী হয় নি, তা আপনাকে আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। তার বিরুদ্ধে কি অপরাধ ছিল, সেকথা এখন বলিতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সম্পূর্ণ নিষেধ আছে।"

এতক্ষণে গাড়ী আমার বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঘুজী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল ; কিন্তু তাহার চিরদিনের অভ্যাসক্রমে কোনরূপ আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইল না। রঘুজীর সাহায্যে মৃণালকে বাটীর অভ্যন্তরাস্থিত এক কক্ষে লইয়া গেলাম। সেখানে শয্যা প্রস্তুত করিয়া মৃণালকে শয়ন করাইলাম। দীনবন্ধুবাবু মৃণালের চিকিৎসার ভার একজন সুদক্ষ ডাক্তারের হস্তে দিলেন এবং তাহার পরিচর্য্যার জন্য একজন দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়া আফিসে চলিয়া গেলেন।

---

(১৬)

দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল কিন্তু মৃণালের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। দীনবন্ধুবাবু প্রত্যহ আসিয়া মৃণালের খোঁজ লইয়া যান। ডাক্তার বাবু দুইবেলা আসা যাওয়া করিতেছেন এবং বলেন এ অবস্থায় তাঁহাকে পূর্ব্বকথা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করাইয়া দিলে তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইবে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম মৃণালের একান্ত আবশ্যক। সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি নাই, রঘুজীও অক্লান্ত ভাবে মৃণালের আবশ্যক মত সমস্ত জিনিষ ও আহার্য্য যোগাইয়া আসিতেছে। বেদানার রস ও দুগ্ধ ভিন্ন অন্য আহার্য্য বন্ধ হইয়াছে। তাহার পরিচর্য্যার জন্য যে দাসী নিযুক্ত ছিল সে একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মৃণালের শয্যা পার্শ্বে দিবারাত্র বসিয়া আছে। এইরূপে আরও এক সপ্তাহ অতীত হইল। আরোগ্যের পথে একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা গেল—মৃণাল শান্ত ও গম্ভীর, তাহার পাণ্ডুর মুখে ধীরে ধীরে রক্তের আভা ফুটিয়া উঠিল, চখের শূন্য ভাব কাটিয়া গেল। আজ প্রাতে সে যোগেশের খোঁজ লইয়াছে। তার পর আরও তিন দিন কাটিয়া গেল।

এই তিন দিন মৃণাল অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনরূপ উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তারপর চতুর্থ দিনে মৃণাল শয্যা ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু আবার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। এইরূপে আরও দুইদিন কাটিয়া গেল, শরীরের দুর্ব্বলতা ভিন্ন মৃণালের আর কোন রোগ নাই। আরও এক সপ্তাহ কাল কাটিয়া গেলে মৃণাল এক-রূপ সুস্থ হইয়া উঠিল, তাহার পূর্ব্বজ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিল। এই অবস্থায় মৃণাল একদিন সন্ধ্যার সময় আমায় ডাকিয়া বলিল, "দেবেনবাবু আমি এখন বেশ ভাল হয়েছি। এখন আমায় বলুন আপনার বন্ধু কোথায়? তাঁকে আপনি দেখেছেন কি?"

আমি—"হাঁ মৃণাল, যোগেশের খবর পেয়েছি, সে শীঘ্রই আসবে।"

মৃণাল ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে আমায় শীঘ্র বলুন, পুলিশে নাকি তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ওয়ারেণ্ট বার করেছে এবং চারি দিকে খবর পাঠিয়েছে?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "হাঁ মৃণাল কথাটা সত্য।"

মৃণাল ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হিতেনবাবুর হত্যার অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চায়। তারা হাত

মনে করেছে যে আপনার বন্ধুই হিতেনবাবুকে হত্যা করেছে।"

আমি—"এর প্রমাণও তারা সংগ্রহ করেছে।"

মৃণাল আমার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "আপনার কি তাঁর উপর কোন সন্দেহ হয়?"

আমি—"মৃণাল, যোগেশ আমার বন্ধু। আমার কোন কথা বলা ঠিক নয়।"

মৃণাল—"বুঝেছি, আর কিছু বলতে হবে না। আমাদের কপাল মন্দ, নইলে আপনিও নিতান্ত অনাত্মীয়ের মত তাঁর উপর মিছে সন্দেহ পুষে রেখেছেন। আচ্ছা সত্যই কি তিনি দোষী?"

আমি—"মৃণাল, আমার উপর দুঃখ করো না। যে ডিটেক্‌টিভের উপর তদন্তের ভার পড়েছে, তিনি পুলিশ বিভাগের একজন সুদক্ষ ও বহুদর্শী লোক। তাঁরই তদন্তের ফলে যোগেশের বিরুদ্ধে কতকগুলো অকাট্য প্রমাণ বেরিয়েছে।"

মৃণাল—"কি রকম প্রমাণ?"

আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম, "এমন একজন সাক্ষী আছে যে হিতেনের হত্যার কিছু পরেই যোগেশের বাড়ীতে গিয়ে স্বচক্ষে হিতেনের মৃতদেহ দেখেছে এবং আবার পরদিন গিয়ে

অন্ধকারে যোগেশকে একলা দেখেছে। যোগেশ তখন এই নৃশংস হত্যাকার্য্যের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করতে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি একটা সন্দেহজনক নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, যোগেশ কোন ক্রমেই তাকে সে কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়নি। এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, যোগেশ ঐ কক্ষে তখন হিতেনের শব লুকিয়ে রেখেছিল।"

মৃণাল গম্ভীর স্বরে বলিল,—"একথা প্রমাণ করা কারও পক্ষে সহজ হবে না।"

আমি—"তবে যোগেশ সত্য ঘটনা তোমায় পূর্ব্বেই বলেছে। তোমার বোধ হয় ধারণা যে যোগেশ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ?"

মৃণাল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—"পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যত প্রমাণ দিতে পারে দিক্, আমি কিন্তু তাদের প্রমাণ করে দেব যে, তাঁর পক্ষে এ হত্যা একেবারে অসম্ভব। বড় দুঃখ যে আপনিও সাধারণের চক্ষে তাঁকে দেখেছেন। যখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন হিতেনবাবুর হত্যা বিষয়ে যারা লিপ্ত—তারা যে কত বড় পাষণ্ড তা আপনি বুঝবেন আর আপনার ভুলের জন্য অনুতাপ করবেন! আচ্ছা আপনার বন্ধু এখন কোথায় আছেন আমায় বলতে

পারেন? তাঁকে গ্রেপ্তার করবার আর কত দেরী আছে?"

আমি—"খুব সম্ভব আজই তাকে গ্রেপ্তার করবে, হয়ত এতক্ষণ যোগেশ পুলিশের হাতে।"

মৃণাল একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিল,—"দেবেনবাবু তাহ'লে আর কালবিলম্ব করবার সময় নেই। কাল প্রাতে আপনাকে আমার সঙ্গে এক যায়গায় যেতে হবে। ট্রেনের পথ—সেখানে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। মোকামার কাছাকাছি বরহী নামে একটা ষ্টেশন আছে। সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র পল্লী। সেখানে গেলে আপনি এমন প্রমাণ পাবেন, যাতে আপনার ধারণা সব ওলট্ পালট্ হয়ে যাবে।"

আমি—"যোগেশের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে যদি সন্তোষজনক প্রমাণ পাই, তবে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কিছুই নেই। মৃণাল, এর জন্যে তুমি যেখানেই যেতে বল, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

মৃণাল তাহার কোমল করপল্লব দুখানি আমার হস্তের উপর রাখিয়া করুণ স্বরে বলিল,—"তাহ'লে কালই প্রাতে আমার সঙ্গে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। দেবেনবাবু আপনার স্মরণ হয়, আপনি আমাকে

একবার লখিয়া নামে একজন স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলেন ?"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম,—"হাঁ মৃণাল, আমি এরূপ কথা তোমায় একবার বলেছিলাম বলে মনে হয়।"

মৃণাল—"আপনি কি তার কথা ভুলে গেছেন ?"

আমার স্মৃতি সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিচলিত কণ্ঠে বলিলাম, "না মৃণাল, ভুলতে পারিনি। তাকে যদি ভুলতে পারতাম, তাহলে দিন নেই, রাত নেই অহরহ আমায় এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। লখিয়া আমার শরীরের প্রতি শোণিত বিন্দুতে মিশে আছে। তার কথা আমার অস্থিমজ্জা গত হয়ে গেছে যে মৃণাল!"

মৃণাল মৃদুস্বরে বলিল, "আমি যতদূর জানি লখিয়া আপনাকে প্রকৃত পরিচয় দেয়নি। আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে তার বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন আপনার বন্ধু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পরা আমরা বিশ্রামের জন্য নিজ নিজ শয়ন কক্ষে গেলাম। পরদিন প্রত্যুষে আমি মৃণালকে লইয়া প্রথম ট্রেণে বরহী যাত্রা করিলাম। সূর্য্যাস্তের প্রায় ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা বরহীতে নামিলাম। সেখান হইতে পদব্রজে সেই পল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। ষ্টেশনে কোনরূপ গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল না, সুতরাং একজন কুলী আমাদের পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়াছিলাম। মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম। দুধারে শস্যের ক্ষেত। তখন চৈত্রের শেষ, আলিপথের দুইধারে রবি শস্যের উপর দিয়া ঝুর ঝুরে বাতাস বহিয়া যাইতেছে। পীত ও হরিদ্রা বর্ণের ফুল সুশোভিত ক্ষেত্ররাজি দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে। দূরে দূরে দুই একটা ক্ষুদ্র পল্লী মাঝে মাঝে দৃষ্ট হইতেছে। মাঝে মাঝে এক একটি নব মুকুলিত আম্র শাখায় বসিয়া কোকিল ঝঙ্কার দিতেছে। আজ আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবের মন বুঝি একই তারে বাঁধা। এরূপ না হইলে চির সন্তপ্ত আমার হৃদয় এইরূপ ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত সুর মিলাইয়া সহসা নৃত্য করিয়া কেন উঠিবে! বাঙ্গালা দেশের সহিত তুলনায় এ অঞ্চলের বাতাসের মধ্যে একটু বেশী স্নিগ্ধতা অনুভব হয়। বোধ হয় এমন স্বাস্থ্যকর হাল্‌কা হাওয়া বাঙ্গালার কোথাও নাই। মৃণালের পথ হাঁটা কখনও অভ্যাস নাই—তাই পাছে মৃণালের কষ্ট হয় সেই জন্য আমরা মন্থর গতিতে চলিতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমাদের অভিষ্ট পল্লীতে উপস্থিত

হইলাম। পল্লীটি ক্ষুদ্র হইলেও পরম রমণীয়। অসীম শূন্যের মধ্যে এরূপ নিভৃত, শান্ত ও স্নিগ্ধ পল্লী আর কখনও দেখি নাই। নিওরার চিত্র আমার মানস পটে একবার চকিতে ভাসিয়া উঠিল। পল্লীটিও সৌন্দর্য্যে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। উহার নাম মায়াপুর। মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দীঘি, কাক-চক্ষু জল থই থই করিতেছে— নাম মায়াসাগর।

তাহারই চারিপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কুটীর মায়াপুরের পূর্ণতা সাধন করিতেছে। মায়াপুর বলিতে ইহার অধিক আর কিছু বুঝায় না। যখন মায়াপুরে প্রবেশ করিলাম তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া দীঘির কালজলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আমি স্তম্ভিত হইয়া মায়াসাগরের স্থির, গম্ভীর শোভা কিছুক্ষণ দেখিলাম— সারা বাঙ্গালায় এরকম একটা দীঘি কুত্রাপি আমার নয়ন গোচর হয় নাই। যেদিকে তাকাই কেবল স্বাস্থের লক্ষণ— এই পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে একজনকেও দেখিলাম না যাহার শরীরে অসুস্থতার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সকলেরই দৃষ্টি সরল, অমায়িক ও উদার। আমি একমনে মায়াপুরের সুখ, শান্তির কথা ভাবিতে লাগিলাম। মৃণাল একজন রমণীকে নিকটে ডাকিয়া তাহাকে কাদম্বিনীর

গৃহের কথা প্রশ্ন করিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। সেই রমণী নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে আমাদিগকে কাদম্বিনীর বাড়ীতে লইয়া গেল। বাড়ী খানি ক্ষুদ্র। তাহাতে মাত্র দুইটি প্রকোষ্ঠ। সাজ সরঞ্জাম কিছু না থাকিলেও অন্নের মধ্যে বড় পরিপাটি ও তৃপ্তিকর। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। উলুখড়ে ঘর দুখানি ছাওয়া, এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই বাড়ীটার প্রাঙ্গণের শোভা দেখিতেছি, এমন সময় একটি প্রকোষ্ঠ হইতে একজন অর্দ্ধ-বয়সী স্ত্রীলোক বাহিরে আসিলেন। অনুমানে বুঝিলাম ইঁহারই নাম কাদম্বিনী। মহানন্দে মৃণালকে রোয়াকের উপর বসিবার আসন পাতিয়া দিয়া কাদম্বিণী আমাকে একটি স্বতন্ত্র আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মৃণাল কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কাদু দিদি, আজ দেবেন বাবুকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এসেছি।"

কাদম্বিণী হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এতদিন পরে তাঁর দর্শন পেয়েছি।"

তারপর একটু অন্তরালে গিয়া মৃণাল ও কাদম্বিনীতে

অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথাবার্ত্তা হইল। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে কাদম্বিনী আমাকে এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং একটি পরিচ্ছন্ন শয্যার উপর বিশ্রাম করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার জলযোগের ব্যবস্থা হইল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আমি শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছি, নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার একটু নিদ্রাবেশ হইয়াছে, এমন সময় এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী আমার শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে রমণীর মুখের আভাস যতটুকু পাইলাম, তাহাতে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—বিস্ময় ও পুলকের প্রবল তরঙ্গে আমার মন ভাসিয়া গেল—আমি আত্মসংযম হারাইয়া শিথিলভাবে শয্যার উপর পড়িয়া গেলাম। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সংজ্ঞা লোপ পাইল। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম রমণী আমার বক্ষের উপর মুখ রাখিয়া আমারই শয্যা প্রান্তে পড়িয়া আছে—তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া তপ্ত অশ্রু আমার বুকের উপর বহিয়া যাইতেছে। মুখ তুলিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলাম—

দেখিলাম ভ্রম নয়—মায়া নয়—এ সত্য সত্যই লখিয়া! একি প্রহেলিকা! স্বচক্ষে দেখিয়াছি লখিয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া জগতের নিকট হইতে চির দিনের জন্য বিদায় লইয়াছে। সেত মাত্র তিন বৎসরের কথা, সে দৃশ্য এখনও আমার সম্মুখে জ্বল জ্বল করিতেছে—সে কি ভুলিবার? তবে কি আমি পাগল হইলাম! একি দেখিতেছি! সেই মুখ, সেই কান্তি—সেই সুকোমল অঙ্গস্পর্শ! অনেক কষ্টে ডাকিলাম—"লখিয়া!"

বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর আসিল—"প্রভু, প্রাণেশ্বর!"

আর না—এ স্বপ্ন হইলেও বড় সুখের স্বপ্ন! এ লখিয়া! ভ্রম হইলেও বড় উন্মাদ করা ভ্রম! গাঢ় আলিঙ্গনে লখিয়াকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম—অধরে অধর আবার মিলিত হইল, শিরায় শিরায় আবার বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শরীর শিথিল হইয়া আসিল—নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল—নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কে বলিতে পারে? কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে লখিয়া আমার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও উঠিলাম। বাতায়ন পথে দেখি বাসন্তী জ্যোৎস্নায় ধরাতল প্লাবিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ নূতন বেশে আমার চক্ষে দেখা

দিয়াছে—সবই আবার মধুময় হইয়া উঠিয়াছে—সুধা-লোকে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এক হইয়া যেন দীর্ঘ বিরহের পর আজ আবার নূতন মিলন-আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে।

——o——

(১৭)
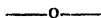
লখিয়ার সহিত পুনর্মিলনরূপ অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক উত্তর লখিয়ার মুখ হইতে শুনিব আশা করিয়া আছি, অথচ নিজমুখে কোন প্রশ্নই করিবার সাহস পাইতেছি না, এরূপ সময়ে মৃণাল হঠাৎ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে বলিয়া বসিল, "লখি দিদি, ব্যাপার যে রকম পেকেছিল, তাতে একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিরই সাজা হয়ে যেত, সেই ভয়ে দেবেনবাবুকে এখানে আন্‌তে বাধ্য হয়েছি। দীনবন্ধুবাবু আমাদের সহায় না হলে একাজ হতো না। দেবেনবাবুকে সব ভেঙ্গে চুরে বল, এখন আর বল্‌তে কোন বাধা নেই এ কথা দীনবন্ধুবাবু আমায় বলেছেন। আর দেবেনবাবুকেও ধন্যবাদ, তিনিও আমার জন্যে অনেক করেছেন; নইলে আজ বোধ হয় আমাকে এখানে দেখ্‌তে পেতে না। দীনবন্ধুবাবুর কৌশলে সব গোলমাল কেটে গেছে। তাঁরই উপদেশ মত তোমাদের জামাই বাবু এতদিন লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আচ্ছা দিদি, লোকটার কি মাথা!"

লখিয়া,—"হাঁ যোগেশ বাবুর পালানর মধ্যে যে একটা

রহস্য ছিল, তা আমি পূর্ব্বেই জেনেছি। আমার জন্য তোমাদের কত কষ্টই না পেতে হয়েছে। ক্ষমা কর বোন্।”

লখিয়ার মুখে যোগেশের নাম শুনিয়া আমি বিস্মিত ভাবে বলিলাম, “লখি, তুমি যোগেশকে জান্‌তে ?”

কোমল চক্ষুদুটি আমার দিকে ফিরাইয়া, লখিয়া উত্তর করিল, “খুব জানি। তিনি না থাক্‌লে আজ তোমাকে পেতাম না।” এইরূপ বলিতে বলিতে লখিয়ার নয়ন পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

মৃণাল তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “ও লখি দিদি, কাঞ্চনলাল যে পালাব পালাব হয়েছে।”

লখিয়া তীব্র ঘৃণাভরে বলিল, সে শয়তান আমাদের আর ঠকাতে পার্‌বে মনে কর মৃণাল ? মাথার উপর ধর্ম্ম আছে। তার পাপের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে এসেছে, অবশ্যই তাকে সাজা পেতে হবে।”

প্রকৃত ঘটনা জানিবার উৎকণ্ঠায় আমি বাধা দিয়া বলিলাম, “লখি তুমি এতদিন আমায় অন্ধকারে রেখেছিলে কেন ?”

লখিয়া,—“নিতান্ত আবশ্যক হয়েছিল বলে। আমি

জানি আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ। আর তুমি যদি আমার কষ্ট বুঝ্‌তে!"

এতদূর বলিতেই লখিয়ার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া লখিয়া আবার বলিল, "তুমি আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত শোন এই আমার অনুরোধ। এতদিন আমার মুখ বন্ধ ছিল তাই কিছু বল্‌তে পারিনি। আজ ভগবান্ আমায় বলবার ভাষা দিয়েছেন, তাই বল্‌তে পার্‌ছি। আমাদের শত্রুরা এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের এতদিন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার অজ্ঞাতসারে আমায় এক গুরুতর অপরাধে লিপ্ত করেছিল। তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌তেও কসুর করেনি। আমার নামে ওয়ারেণ্টের কথা তুমি শুনেছ। হিতেনের মৃতদেহও তুমি স্বচক্ষে দেখেছ।"

আমি উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "লখি, হিতেনের হত্যাকারী কে, আমায় শীঘ্র বল। আমার বড় কৌতূহল হয়েছে।"

লখিয়া ধীরভাবে উত্তর করিল, "তুমি একটু স্থির হও, আমি পর পর সব বলে যাচ্ছি।"

আমি অধীরভাবে আবার প্রশ্ন করিলাম, "লখি, তুমি হিতেনকে জান্‌তে, নয়?"

লখিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "আমি হিতেনবাবুকে চিন্‌তাম সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনরূপ প্রণয় সম্বন্ধ কোনকালে ছিল না। তবে আমাদের যে ফটোগ্রাফ দেখেছ, তাতে ষড়যন্ত্রকারীদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। হিতেনবাবুর উপর তোমার বিদ্বেষবহ্নি জ্বালিয়ে দেবার জন্য এবং তদ্বারা হিতেনবাবুর গুপ্ত হত্যাব্যাপার নিয়ে পুলিশের যাতে তোমার উপর কতকটা সন্দেহ পড়ে এইজন্য তাদেরই কৌশলে ঐ ফটোগ্রাফ ঐরূপ ভাবে রাখা হয়েছিল। আরও একখান ফটোগ্রাফ আমিই নিজে রাখিয়েছিলাম। আমার আশা ছিল, তুমি বুঝবে যে আমি বেঁচে আছি এবং তাহলে আমার উদ্ধারের জন্য তুমি সচেষ্ট হবে। কিন্তু সবই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল—সে আমার কপালের দোষ।"

আমার কৌতূহল ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি আবেগভরে বলিলাম, "লখি, তোমার সহিত আমার বিবাহ রহস্য সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে, আগে সে কথা বল।"

লখিয়া বলিল, "আমি যা বলব শেষ পর্য্যন্ত শুনে যা বলবার থাকে বলো। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই। তোমার বিবাহ আমার ভগ্নীর সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু আমার নামই লখিয়া। নিওরায় আমার সঙ্গেই তোমার দেখা

হয়েছিল। আমার প্রথম পরিচয় যা তোমায় দিয়েছিলাম তা সবই সত্যি। বাধ্য হয়ে যা গোপন করতে হয়েছিল, তাই গোপন করেছিলাম—মিথ্যা একটা কথাও বলিনি। বাঙ্গলাদেশে মেদিনীপুর জিলায় উদ্ভবপুর গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলে আমার জন্ম। আমার পিতা ঐ গ্রামের জমীদার ছিলেন। আমি যখন ৭ বৎসরের তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। আমার এক ভগ্নী ছিল, তার নাম সুকুমারী। সে আমার চেয়ে মাত্র দুই বৎসরের বড়। দেখ্‌তে আমারই অনুরূপ। তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এতটা সাদৃশ্য যে আমাদের মধ্যে কে লখিয়া, কে সুকুমারী চিন্‌বার কোন উপায় নাই। সুকুমারী যখন ১০ বৎসরের তখন তার বিবাহ হয়—দুর্বৃত্ত কাঞ্চনলাল তার স্বামী। সুকুমারীর বিবাহের দুই বৎসর পরে আমাদের মাতার মৃত্যু হয়। রাজনারায়ণ বাবু আমাদের মাতুল। এঁরই তত্ত্বাবধানে আমার পিতার বিপুল সম্পত্তি, মাতার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। মাতার মৃত্যুর পর কাঞ্চনলাল তার স্ত্রী সুকুমারীর নামে সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ দাবী করে। আমার প্রাপ্য অর্দ্ধেকাংশ আমার মাতুলের তত্ত্বাবধানেই থাকে। মাতুলের উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। তিনি কাঞ্চনলালের সহযোগে আমাকে ঐ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার

প্রয়াস পান। ইতিমধ্যে সুকুমারীর ক্ষয় রোগের সূত্রপাত হয়। ডাক্তারের পরামর্শে সুকুমারীর বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়ে উঠে। তখন আমার বয়স পনের। সংসারের কুটিলতার মধ্যে তখনও প্রবেশ করিনি। আমার মাতুল আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার প্রকৃত পরিচয় কাউকে প্রকাশ করলে আমার জীবননাশের আশঙ্কা আছে এবং আরও আমার সম্পত্তির লোভে চারিদিকে এরূপ ষড়যন্ত্র চল্‌ছে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে আমার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা আছে। তখন বুঝিনি কাঞ্চনলাল ও মাতুল এ চক্রান্তের প্রধান চক্রী। এইরূপ আশঙ্কা আমার জীবনের সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই সময় সুকুমারীর স্বাস্থ্যের জন্য আমরা হিমালয় অঞ্চলে নিওরা নামক পল্লীতে কিছুদিন বাস কর্‌ছিলাম। সেইখানেই আমার সঙ্গে তোমার প্রথম সাক্ষাৎ—জীবনে এত ভালবাসা কোথাও পাইনি। যে দিন প্রথম দেখি, সেই দিনই তোমায় কি চোখে দেখেছিলাম বলতে পারি না। আমার হৃদয় প্রবল বেগে তোমারি দিকে ছুটেছিল। শত চেষ্টা করেও তার বেগ ফেরাতে পারিনি—তারপর চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করে এই সুদীর্ঘ বিরহের জন্য প্রস্তুত হতে হলো। তোমার সঙ্গে আমার গোপনে

সাক্ষাৎ কেমন করে এই পাষণ্ডদের কর্ণগোচর হ'ল, কিছুই জানিনে। কোনও আশঙ্কায় নিওরা ছেড়ে তারা পাটনায় এল। এই পাটনাই আমার মাতুলাশ্রয়। আমার মাতুলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অনেক অত্যাচার সহ্য করে শেষে আত্মহত্যা করেন। তারপর মাতুল আমার মৃণালের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মনোরমার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে বিয়ে করেন। এই সময় সুকুমারীর অবস্থা এত খারাপ হয় যে, তার জীবনের আশা কিছুমাত্র ছিল না। সুকুমারীর মৃত্যুতে পাছে অন্যান্য দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়েরা সম্পত্তির দাবী করে এই আশঙ্কায় পাপিষ্ঠদ্বয় এক নূতন চক্রান্ত করে তোমায় আমার নাম দিয়ে চিঠি দেয়। তারপর তোমায় নানা কৌশলে আমার মাতুলের বাড়ীতে এনে বন্দী করে, এবং তোমার অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সুকুমারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়। তারপর, সুকুমারীর মৃত্যু হ'লে পুলিশের লোকেরা আমার নামে ওয়ারেণ্ট জারি করতে এসে, সুকুমারীকে লখিয়া ভ্রমে ওয়ারেণ্ট ছিঁড়ে ফেলে। তুমিও প্রতারিত হ'লে। সেই থেকে আমার লখিয়া নাম জগতের চোখে লোপ পায়। আমিই সুকুমারী নামে পরিচিতা হলাম। সেই দিন থেকে লখিয়ার নাম গন্ধও

র'ইল না। এতে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল,—প্রথমতঃ সুকুমারীর যারা উত্তরাধিকারী হতে পারতো তাদের বঞ্চিত করা,—দ্বিতীয়তঃ, সুকুমারী নামে পরিচিতা থাকলেই আমার গ্রেপ্তারের ভয় আর রইল না, কাজেই আমারও তাতে স্বার্থ রইল, এইরূপ আমায় বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু ভগবানের লীলা বুঝা ভার। হিতেনবাবু আমার মাতুলের খুড়তুতো ভাই। তিনি মনোরমার বাল্য-সঙ্গী। যে দিন থেকে মনোরমা আমার মাতুলের সংসারে প্রথম আসে, তার কিছু দিন পরেই হিতেন্দ্রবাবুও ঐখানে এসে থাকেন। তাঁর বিপুল সম্পত্তির লোভে মাতুল আমার তাঁর প্রতি বাহ্যিক স্নেহের ভাব দেখাতেন। হিতেনবাবুর মা ভিন্ন সংসারে আর কেউ ছিল না। মনোরমার উপর ছেলে বেলা থেকেই তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল; কিন্তু তাতে করে তারা কখনও ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হয় নি। মনোরমার স্বামীর সংসারের অভাব দেখে, হিতেনবাবু একটা বাড়ী মনোরমার নামে লেখাপড়া করে দেন। যে বাড়ীতে মনোরমারা থাকে, ঐ বাড়ী হিতেনবাবুর। তা ছাড়া হিতেনবাবু এক উইল করে রাখেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তি মনোরমা পাবে—এ ছাড়া তাঁর মায়ের জন্যও সংস্থান করে রেখেছিলেন। হিতেনবাবু

বিবাহ করেন নি; এবং পরহিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কেমন করে বল্‌তে পারি না হিতেনবাবু আমার মাতুল ও কাঞ্চনলালের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের কথা সমস্তই জান্‌তেন এবং অচিরে এ সমস্ত ব্যাপার পুলিশের কর্ণগোচর কর্‌বেন এইরূপ আশঙ্কা, আমার মাতুলের মনে সর্ব্বদাই ছিল। সেই জন্য কৌশলে হিতেনবাবুকে যোগেশবাবুর বাড়ীতে এনে সেই খানেই তাঁর দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার ইচ্ছা মাতুলের মনে বরাবরই ছিল। ঘটনা ক্রমে একদিন যোগেশবাবু মৃণালকে মনোরমার বাড়ীতে রেখে স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। যোগেশবাবুর বাড়ী আমার মাতুলের তত্ত্বাবধানে ছিল। ঐ রাত্রে হিতেনবাবুকে পাকে চক্রে যোগেশবাবুর বাড়ীতে আনা হয়েছিল। আমি আমার মাতুলের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরে, তাঁকে বাধা দেবার জন্য ঐ খানে এসেছিলাম, কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে। আমি স্বচক্ষে হিতেনবাবুর মৃত দেহ যোগেশবাবুর বাড়ীতে দেখেছি। হিতেনবাবুর হত্যাতে দুটী উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমতঃ আমার মাতুলের পাপ একমাত্র সাক্ষ্য জগৎ হতে অপসারিত হবে; দ্বিতীয়তঃ হিতেনবাবুর মৃত্যুর পরই তাঁর বিপুল সম্পত্তি মনোরমার অধিকারে আস্‌বে। তা ছাড়া এরূপ অবস্থার মধ্যে

হিতেনের হত্যাকার্য্য সমাধা হল, যাতে সমস্ত সন্দেহ যোগেশ বাবুর ঘাড়ে পড়ে। হিতেনবাবুর হত্যার অব্যবহিত পরে, তুমি যোগেশবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলে তাও আমি জানি। তুমি চলে আস্‌বার পর, মৃত দেহ কাঞ্চনলালের সাহায্যে গঙ্গার ধারে একটা পরিত্যক্ত বাড়ীর মধ্যে চালান করে দেওয়া হল—সে বাড়ীটায় তুমি সম্প্রতি গিয়েছিলে সে খবরও আমি পেয়েছি। যোগেশবাবু পরদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন যেন তাঁর বাড়ীতে চোর ঢুকে সমস্ত ওলট্ পালট্ করে গেছে; কিন্তু মূল্যবান্ জিনিষ পত্র কিছুই নেয় নি। আমি ঐ রাত্রে যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত খবর তাঁকে জানাই। তুমিও কৌতূহল বশে তাঁর বাড়ীতে ঐ রাত্রে গিয়েছিলে। যোগেশবাবুকে অন্ধকারে সেখানে একা দেখে তোমার মনে সন্দেহ হয়েছিল, তারপর তিনি তোমায় একটী কক্ষে প্রবেশ করতে দেন নি, তাতে তোমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল। আমি তখন ঐ কক্ষে ছিলাম। ক্রমে আমার মাতুলের সন্দেহ হয় যে আমি পাটনায় থাকলে কোন দিন না কোন দিন, তোমার নজরে পড়তে পারি। সেই জন্য আমাকে আমার মাতুলের এক দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার তত্ত্বাবধানে এই মধু-পুরে পাঠান হয়। ষড়যন্ত্র তখন এরূপ জটিল হয়ে

দাঁড়িয়েছিল যে, আমার আত্মপ্রকাশের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না এবং তা ছাড়া ঘটনাচক্রে আমারই দোষী সাব্যস্ত হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। এই দুর্দিনে যোগেশবাবুই আমার প্রধান সহায় ছিলেন, অথচ তাঁরও কোন উপায় ছিল না। নিজের জীবনের আশঙ্কায় আমি প্রথমতঃ যোগেশবাবু ভিন্ন আর কাহাকেও এ রহস্য জানাইনি। বহু দিন গত হ'লে কাদম্বিনী আমার জীবনের রহস্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার জান্‌তে পারেন। আমার উপর তাঁর অসীম ভালবাসা—আমি কাদম্বিনীকে কাদুদিদি বলি। ইতি মধ্যে কাদুদিদিকে তোমার কুশল জান্‌বার জন্যে একদিন পাটনায় পাঠিয়েছিলাম, তুমি তখন বাড়ীতে ছিলে না। যোগেশবাবু সুবিধামত তোমার সংবাদ আমায় এনে দিয়েছেন। হিতেনবাবুর হত্যার তদন্তের ভার দীনবন্ধু-বাবুর উপর পড়ে। তিনি পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রথমে তোমায় সন্দেহ করেন, অন্ততঃ এইরূপ ভাব বাইরে দেখিয়ে ছিলেন। যোগেশবাবুর উপরও সন্দেহ তাঁর হয়েছিল—সেটাও বাহ্যিক। তাঁরই বুদ্ধির কৌশলে যোগেশ-বাবু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত সন্দেহ ঠিক জায়গাতেই পড়েছিল, অথচ লোকদের যে একবারে বাঁধ দিয়ে রেখেছিলেন। তারপর